চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

জুন ২০২৩

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ

গবেষকবৃন্দ

ড. মো. রবিউল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ও
অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূঁঞা
সহ-প্রকল্প পরিচালক
ও
অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

জুন ২০২৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এর প্রতি যিনি গবেষণা প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের বর্তমান নির্বাহী সচিব এর প্রতি যিনি গবেষণা প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করেছেন এবং গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধকরণে প্রযোজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা প্রকল্পের সদস্য সচিব, উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) ফারহানা আক্তার এর প্রতি যিনি গবেষণা কাজটি পরিচালনার জন্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যারা গবেষণা কাজটি পরিচালনা ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা ও সর্বাত্নক সহযোগিতা করেছেন।

সকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার উত্তরদাতা, কেস স্টাডি, মূখ্য সেবাদাতা এবং ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের যারা সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গবেষণায় তথ্য সংগ্রহকারি দলকে যারা অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারের স্টাফদের প্রতি যারা সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে গিয়ে বিভিন্ন উৎস যেমন: প্রয়োজনীয় বই, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অন-লাইন জার্নাল সরবরাহ করেছেন।

কৃতজ্ঞতায়

অধ্যাপক ড. মো. রবিউল ইসলাম
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূঞাঁ

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩
গবেষণার সার সংক্ষেপ	৮
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	
১.১ গবেষণার শিরোনাম	১৩
১.২ পটভূমি	১৩
১.৩ গবেষণা সমস্যা	১৪
১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা	১৪
১.৫ গবেষণা প্রশ্ন	১৫
১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য	১৫
১.৭ গবেষণার ক্ষেত্র	১৫
১.৮ গবেষণা পদ্ধতি	১৬
১.৮.১ গবেষণা এলাকা	১৬
১.৮.২ নমুনা ও নমুনায়ন	১৬
১.৮.৩ তথ্য সংগ্রহ কৌশল	১৭
১.৮.৪ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	১৮
১.৯ গবেষণার নৈতিক দিক	১৯
১.১০ গবেষণা কাজের সময় ও কর্ম পরিকল্পনা	১৯
১.১১ সামাজিক নীতি প্রনয়ণের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা	
২. তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা	২২
তৃতীয় অধ্যায়: পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	
৩.১ উত্তরদাতার জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য	২৭
৩.২ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন	৩৫
৩.৩ শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব	৩৮
৩.৪ ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায়	৪২
চতুর্থ অধ্যায়: গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	
৪.১ কেস স্টাডি-১	৫২
৪.২ কেস স্টাডি-২	৫৩
৪.৩ কেস স্টাডি-৩	৫৪
৪.৪ কেস স্টাডি-৪	৫৫
৪.৫ কেস স্টাডি-৫	৫৬
৪.৬ কেস স্টাডি-৬	৫৭
৪.৭ ফোকাস দল আলোচনা-১	৫৮
৪.৮ ফোকাস দল আলোচনা-২	৬০
৪.৯ ফোকাস দল আলোচনা -৩	৬২
৪.১০ মূখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার	৬৪
৪.১১ গুণাত্বক গবেষণার প্রধান ফলাফল	৬৫

পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা	
৫.১ উপসংহার ও সুপারিশমালা	৬৯
তথ্যসূত্র	৭২
সংযুক্তি	
সংযুক্তি-১: সাক্ষাৎকার অনুসূচি	৭৩
সংযুক্তি-২: মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার গাইড লাইন	৭৯
সংযুক্তি-৩: কেস স্টাডি গাইড লাইন	৮০
সংযুক্তি-৪: ফোকাস দল আলোচনা গাইড লাইন	৮১

সারণি তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
সারণি নং-১: গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ	১৬
সারণি নং-২: উত্তরদাতার জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী	২৭
সারণি নং -৩: উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা	৩০
সারণি নং-৪: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩১
সারণি নং-৫: উত্তরদাতার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩২
সারণি নং- ৬: সঞ্চয়কারি উত্তরদাতাদের সঞ্চয়ের পরিমান সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৩
সারণি নং-৭: উত্তরদাতার রাত্রিযাপন সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৪
সারণি নং-৮: ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৫
সারণি নং-৯: উত্তরদাতার ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৬
সারণি নং-১০: ভিক্ষা করার স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৭
সারণি নং-১১ শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৯
সারণি নং-১২: ভিক্ষুকদের জন্যে বেসরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪২
সারণি নং-১৩: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা	৪৩
সারণি নং-১৪: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে না যাওয়ার কারন	৪৪
সারণি নং -১৫: পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে আপনি কি আশা করেন	৪৬
সারণি নং-১৬: পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে চান না কেন	৪৭
সারণি নং -১৭: ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আপনি আগ্রহী কিনা	৪৭
সারণি নং-১৮: ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে চান না কেন	৪৮
সারণি নং-১৯: সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন	৪৮
সারণি নং-২০: শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ	৪৯

চিত্র তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
চিত্র নং-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস	১৭
চিত্র নং-২: গবেষণার মূখ্য কাজ	১৮
চিত্র নং-৩: Process of Triangulation	১৯
চিত্র নং-৪: উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়	২৯
চিত্র নং-৫: উত্তরদাতার পরিবারের ধরণ	২৯
চিত্র নং-৬: উত্তরদাতার পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা	৩০
চিত্র নং-৭: উত্তরদাতার পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা	৩১
চিত্র নং-৮: উত্তরদাতার পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন	৩১
চিত্র নং-৯: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩২
চিত্র নং-১০: উত্তরদাতার স্কুলে যাওয়া সন্তান সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৩
চিত্র নং-১১: উত্তরদাতার দৈনিক ভিক্ষা করার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩৭
চিত্র নং-১২: ভিক্ষাবৃত্তি কি একটি সামাজিক সমস্যা	৩৮
চিত্র নং-১৩: ভিক্ষুকদের জন্যে সরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪২
চিত্র নং-১৪: ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানে কিনা	৪৩
চিত্র নং-১৫: সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রত্যাশিত সেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৪৩
চিত্র নং -১৬: পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে চান কিনা	৪৫

গবেষণার সার সংক্ষেপ

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ করা। বর্তমান গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন ও শহরের জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব, ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা লাভ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্যে পরিমাণগত পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; অন্যদিকে শহরে ভিক্ষুকদের সমস্যা, জীবনমান উন্নয়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারনের কৌশল উন্নয়ন ইত্যাদি গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্যে ফোকাস দল আলোচনা (FGDs) পদ্ধতি ও কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে দেশে মোট ভিক্ষুক সংখ্যা ৪.৫ লক্ষ্যের উর্দ্ধে (দৈনিক পূর্বদেশ, ২২ জানুয়ারি ২০২২)। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত করেন এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করেছেন। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায়ে (Poverty and Inequality Reduction Strategy) দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) তে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ২.৫৫%, দারিদ্রের হার ৭% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ০.৬৮% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দশনা অনুযায়ী ভিক্ষুকমুক্ত সমাজ গঠনের উদ্যোগ হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তির সার্বিক চিত্র পেতে এবং তা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ পরিষদের গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা শহরের ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণে বর্তমান গবেষণাটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৫৮.৩৩% পুরুষ, ৩৮.৮৮% মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গ ২.৭৭%। উত্তরদাতাদের মধ্যে বিবাহিত ৪১.১১%, অবিবাহিত ৮.৮৯%, বিপত্নীক ১৩.৮৯%, বিধবা ২৫% এবং তালাকপ্রাপ্ত ১১.১১%। ভিক্ষুকদের গড় বয়স ৫০.৬ বছর। ভিক্ষুকদের অধিকাংশ (৬০%) নিরক্ষর এবং স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ২২.২২%। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মাসিক গড় আয় প্রায় ১২০০০.০০ টাকা। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ১৬.৬৭% ব্যতীত সকলের পরিবারে নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা আছে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের পরিবারের মাসিক গড় আয় প্রায় ১৪০০০.০০ টাকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯১.১১% ভিক্ষুকের কোন সঞ্চয় নেই এবং ১১.১১% ভিক্ষুকের সঞ্চয় আছে। সঞ্চয় আছে কিনা প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেছে। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, অনেকের সঞ্চয় আছে। প্রায় অর্ধেক ভিক্ষুকের স্কুলে যাওয়া সন্তান আছে তবে কেউ স্কুলে যায় না। বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজন তাদের স্কুলে না পাঠিয়ে তাদের একটি বড় অংশ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। ভিক্ষুকেরা সাধারণত যে এলাকায় বেশী ভিক্ষা করে সে এলাকায় বা তার আশে পাশে রাত যাপন করে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, গড়ে তারা ৫ বছর ধরে এবং একজন ভিক্ষুক দৈনিক প্রায় গড়ে ৯ ঘন্টা ভিক্ষা করে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আর্থ-সামাজিক, শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বহুবিধ কারন রয়েছে। উত্তরদাতারা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার নানা কারন উল্লেখ করেছেন যেমন: দারিদ্য (৫০%), প্রতিবন্ধীতা (৩৬.১১%), দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি ৩৩.৩৩%, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা (২৯.৪৪%), প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৩.৮৭%), দূর্ঘটনা (১৩.৮৯%), বেকারত্ব (১৬.৬৭%), পরিবার প্রধানের রোগ ও মৃত্যু (৮.৩৩%), পারিবারিক ভাঙ্গন (৬.১১%), বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন (১১.১১%) প্রভৃতি কারন উল্লেখযোগ্য। তথ্য সংগ্রহকালে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে, ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট, ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পঙ্গুত্ব করা, ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ (জখম, খুন, ধর্ষন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভিক্ষুকের ছদ্মবরন ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত না তবে তাদের কেউ কেউ এ সমস্ত কাজের সাথে যুক্ত বলে তারা শুনেছেন। ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা যে সমস্ত জায়গায় ভিক্ষা করে তার মধ্যে ফুটপাত (৬৬.৬৭%), ট্রাফিক সিগন্যাল (৫০%), ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির) (৪৮.৩%) এবং বাস স্টেশন, রেলস্টেশন ও লঞ্চ ঘাট (৩৮.৮৯%), পার্ক ও উদ্যান (১৯.৪৪%), মাজার প্রাঙ্গন (১৮.৮৯%), কবর স্থান (১৯.৪৪%), দোকানে ও মার্কেটে (৩১.৬৭%), আদালত প্রাঙ্গণ (৮.৩৩%), পার্ক ও উদ্যান (১৯.৪৪%) প্রভৃতি। ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা সাধারণত বাসা বাড়িতে ভিক্ষা করে না। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ১.১১% পাওয়া গিয়েছে যারা মাঝে মধ্যে বাসা বাড়িতে ভিক্ষা করে থাকে। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে বাসা বাড়িতে ভিক্ষা করার প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

ভিক্ষাবৃত্তি সমাজে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে বেশীরভাগ উত্তরদাতাই (৮৮.৮৯%) মনে করেন এবং ১১.১১% উত্তরদাতা একে সামাজিক সমস্যা হিসেবে মনে করেন না। শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব দেখতে উত্তরদাতাদের ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক বিবেচনায় নিয়ে লিকার্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক হিসেবে ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল; ভিক্ষাবৃত্তি নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে; নিশ্চিত আয় ও শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে; কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস পায়, কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক করে; ভিক্ষুকরা অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়; গাঁজা ও মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ; ভিক্ষুকরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধপ্রবন কাজ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা; অপরাধীরা ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, যৌনাচার, মাদকসেবনসহ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়; অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে; ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে; ভিক্ষুকরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়; ভিক্ষুকরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়; ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে এবং ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের মাত্রা দেখা হয়েছে। শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিক্ষাবৃত্তি নগর জীবনে নেতিবাচক প্রভাবের কথা উঠে এসেছে। ভিক্ষাবৃত্তি কোনভাবেই একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্যে সম্মান বা মর্যাদা বহন করে না। ভিক্ষাবৃত্তির আড়ালে কেউ কেউ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে যেমন জড়িয়ে পড়ে এটি যেমন সত্য তেমনি অনেকেই জীবিকা নির্বাহের কোন পথ খুজেঁ না পেয়ে সমাজে টিকে থাকার অবলম্বন হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিয়ে থাকে।

ভিক্ষুকদের জন্যে সরকারি ও বেসরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কে বেশীরভাগ উত্তরদাতার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, ক্ষুদ্র ঋণদান, অনুদান এবং আশ্রয় কেন্দ্র

প্রভৃতি সেবার কথা উল্লেখ করেন। তবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৯৪.৪৪%) বে-সরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারনা নেই বলে জানান। কেবলমাত্র ৫.৫৬% উত্তরদাতা বে-সরকারি সেবা হিসেবে এান সেবার কথা বলেন। ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে ৩৫% উত্তরদাতা জানে এবং ৬৫% উত্তরদাতা সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা। অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৬৬.৬৭%) আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান এবং ৩৩.৩৩% উত্তরদাতা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী নন। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী উত্তরদাতা ভিক্ষুক সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার জন্যে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (৭০.৮৩%), স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (৬৬.৬৭%), ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে পুনর্বাসন (৪৫.৮৩%), শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (২৬.৬৭%), কর্মসংস্থান (৩৭.৫০%), চিত্তবিনোদন সুবিধা (১১.৬৭%) এবং অন্যান্য হিসেবে শিশুদের লেখাপড়ার খরচ, সন্তানদের সাথে রাখা, ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি (১৩.৩৩%) প্রভৃতি সেবা পাবার নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেন। তবে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী নয় এমন উত্তরদাতা ভিক্ষুক সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে না যাবার কারনের মধ্যে আটকে থাকতে ভালো লাগেনা (৭০%), সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী রেখে যেতে পারব না (৪১.৬৭%), আশ্রয়কেন্দ্রে আয়ের ব্যবস্থা নেই (৩৫%), ভিক্ষা করলে ভালো আয় হয় (৩৩.৩৩%), বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় (২৫%), অন্য কোন কাজ ভালো লাগেনা (২১.৬৭%), আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না (২০%), ভাল খাবার ও বিনোদন পাব না (১৫%), ভরনপোষণ ও সেবার সীমাবদ্ধতা (১৩.৩৩%), পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে সমস্যা হবে (১৩.৩৩%) বলে উল্লেখ করেন। গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা নদী ভাঙ্গন, হাওরবেষ্টিত, মঙ্গাপীড়িত, দারিদ্র্যপীড়িত এবং বন্যা প্রবন এলাকার জেলা থেকে জীবিকার তাগিদে সহজ মাধ্যম হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে রাজধানী শহর ঢাকা-তে এসেছে। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৪১.৬৭% গ্রামে ফিরে যাবার কথা বলেন এবং ৫৮.৩৩% উত্তরদাতা গ্রামে ফিরে না যাবার কথা উল্লেখ করেন। বেশীরভাগ উত্তরদাতাই গ্রামে ফিরে যেতে অনাগ্রহী। উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা গ্রামে ফিরে যেতে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (৬৪%), স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা(৬০%), ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের আয়বর্ধক কাজ (৫৩.৩৩%), নিজের কর্মসংস্থান (৪৫.৩৩%), নিজে অক্ষম বিধায় পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান এবং গ্রামে কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা (১৬%) এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (১২%) প্রভৃতি কর্মসূচী নিশ্চিত করার কথা বলেন। এছাড়াও গ্রামভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা, চিত্তবিনোদনের সুবিধা, দোকান ও ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি সুবিধা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ নগরবাসী ভিক্ষুকদের গ্রামে ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা ও জীবন জীবিকার নিশ্চয়তার কথা বলেন।

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মধ্যে যারা নিজ গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী নয় তারা গ্রামে না ফেরার কারন হিসেবে আয়ের কোন সুযোগ নেই ও কাজের অভাব (৫১.৪৩%), কোন নিকট আত্বীয় না থাকা (৩৮.০৯%), নিরাপত্তার অভাব (৩২.৩৮%), গ্রামে আশ্রয় কেন্দ্রের অভাব (৩০.৪৮%) এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা (যেমন: পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ না থাকা (২১.৯০%) প্রভৃতি কারনকে জোর দিয়ে বলেন। এছাড়াও প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব, গ্রামে থাকতে ভাল না লাগা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ভাল যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা, ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা, সন্তানেরা খোঁজ খবর না নেয়া ও বাস্তুভিটাহীন প্রভৃতি কারনও শহরে আসা ভিক্ষুকদের গ্রামে যেতে নিরুৎসাহিত করে। নগরবাসী ভিক্ষুকদের গ্রামে ফিরে না যেতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা না থাকার কথা ফুটে উঠেছে।

অধিকাংশ ভিক্ষুকই প্রয়োজনীয় পরিবেশের প্রেক্ষিতে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আগ্রহী নয় তারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগে অনাগ্রহের কারন হিসেবে

কর্মসংস্থান ব্যবস্থা থাকবে না (৭০%), নগদ আয় না থাকা (৪৬%), দৈহিক অক্ষমতা (৩০%), বার্ধক্যে কোন কাজ করতে না পারা (৩২%), ভিক্ষাবৃত্তিতে ভাল আয় (৩০%), ভিক্ষা না করলে পরিবারসহ না খেয়ে থাকা (২৮%), আশ্রয়হীন হয়ে পড়া (২৪%) এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব (২২%) প্রভৃতি কারনের কথা উল্লেখ করেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সকল উত্তরদাতা ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরনে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তিকরণ (৪৬.৬৭%), কর্মসংস্থানের সুযোগ ও ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা (৪০.৫৬%), সরকারি ও বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা (৩৩.৮৯%), সরকারি খরচে সরকারি জায়গায় গৃহ নির্মাণ (২৫.৫৬%), সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পূনর্বাসন (২২.২২%), সন্তানের পড়ালেখার খরচ (১১.৬৭%), বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (৭.২২%) এবং বিধবা ও বয়স্ক ভাতা প্রদান (২.৭৮%) প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণের উপর জোর দেন। তাই বলা যায়, সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে গৃহীত সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে সরকারি গৃহের ব্যবস্থা, সুদবিহীন ঋণ প্রদান, সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে ভিক্ষুকদের অর্ন্তভূক্তিকরণ, সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা সেবার পরিধি ও পরিমান বাড়ানো, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বিধবাভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতার পরিমান বাড়ানো, প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ সেবা ব্যবস্থা প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন। এছাড়াও গবেষণার গুনাত্বক ও সংখ্যাত্বক ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশ উঠে এসেছে; যেমন: ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের সার্বিক চিত্র জানতে বেইস-লাইন জরিপের ভিত্তিতে বয়স, লিঙ্গ, স্থান, প্রতিবন্ধীতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নির্ধারকের আলোকে প্রকৃত ভিক্ষুকের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা; ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির জন্যে সমন্বিত উদ্যোগ যেমন: পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ দরকার, যেখানে সরকরি উদ্যোগের পাশাপাশি গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনজিও, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের সিন্ডিকেট চিহ্নিত করা, এক্ষেত্রে আইনশৃংখলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা সিন্ডিকেট চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা; ভিক্ষুকদের ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রয়োজনবোধে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োজন অনুযায়ী আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তাদের সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, শারিরীক ও মানসিক অবস্থা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে বিভিন্ন আয়বর্ধক ট্রেডে যেমন: দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক ওয়ারিং ও ওয়েল্ডিং, ম্যাকানিক্স, ফুড এবং বেভারেজ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালন, মাছ ও মৌমাছি চাষ, তাঁত, কাঠশিল্প, চুলকাটা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রয়োজনবোধে ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ/অনুদান প্রদান করে তাদের পূর্বের স্থান ও পরিবারে রেখে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সুস্থ ও সবল ভিক্ষুকদের প্রয়োজনবোধে জেল ও শাস্তি প্রদান এবং আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবেশ উন্নত করা এবং জেলা পর্যায়ে সরকারি শিশু পরিবারে প্রবীণ ভিক্ষুকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণার শিরোনাম: ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ

১.২ পটভূমি

ভিক্ষাবৃত্তির ইতিহাস অনেক প্রাচীন। খোদ ইংল্যান্ডেই ১৪৯৫ সনে রাজা সপ্তম হেনরির রাজত্বকালে ভিক্ষাবৃত্তির বিস্তাররোধে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভবঘুরে আইন পাশ করা হয় (ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৮)। তবে সমাজের বয়:বৃদ্ধ, শারীরিক, মানসিক, বা অন্য কোনভাবে অক্ষম ব্যক্তিবর্গকে আলাদাভাবে বিবেচনা না করায়, সে সময়ে ভবঘুরে আইন তেমন কার্য়কর ভূমিকা রাখতে পারেনি। অবশ্য পশ্চিমা দেশগুলো পরবর্তীতে কল্যাণ অর্থনীতি (Walfare Economics) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের অনেক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়।

বৃটিশ পাকিস্তান আমলের শোষন, বঞ্চনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা, শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদি এ দেশে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপকতা বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ। কিছু মানুষের কর্মবিমুখতা এবং একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হওয়ার কারণেও ভিক্ষাবৃত্তির প্রসার ঘটেছে। তবে, ভিক্ষাবৃত্তি কোন সম্মানজনক পেশা নয়। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। সরকার এ সমস্যার নিরসন চায়। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। ইসলাম ধর্মে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে পুনর্বাসন করাকে সর্বোত্তম দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও দানের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধান রয়েছে। তাই ধর্মীয় বিচারে ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত করা এবং তাদের জন্য বিকল্প কাজের সংস্থান করা অনেক বড় পুণ্যের কাজ। যারা এ কাজে সাহায্য করেন তারাও একই পূণ্য পেতে পারেন।

বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তির ধরন ও প্রকৃতি বিচিত্র। সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে দেশে মোট ভিক্ষুক সংখ্যা ৪.৫ লক্ষ্যের উর্দ্ধে (দৈনিক পূর্বদেশ, ২২ জানুয়ারি ২০২২)। এটি কোন স্বীকৃত পেশা নয়। তথাপি এ কর্মে পরিধি ক্রমাগত বাড়ছে। যে কোন স্থলে ভিক্ষুকদের তৎপরতা লক্ষণীয় যেমন-বাস ও রেলওয়ে স্টেশন, লঞ্চঘাট, মসজিদ-মন্দির, গির্জা, বাজার, বিপনী কেন্দ্র, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, আদালত প্রাঙ্গন, শহরের ব্যস্ততম রাস্তা, ফুটপাত ইত্যাদি। এসব স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও হতদরিদ্র মানুষ বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বিশেষ ধর্মীয়দিবসে রমজান মাস, জুমার দিন, ঈদের দিন, শবে বরাত, শবে কদরের সময় ভিক্ষুকের তৎপরতা অত্যন্ত বেশী। অতি ব্যস্ততম মুহূর্তও অপ্রস্তুত অবস্থায় একজন ভিক্ষুক সামনে এসে দাঁড়ায়। যা স্বাভাবিক জীবন চলায় অস্বস্থিকর ও বিড়ম্বনা।

ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক অনাচার। যা সমাজ বিরোধী ও রাষ্ট্র বিরোধী কাজও বটে। 'নারী ও শিশু নির্যাতন আইন-২০২০' এর ২০ নং ধারায় উল্ল্যেখ 'যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত-পা, চক্ষু, বা অন্য কোন অঙ্গ বিনষ্ট করনে বা অন্য কোন ভাবে বিকলঙ্গ বা বিকৃত করেন, তা হইলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। অন্য দিকে 'শিশু আইন-২০১৩' এর ধারায় ৭১ ধারায় উল্ল্যেখ আছে কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দ্যেশে নিয়োগ করেন বা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর তত্বাবধায়ক বা দেখা-শুনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষার উদ্দ্যেশে নিয়োগদানে আশ্রয় দান করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বছর কারাদন্ড অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তিরোধের জন্য প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের কিছু এলাকা ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা হলেও এ সমস্ত এলাকায় অহরহ মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। সূত্রমতে, চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৩ হাজার ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেয় সরকার। এ জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৬ কোটি টাকা। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ ২৪ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ৩০ কোটি টাকা করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে কমপক্ষে ১৫ হাজার ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হবে (আলোকিত বাংলাদেশ, ১২ জানুয়ারি ২০২২)। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভিক্ষুকদের তার নিজ নিজ এলাকায় স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে এ নীতিমালা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১.৩ গবেষণা সমস্যা

স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় ১৯৭৭ সালে ঢাকার মিরপুর, মানিকগঞ্জের বেতিলা, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এবং গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে নতুন চারটি আশ্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়। উল্লেখিত কেন্দ্রসমূহ এতদিন যাবৎ ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ এর আওতায় পরিচালিত হতো। কিন্তু যুগের চাহিদা মোতাবেক উক্ত আইন বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী না হওয়ায় সরকার "ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১ প্রবর্তন করে এবং উক্ত আইনের আওতায় ২০১৫ সালে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবে এ আইন ও বিধিমালার কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। ভবঘুরে বা ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে চরম দারিদ্রতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহ ও ভূমিহীনতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশে দারিদ্র নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ২০১০ সাল হতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। বর্তমান জনবান্ধব সরকার ভিক্ষাবৃত্তির মত সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূলের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। বর্তমানে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ ঘটেছে। সরকার ২০১৮ সালে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। ভিক্ষাবৃত্তির নিরসনের ২টি চ্যালেঞ্জ রয়েছে- একটি হলো যারা ভিক্ষুক হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন; অপরটি যাতে এ পেশায় আর কেউ না আসে।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত করেন এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করেছেন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দশনা অনুযায়ী ভিক্ষুকমুক্ত সমাজগঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে বর্তমান সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তির সাথে দারিদ্র সরাসরি সম্পর্কিত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্মানজনক সফলতা পেয়েছে বাংলাদেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের। ২০৩০ সনের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বদ্ধপরিকর সরকার। SDG goal 1: No Poverty, 2: Zero Hunger. উন্নয়নের বলয় থেকে বাদ যাবে না কেউ। ইতোমধ্যে সমাজের বয়:বৃদ্ধ, বিধবা এবং দৈহিক ও মানসিক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। ভিক্ষুকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) নীতির সফল বাস্তবায়ন সহজ হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায়ে (Poverty and Inequality Reduction Strategy) দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) তে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ২.৫৫%, দারিদ্রের হার ৭% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ০.৬৮% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান গবেষণাটি দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরন ও প্রতিরোধের কার্যকর উপায় নীতি ও কৌশল প্রনয়নে সহায়ক হবে।

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন

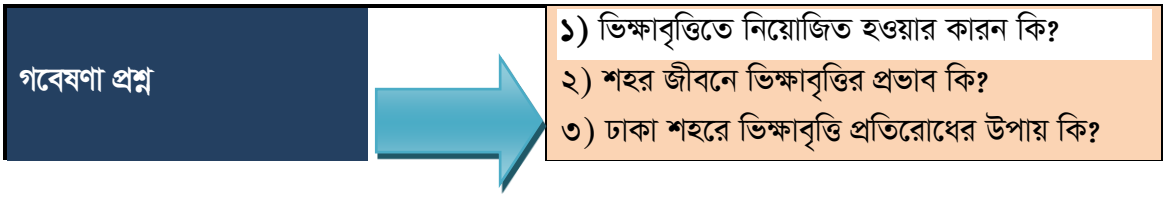

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলোঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ করা। এ লক্ষ্যে বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ:

১। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা;

২। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন উৎঘাটন করা;

৩। শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে জানা;এবং

৪। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারন ও নীতি সুপারিশ তুলে ধরা।

১.৭ গবেষণার ক্ষেত্র

বর্তমান গবেষণাটি মূলত শহরের সমস্যা, সামাজিক উপদ্রব হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি এবং ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। এ গবেষণার মূল দিক হলো শহরের সামাজিক সমস্যা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি চিহ্নিত ও কিভাবে তা প্রতিরোধকরা যায় তার উপায় নির্ধারন করা। সময় ও বাজেট বিবেচনায় গবেষণাটি সমাজকল্যাণ পরিষদ নির্ধারিত ঢাকা শহরে পরিচালিত হলেও গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশের শহর সমষ্টির সামাজিক উপদ্রব হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান গবেষণার বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (ঘ) ও ১৯ অনুচ্ছেদ, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায়, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১ ও ২ এবং বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের মৌলিক যৌক্তিকতা হলো গুণগত গবেষণা পরিমানগত গবেষণার ফলাফলকে যেমন সমৃদ্ধ ও যথার্থতা দান করে তেমনি গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। আলোচ্য গবেষণায় ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন ও শহরের জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব, ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা লাভ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্যে পরিমাণগতপদ্ধতি হিসেবে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; অন্যদিকে শহরে ভিক্ষুকদের সমস্যা, জীবনমান উন্নয়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারনের কৌশল উন্নয়ন ইত্যাদি গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্যে ফোকাস দল আলোচনা (FGDs) পদ্ধতি ও কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় উভয় পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা লাভ এবং জটিল ঘটনাবলী উদঘাটন করা (Azorin & Cameron, 2010: 95)।

১.৮.১ *গবেষণা এলাকা:* ঢাকা শহরের উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা ।

১.৮.২ *নমুনা ও নমুনায়ন*

গবেষণাটি ঢাকা শহরে পরিচালিত হয়েছে। সময় ও বাজেট বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের দু'টি ভাগ যেমন: উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে ৩টি থানা (মিরপর, বনানী ও শেরে বাংলা নগর) ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে ০৩ টি থানা (নিউমার্কেট, লালবাগ ও রমনা) নিয়ে মোট ০৬ টি থানার উপর গবেষণা কাজটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার জন্যে নির্বাচিত ০৬ টি থানার প্রত্যেকটি থেকে ৩০ জন করে মোট ১৮০ জন ভিক্ষুককে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সহায়তা নেয়া হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতা নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো;

সারণি নং-১: গুনগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতার বিবরণ

তথ্য সংগ্রহের কৌশল	**উত্তরদাতা**	**মোট উত্তরদাতা**
ফোকাস দল আলোচনা (FGDs)	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্কুল /কলেজ শিক্ষক, নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	৩ টি
মূখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs)	শহর সমাজসেবা অফিসার/ভবঘুরে উন্নয়ন কেন্দ্রের সমাজসেবা কর্মকর্তা	৬ টি
কেস স্টাডি	ভিক্ষুক	৬ টি
মোট		১৫ টি

১.৮.৩ তথ্য সংগ্রহ কৌশল

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচি এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যে কেস স্টডি, FGDs ও KIIs গাইড লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচি গবেষণা এলাকায় পূর্ব-পরীক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনানুযায়ী উত্তরদাতাদের উপযোগী ও সহজবোধ্য করার জন্যে পরিমার্জন করা হয়েছে যাতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে গবেষণা এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েব সাইট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসমস্ত সাহিত্য পর্যালোচনা আলোচ্য গবেষণার ধারণাগত কাঠামো এবং গবেষণা সমস্যাটি বুঝতে সহায়ক হয়েছে।

চিত্র নং-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস

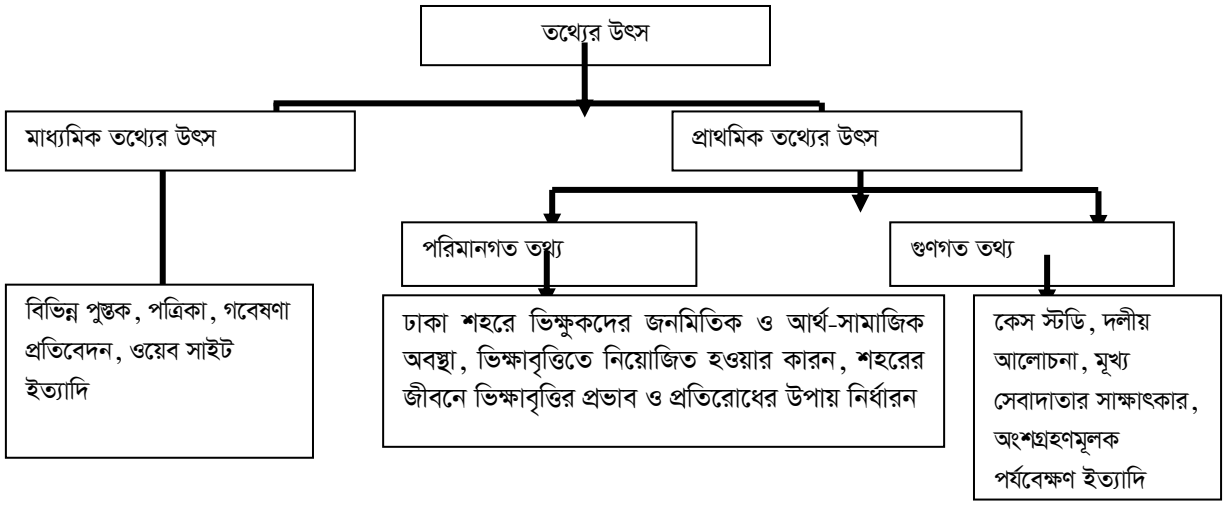

চিত্র নং-২: গবেষণার মূখ্য কাজ

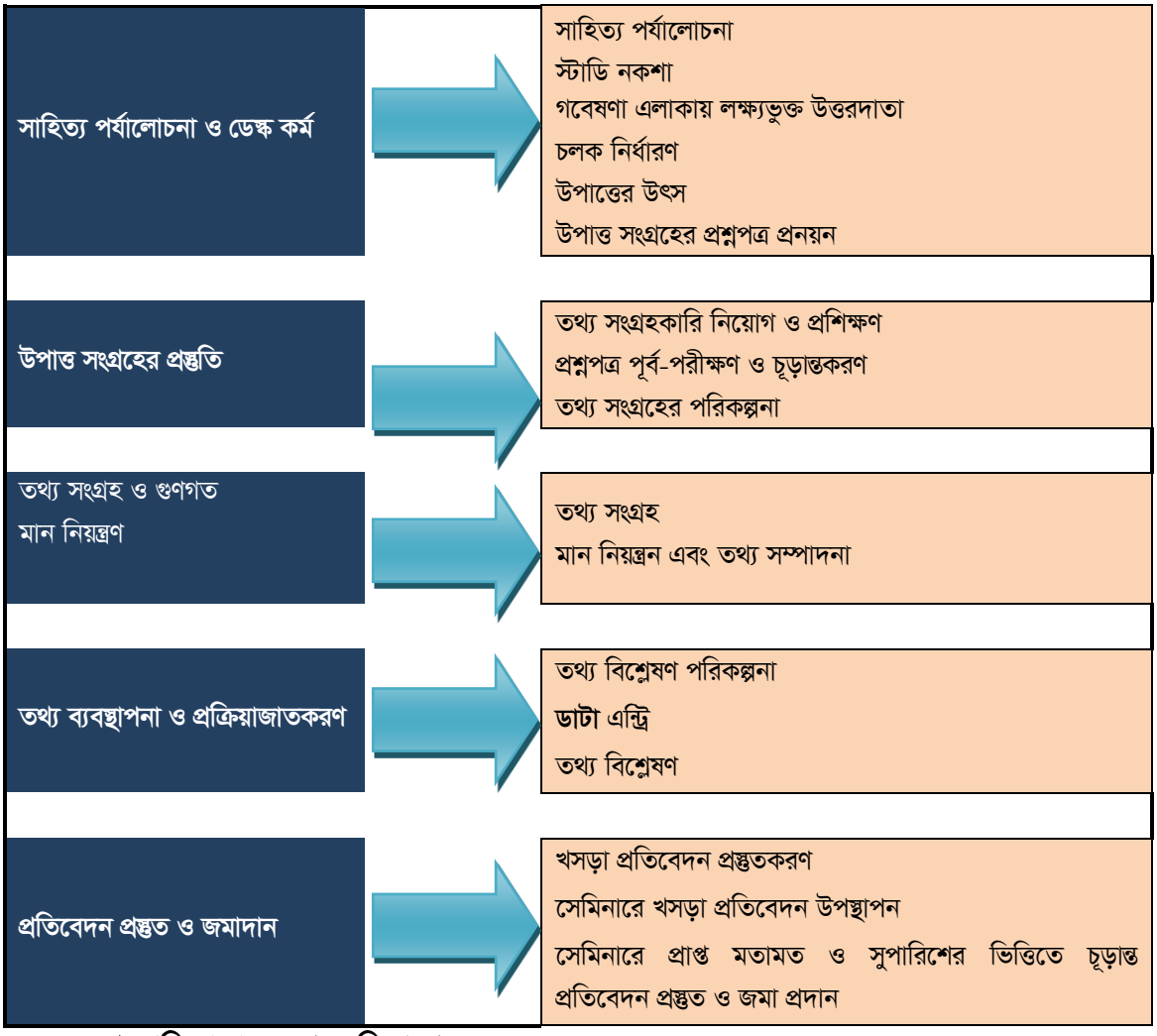

১.৮.৪ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য প্রতিদিন যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্নাঙ্গ সংগৃহীত তথ্যাবলীতে যথাযথ কোডিং প্রদান করে তা নানা ধরণের সফটওয়ার যেমন: Excel/SPSS এর মাধ্যমে তথ্যসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে বিভিন্ন সারণী ও চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক কৌশল যেমন: গড়, মধ্যমা, প্রচুরক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য Triangulationউপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চিত্র নং-৩: **Process of Triangulation**

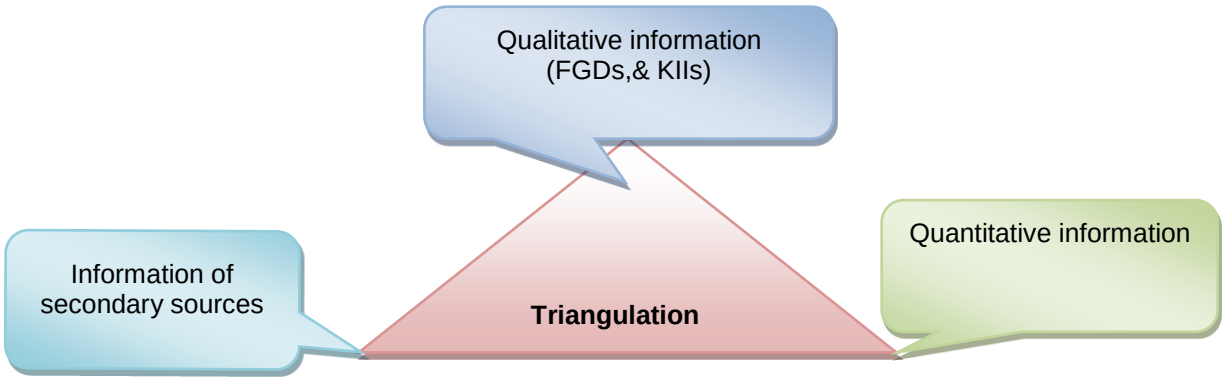

গুণগত তথ্য থিম্যাটিক ও ভারব্যাটিম প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত জাতীয় বিভিন্ন প্রতিবেদনের সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং ফলাফল তুলনা করা হয়েছে। প্রথম ড্রাফট প্রতিবেদনের ফলাফল টেবিল, চিত্র, সাহিত্য পর্যালোচনা জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত সেমিনার/ওয়ার্কশপের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১.৯ গবেষণার নৈতিক দিক

বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কোন এথিক্যাল কমিটি বা গাইড লাইন এখনো তৈরী হয়নি যেখানে গবেষণার নৈতিক অনুমোদন নেয়া যেতে পারে বা গবেষণা কর্মকে অনুমোদন দিতে পারে। তবে Miles and Huberman (1994) প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালা এ গবেষণায় অনুসরন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে উত্তরদাতাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং মৌখিক অনুমতি নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

১.১০ গবেষণা কাজের সময় ও কর্ম পরিকল্পনা

গবেষণা কাজের বিবরণ	ফেব্রুয়ারি -মে ২০২৩			
	ফেব্রুয়ারি ২০২৩	মার্চ ২০২৩	এপ্রিল ২০২৩	মে ২০২৩
গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ চূড়ান্ত করণ, গবেষণা এলাকা পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও প্রশ্নমালা পূর্ব পরীক্ষণ				
তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সম্পাদনা, ডাটা এন্ট্রি ও তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ				
তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া রিপোর্ট প্রনয়ন, সেমিনার/ওয়ার্কশপে উপস্থাপন				
চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ন ও জমাদান				

১.১১ সামাজিক নীতি প্রনয়ণের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রতিটি পরকল্পনায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা প্রান্তিক দরিদ ও ছিন্নমূল্ল জনগগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত করেন এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করেছেন। তাছাড়া, সংবিধানের ৩৪ ও ৪০ অনুচ্ছেদে জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষার বলা হয়েছে। বর্তমান সরকার SDGs বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১ ও ২ এবং বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে নীতি পরামর্শ প্রদানে সহায়ক হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা

২. তাত্ত্বিক কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা

ভিক্ষাবৃত্তি: অন্যের করুনা ও সহানুভূতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। ভিক্ষাবৃত্তি পরনির্ভর জীবন ধারণের উপায়। কোন ভিক্ষুক স্বীয় অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব অপরের নিকট বিশেষ করুনা লাভের উদ্দ্যেশে প্রকাশ্যে অপরের নিকট উপস্থাপন করে। ভিক্ষাবৃত্তি হলো কোনরূপ প্রতিদানহীন সাহায্যলাভের কৌশল। এ হীন পেশা ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে। এটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যার নির্দেশক। ভিক্ষুক অলস প্রকৃতির। তারা সমাজের অনুৎপাদনশীল মানুষ এবং ব্যক্তির কর্মস্পৃহা নষ্ট করে। সড়ক, ফুটপাত, ট্রাফিক সিগন্যাল, বিভিন্ন মার্কেট, পার্ক, রেল স্টেশন, বিভিন্ন অফিস, মসজিদ, মাজার অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে যে ব্যক্তি নিজের অসহায়ত্ব অন্যের নিকট উপস্থাপন করে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনিই ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি (ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৮)। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১ অনুসারে ভবঘুরে ব্যক্তির সংজ্ঞা হচ্ছে; ভবঘুরে অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা নাই অথবা যিনি কোন উদ্দেশ্য ব্যতিত অযথা রাস্তায় ঘোরাফিরা করিয়া জনসাধারণকে বিরক্ত করেন অথবা যিনি নিজে বা কাহারো প্ররোচনায় ভিক্ষাবুত্তিতে লিপ্ত হন। উক্ত আইনের আওতায় নিরাশ্রয় ব্যক্তির সংজ্ঞা হলো "নিরাশ্রয় ব্যক্তি অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা এবং ভরণ-পোষনের জন্য নিজস্ব কোন সংস্থান নাই এবং যিনি অসহায়ভাবে শহর বা গ্রামে ভাসমান অবস্থায় জীবন যাপন করেন এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা, সাহায্যে, ইত্যাদি লাভ করেন না।

ভিক্ষাবৃত্তি মানবতার চনম অবমাননা ও অমর্যাদাকর পেশা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘৃণিত এমন একটি পেশা মানুষ গ্রহণ করুক এটা কাম্য নয়। এটি ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের সম্মান নষ্ট করে। দারিদ্র্যের কয়ষাঘাতে পিষ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে অথবা শারীরকি অক্ষমতায় অনেকে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয় (বিবিসি বাংলা, ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮)। অর্থ উপার্জনের সহজ পথ হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে অনেকে পেশা ও ব্যবসা হিসেবে বেছ নেয়। ধর্মীয় অনুশাসন ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে না। মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য সহমর্মিতা, আবেগ প্রবণতা ও মানবতাবোধ। এসব গুণাবলীর কারণে মানুষ ভিক্ষুকদের ভিক্ষা প্রদানে তাড়িত হয় (আলোকিত বাংলাদেশ, ১২ জানুযারি ২০২২)। ভিক্ষাবৃত্তি সামাজিক অবক্ষয়ের একটি চিত্র।

শহর- নগর- গ্রাম সর্বত্র ভিক্ষার ব্যাপকতা। বিশেষত শহর অঞ্চলে ভিক্ষুক সমস্যা প্রকট। বার্ধক্যকালীন কর্ম অক্ষমতা, শারীরিক অক্ষমতা ও মানসিক অক্ষমতার কারণে অনেকেই স্বাভাবিক আয়-উপার্যন করতে পারে না। তাছাড়া, সামাজিক বঞ্চনা, অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার মহিলারাও বেঁচে থাকার তাগিদে ভিক্ষা করছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক মানুষ নিঃস্ব এবং বাস্তুচ্যুত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। তবে শারীরিক অক্ষমতাই ভিক্ষাবৃত্তির মূল কারন। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় ঢাকা মহানগরীর ৫১.০৫ ভাগ ভিক্ষুকই শারীরিকভাবে অক্ষম (অপ্রকাশিত মাস্টার্স থিসিস, ২০২১)।

অনেক সুস্থ ও সক্ষম মানুষ ভিক্ষা করছে। যাদের ভিক্ষাবৃত্তি প্রত্যক্ষ নয় এবং পরোক্ষ ও প্রতারণা মূলক। তারা ধূর্ততার সাথে কোন অটিজম আক্রান্ত শিশু বা বিকৃত বিকলাঙ্গের মানুষ কিংবা সংজ্ঞাহীন মানুষদের জনসম্মুখে উপস্থাপন করে ভিক্ষার উদ্দ্যেশ্যে। প্রতারক চক্র অসুস্থ ও অনুভুতিহীন মানুষদের সকাল-সন্ধ্যা পরোক্ষ ভিক্ষায় নিয়োজিত করে উপার্জনের লক্ষ্যে (দৈনিক সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০২২)। এ ধরনের পরোক্ষ ভিক্ষাবৃত্তি সামাজিক অবক্ষয়ের নগ্নচিত্র এবং রাষ্ট্রীয় অপরাধ।

দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান, ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকারত্ব প্রতিরোধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়। তবে ভিক্ষাবৃত্তি রোধে ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০ শত বছরেরও অধিক সময়ে এলিজাবেথীয় দারিদ্র্য আইন ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য ও সুবিধাবঞ্চিতদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনে দুস্থ ও দরিদ্রদের সাহায্যদানের সুবিধার্থে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (১) সমক্ষ দারিদ্র্য (Able bodied poor)- যারা শারিরীক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও কাজ করতে সক্ষম কিন্তু কাজ না করে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তারাই হল সক্ষম দারিদ্র্য। এদেরকে sturdy beggarও বলে। এদের ভিক্ষাদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এসব দরিদ্রদের সংশোধনের জন্য শোধনাগার বা শ্রমাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যদি তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করতো তবে তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। (২) অক্ষম দারিদ্র্য (Impotent poor):- যারা শারিরীক ও মানসিকভাবে কাজ করতে সক্ষম না যেমন- রূগ্ন, বৃদ্ধ, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, সন্তানাদিসহ মা তাদেরকে অক্ষম দরিদ্র বলে। এদের সার্মথ্য অনুযায়ী কাজ দিয়ে দরিদ্রাগারে রাখা হতো এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হতো। (৩) নির্ভরশীল বালক-বালিকা (Dependent children):- এতিম, পরিত্যক্ত, দরিদ্র পরিবারের সন্তান যাদের পিতামাতা পলায়ন করেছে বা ভরণপোষণে সক্ষম না তাদেরকে এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কোনো সচ্ছল নাগরিক বিনা খরচে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে নিঃশর্তভাবে তাদের নিকট দত্তক দেওয়া হতো। অনুরুপ যদি সম্ভব না হতো তবে সবচেয়ে কম খরচে দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হতো। এ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় প্যারিস ভিত্তিক বিশেষ পদমর্যাদার Overseer এর উপর অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এসব Overseer নিয়োগ করা হতো। প্যারিসের চার্চের সবাই মনোনয়ন লাভ করতো। তারা এ আইনের বিধান কার্যকরীকরণে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে। এ আইন স্হনীয় সেবা, জীবীকার ব্যবস্থা, পূর্ববর্তী আইনের সমন্বয়, জনকল্যাণে সরকারের ভূমিকা সৃষ্টি, কর্মমুখীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনের সাথে বর্তমান বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির হুবহু মিল রয়েছে। বাংলাদেশে শারীরিকভাবে অক্ষম ও সক্ষম দুই শ্রেণিই ভিক্ষার সাথে জড়িত। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ঢাকা মহানগরীর শতকরা ৫১.৫ ভাগ সক্ষমদেহী ভিক্ষুক এবং অবশিষ্ট অক্ষমদেহী ভিক্ষুক। ১৬০১ সাল পূর্ববর্তী ইংল্যান্ডে ভাসমান মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যার ফলে গ্রাম থেকে দরিদ্র লোকেরা শহর এলাকায় সমবেত হতে থাকে ফলে নতুন করে ভাসমান মানুষের পুনর্বাসনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশেও বর্তমানে প্রচুর ভাসমান মানুষ রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানাবিধ সমস্যার কারণে শহর এলাকায় হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ বাস করছে যার সাথে ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনের প্রেক্ষাপটে মিল রয়েছে। যে পরিস্থিতি ও উদ্দেশ্যেকে কেন্দ্র করে ১৬০১ সালের ইংল্যান্ডের দরিদ্র আইন প্রণীত ও কার্যকরী হয়েছিলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তার থেকে ভিন্ন নয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে তদানীন্তন ইংল্যান্ডে দরিদ্র আইনের সুস্পষ্ট বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় (Friedlander and Apte, 1962)।

ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকারত্ব রোধ ও দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে স্থায়ী পুনর্বাসন প্রভৃতি বহুমুখী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কারটির উদ্ভব হয়। রয়েল কমিশন পরিচালিত সাহায্য উন্নয়ন সাধনের জন্য ১৮৩৪ সালে সংস্কার আইনে কিছু সুপারিশ পেশ করা হয়। যেমন: (১) সকল সক্ষম ও কর্মক্ষম সাহায্যপ্রার্থীকে শ্রমাগারে প্রেরণ করা। (২)শুধুমাত্র অসক্ষম, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও সন্তানসন্ততিসহ বিধবাদের বহিঃসাহায্যের ব্যবস্থা করা। (৩) সাহায্যপ্রার্থীদের জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা, নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ে রাখা। এ আইন কম ব্যয়, রোগ প্রতিরোধ, সাংগঠনিক

ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, দারিদ্র্যতা দূর ও আত্মনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কার মূলত সক্ষম দরিদ্রের কর্মবিমুখ ও নৈতিক ভিত্তিহীনতা থেকে উদ্ধার, সার্বিক সাহায্যকার্যক্রমের সুসমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন ও অন্যান্য বহুমুখী কল্যাণমূলক তৎপরতা নিয়ে উদ্ভব হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের নামে দমন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবস্থা এ আইনের কল্যাণমুখী স্পৃহাকে অবদমিত করে। উপরন্তু ব্যক্তির দারিদ্র্য অবস্থাকে দোষারোপ করে তাদের মর্যাদা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর চরমভাবে কুঠারাঘাত করে (Friedlander and Apte, 1962)।

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সৃষ্ট দারিদ্র সমস্যার পাশাপাশি বেকারত্ব সমস্যা বিভিন্ন সময়ে ত্রাণ সাহায্য কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বেকারত্বের এমন জটিল পরিস্থিতিতে ক্ষমতাশীল লিবারেল পার্টি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র সংস্কার ও বেকারদের সহায়তা লাভে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞ হন। ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট দরিদ্র আইন ও দুর্দশা সাহায্য বিষয়ক রাজকীয় কমিশন গঠন করেন। দরিদ্র আইন কমিশন ১৯০৫ সালে সরকারের নিকট কিছু সুপারিশমালা পেশ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ: ১) দরিদ্র আইন ইউনিয়ন ও অভিভাবক বোর্ডের কাউন্টি পরিষদ গঠন ও স্থানীয় ত্রান-সাহায্য প্রশাসনের সংখ্যাক্রমে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা। ২) প্রচলিত শাস্তিমূলক দরিদ্র সাহায্য কর্মসূচির বিলোপ সাধন করে মানবীয় সরকারি সাহায্য ও কর্মসূচীর প্রবর্তন করা। ৩) মিশ্র দরিদ্র্যাগারের বিলোপ সাধন করে মানসিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক অসুস্থদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা এবং শিশুদের দত্তক পরিবার অথবা আবাসিক স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা। প্রবীণদের জন্য জাতীয় ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে হাসপাতাল সুবিধা, বেকার ও অক্ষমদের জন্য সামাজিক বিমা কর্মসূচি ও বিনামূল্যে সরকারি কর্মসংস্থান সেবা-সুবিধা প্রবর্তন করা। ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সুপারিশমালায় ইংল্যান্ডের সমাজসেবার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থপন করে। কেননা এর মাধ্যমে সাহায্য ব্যবস্থাকে বিভিন্ন সামাজিক আইনের নীতিমালায় এনে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয় যেখানে পূর্ববর্তী আইনসমূহের লক্ষ্য ছিলো শাস্তিমূলক ও দমনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দরিদ্র সাহায্যকে নিরুৎসাহিত করা সেখানে এই কমিশনের সুপারিশমালা শাস্তি ও দমন নীতি পরিহার করে দরিদ্রদের স্থায়ী পুনর্বাসনের আইনত ভিত্তি হাপনে সহায়তা করা (Friedlander and Apte, 1962)।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চিয়তার সৃষ্টি হয় ফলে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ একদিকে যেমন জটিলরুপ ধারণ করে অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মতো নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এটা প্রতিরোধের জন্য প্রচলিত সেবামূলক কর্মসূচি পরিকল্পিত ও গঠনমূলক সংস্কার সাধন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডের তৎকালীন লেবার পার্টির পুনর্বাসনমন্ত্রী আর্থার গ্রীণউড পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্যার উইলিয়াম হেনরী বিভারিজের নেতৃত্বে সামাজিক বীমা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটি পাঁচ ধরনের নিরাপত্তা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। যথা-(১) একটি একীভূত, সমন্বিত ও পর্যাপ্ত সামাজিক বীমা কর্মসূচির প্রবর্তন করা, (২) জাতীয় বীমার সুবিধা বহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচিভিত্তিক সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা, (৩) প্রথম শিশুর পরবর্তী প্রত্যেক শিশুর জন্য সাপ্তাহিক শিশুভাতা প্রদান করা (বর্তমানের পারিবারিক ভাতা)। (৪) সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করা, (৫) অর্থনৈতিক বিপর্যয়কালে ব্যাপক গণবেকারত্ব প্রতিরোধে সরকারিভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা পৃথিবীর

অন্যান্য দেশগুলোর জন্য কল্যাণরাষ্ট্রের একটি মডেল রচনা করেছে যার মূল ভিত্তি হলো বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম ((Friedlander and Apte, 1962)।

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ অনুযায়ী, পুলিশের সাবইন্সপেক্টর পদমর্যাদার থেকে নিচে নয় এমন কর্মকর্তা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে ভবঘুরে বলে গন্য করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে যে কোনো স্থান হইতে যেকোনো সময় আটক করিতে পারবেন। এই আইন অনুযায়ী যদি উক্ত ব্যক্তি ভবঘুরে না হয় তাহলে কারণ লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যাক্তিকে বিনা শর্তে বা ক্ষেত্রমতো প্রয়োজনীয় মুচলেকা গ্রহণপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিদানের আদেশ প্রদান করবেন। আর যদি ভবঘুরে হয় তাহলে তিনি কারন লিপিবদ্ধ করে উক্ত ব্যক্তিকে ভবঘুরে ঘোষণাপূর্বক এ আইনের অন্যান্যবিধান সাপেক্ষে যেকোনো আশ্রয় কেন্দ্রে অনধিক দুই বছেরের জন্য আটক রাখিবার নিমিত্ত অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আদেশ প্রধান করবে। এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য একটি ভবঘুরে কল্যাণ তহবিল গঠন করবে। গঠিত তহবিলে সরকার, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং আশ্রয় কেন্দ্রের কোন আয় ও আশ্রিত ভবঘুরে ও নিরাশ্রায় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত কোন লাভজনক কাজের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ যদি থাকে জমা হইবে।

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় পুনর্বাসন বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে আটক করার কারণ, সময়, তারিখ, ঘটনার বিবরণ, বয়স, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করবেন। কোনো নিরাশ্রয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা তার পক্ষে কোন স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠান বা বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির অধীন, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়লাভের বা প্রদানের জন্য বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করতে পারবে। কোনো ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে কোনো আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে উক্ত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্যবলী সংবলিত নথি সংরক্ষণ করতে হবে, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নিবাসীকে পৃথক করে রাখতে হবে। উন্মাদ, মানসিক প্রতিবন্ধী, মাদকাসক্ত বা কোনো ধরনের মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত নিবাসীসহ সকল অসুস্থ নিবাসীকে সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে কোনো রোগে বা অবস্থার বিশেষ চিকিৎসা নিরাময় বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলে সংশ্লিষ্ট নিবাসীকে সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যাক্তিদের পুনর্বাসনকল্পে সরকার যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক উহা বাস্তবায়ন করবে। প্রত্যেক ভবঘুরে বা নিরাশ্রয়ী ব্যক্তিকে একক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনাপূর্বক সরকার তার উপযোগী পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সরকার ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের অতি পারিবারিক, মনো-সামাজিক ও আবেগীয় অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, কর্ম উদ্দীপনা, কর্মদক্ষতা, আগ্রহ ইত্যাদি বিবেচনা করবে (বাংলাদেশ গেজেট, ২০১৫)।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিমানগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩.১ উত্তরদাতার জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য

আলোচ্য গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য হলো উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা। উত্তরদাতার জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্যে লিঙ্গগত পরিচয়, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, মাসিক আয়, পরিবারের ধরন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা,উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা, পরিবারের মাসিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, বাসস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি নং-২: উত্তরদাতার জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী

লিঙ্গগত পরিচয়			**উত্তরদাতার বয়স**		
লিঙ্গ	**গনসংখ্যা**	**শতকরা হার**	**বয়স**	**গনসংখ্যা**	**শতকরা হার**
পুরুষ	১০৫	৫৮.৩৩	৫-১৫	২০	**১১.১১**
মহিলা	**৭০**	**৩৮.৮৮**	১৬-২৫	৫	২.৭৭
তৃতীয় লিঙ্গ	**৫**	**২.৭৭**	২৬-৩৫	**১৫**	৮.৩৩
মোট	**১৮০**	**১০০**	৩৬-৪৫	২০	**১১.১১**
ধর্মীয় পরিচয়			৪৬-৫৫	৪৬	২৫.৫৬
ইসলাম	১৭৫	৯৭.২২	৫৬-৬৫	৪৫	২৫
হিন্দু	**৫**	**২.৭৭**	৬৬-৭৫	২৫	১৮.৮৯
বৌদ্ধ	**০**	**০০**	৭৬-৮৫	৪	২.২২
খ্রিষ্টান	**০**	**০০**	**মোট**	**১৮০**	**১০০**
মোট	**১৮০**	**১০০**	**মাসিক আয়**		
বৈবাহিক অবস্থা			০-২০০০	৯	৫
বিবাহিত	৭৪	৪১.১১	২০০১-৪০০০	১৪	৭.৭৮
অবিবাহিত	১৬	৮.৮৯	৪০০১-৬০০০	৩০	১৬.৬৭
বিপত্নীক	২৫	১৩.৮৯	৬০০১-৮০০০	৪০	২২.২২
বিধবা	৪৫	২৫	৮০০১-১০০০০	৩৭	২০.৫৬
তালাকপ্রাপ্ত	২০	**১১.১১**	১০০০১-১২০০০	২৪	**১৩.৩৩**
মোট	**১৮০**	**১০০**	১২০০১--১৪০০০	৭	৩.৮৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা			১৪০০১-১৬০০০	৬	৩.৩৩
নিরক্ষর	১০৮	৬০	১৬০০১-১৮০০০	২	**১.১১**
স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	৪০	২২.২২	১৮০০১-২০০০০	৩	১.৬৭
লিখতে পড়তে পারে	২০	**১১.১১**	২০০০০ টাকার উর্ধ্বে	৮	৪.৪৪
প্রাথমিক	১০	৫.৫৭	মোট	১৮০	১০০
মাধ্যমিক	**১**	০.৫৬	**পরিবারের সাথে বসবাস**		
উচ্চমাধ্যমিক	**১**	০.৫৬	হ্যাঁ	৬৫	৩৬.১১
মোট	**১৮০**	**১০০**	না	**১১৫**	৬৩.৮৯
			মোট	**১৮০**	**১০০**

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৫৮.৩৩% পুরুষ, ৩৮.৮৮% মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গ ২.৭৭%। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের প্রায় সবাই (৯৭.২২%) ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং ২.৭৭% হিন্দু। উত্তরদাতা

ভিক্ষুকদের কেউ বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানধর্মের অনুসারী ছিল না। সব ধর্মেই ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হলেও ইসলাম ধর্মে ভিক্ষাবৃত্তির আধিক্য বেশী বলে তথ্য সংগ্রহকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিবাহিত ৪১.১১%, অবিবাহিত ৮.৮৯%, বিপত্নীক ১৩.৮৯%, বিধবা ২৫% এবং তালাকপ্রাপ্ত ১১.১১%। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায় যে, অবিবাহিতদের মধ্যে প্রায় সবাই শিশু। উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ সামাজিক প্রতিবন্ধী যেমন: বিধবা, বিপত্নীক ও তালাকপ্রাপ্ত। ভিক্ষুকদের অধিকাংশ (৬০%) নিরক্ষর এবং স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ২২.২২%। তথ্য সংগ্রহে দেখা যায় যে, প্রবীণ ভিক্ষুকরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। কেননা আজকে যাঁরা ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব তাঁদের জন্ম ১৯৫০ বা ১৯৬০ এর দশকে। এ সময়ে শিক্ষার সুবিধা কেবল উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নবৃত্ত ও অনগ্রসর এলাকার জনগণ শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১১.১১ শতাংশের বয়স ৫-১৫ বছরের মধ্যে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৫-১৫ বছরের মধ্যে যারা ভিক্ষা করছে তাদের মা অথবা অন্য আত্মীয়-স্বজন ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। ২৬-৩৫ বছর (৮.৩৩%), ৩৬-৪৫ বছর (১১.১১%) এবং ৪৬-৫৫ বছর (২৫.৫৬%) এর মধ্যে যারা ভিক্ষা করছে তাদের প্রায় সবাই বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলা। বার্ধক্য, যাদের বয়স ৬৬-৭৫ বছর (১৮.৮৯%) এবং ৭৬-৮৫ বছর (২.২২%) ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। সাধারণত বার্ধক্যের অক্ষমতাই এঁদের ভিক্ষাবৃত্তির জন্য দায়ী।

ঢাকা শহরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মাসিক গড় আয় প্রায় ১২০০০.০০ টাকা। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাসিক আয় সংক্রান্ত তথ্যের উত্তর দিতে তারা ইচ্ছুক না। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের মাসিক আয় সংগৃহীত আয়ের চেয়ে বেশী। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, শিশুদের মাসিক আয় বয়স্ক ভিক্ষুকদের তুলনায় কম । মাসিক ১০০০১-১২০০০ টাকা আয় করে ১৩.৩৩% ভিক্ষুক এবং ২০০০০ টাকার উর্ধ্বে আয় করে ৪.৪৪% ভিক্ষুক।

ঢাকা শহরে উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের পরিবারের মাসিক গড় আয় প্রায় ১৪০০০.০০ টাকা। ৭% ভিক্ষুকের পরিবারের মাসিক আয় ২১০০১-২৪০০০ টাকা এবং ২৪০০০ টাকার উর্ধ্বে। ২৩.৩৩% ভিক্ষুকের পরিবারের মাসিক আয় ৯০০১-১২০০০ টাকার মধ্যে। ৫.৫৬% ও ৮.৩৩ % উত্তরদাতা পরিবারের মাসিক আয় ৩০০০ টাকা এবং ৩০০১-৬০০০ টাকার মধ্যে। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, এরা মূলত শিশু যারা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত (চিত্র-৪)।

চিত্র নং-৪: উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয়

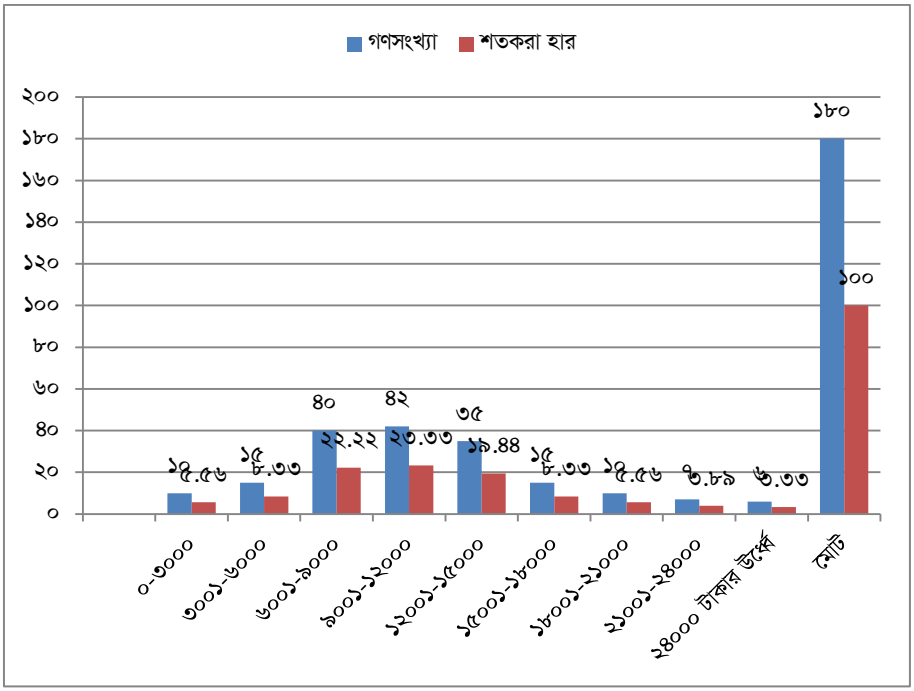

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৫: উত্তরদাতার পরিবারের ধরন

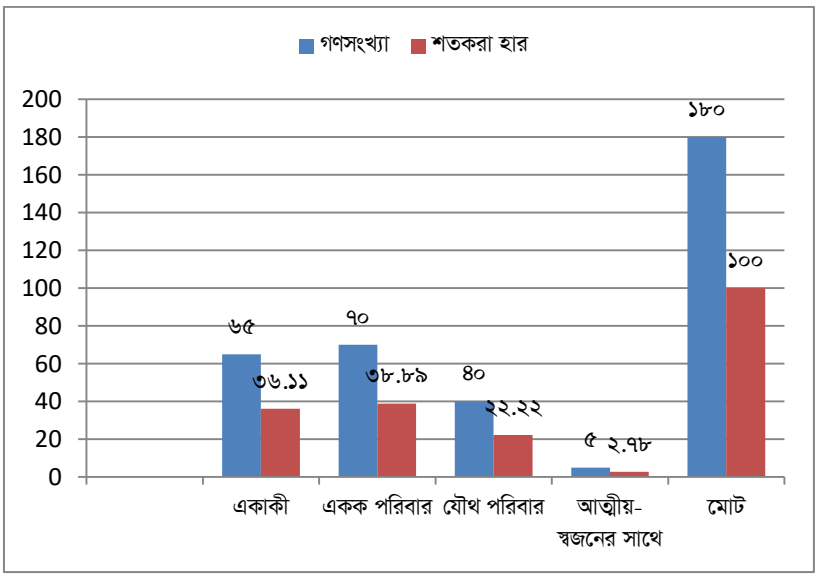

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৩৬.১১% পরিবারের সাথে বসবাস করে, যেখানে ২২.২২% ভিক্ষুক যৌথ পরিবার যেমন: বাবা-মা, ভাই-বোন ও সন্তান-সন্ততি এবং ৩৮.৮৯% একক পরিবারে বসবাস করে। একাকী বসবাস করে ৩৬.১১% এবং এরা মূলত ঠিকানা ও বাস্তুহীন। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, এদের অনেকের বাবা-মা বা

ভাই-বোন আছে কিন্তু বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে। ভিক্ষুকদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪.৬ যা বাংলাদেশের খানা প্রতি পরিবারের সদস্য সংখ্যার (৪.২৫) কাছাকাছি। ৬৬.৬৭ % ভিক্ষুকের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪-৭ জন। ৫.৫৬ শতাংশের পরিবারে ১ জন সদস্য অর্থাৎ সে নিজে এবং ১৬.৬৭ শতাংশের পরিবারে ০৩ জন সদস্য আছে (**সারণি** নং -৩)।

সারণি নং -৩: উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১	১০	৫.৫৬
২	১৫	৮.৩৩
৩	৩০	১৬.৬৭
৪	৫৫	৩০.৫৫
৫	৪৫	২৫
৬	১০	৫.৫৬
৭	১০	৫.৫৬
৮	৫	২.৭৮
মোট	১৮০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৬: উত্তরদাতার পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা

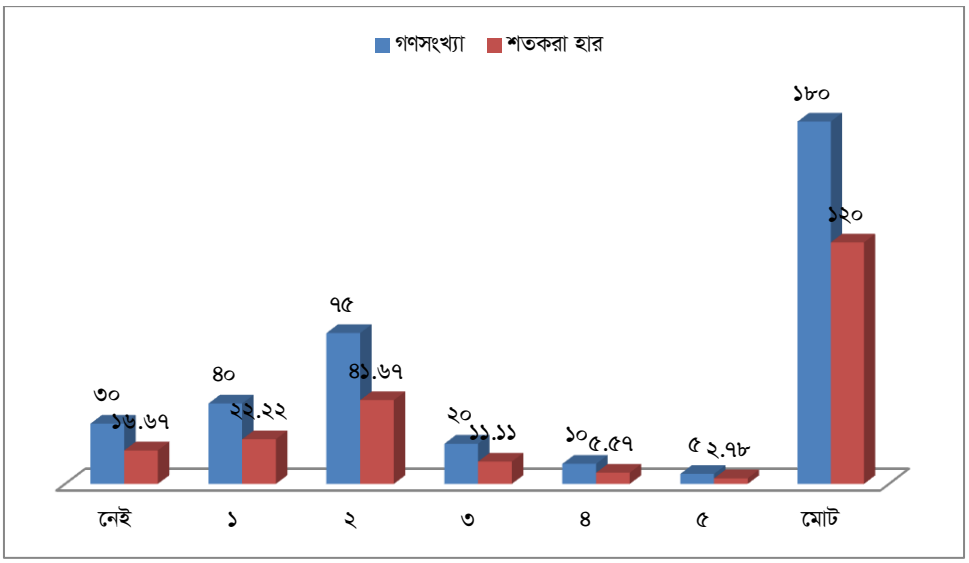

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ১৬.৬৭% ব্যতীত সকলের পরিবারে নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা আছে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল। ৪১.৬৭% ৩৬.১১%, ১১.১১%, ৫.৫৭% এবং ২.৭৮% পরিবারে নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ জন। চিত্র নং-৭ এ দেখা যায়, অধিকাংশ পরিবারে (৫২.৭৮%) উত্তরদাতা ভিক্ষুক ব্যতীত পরিবারে অন্য কোন উপার্জনশীল সদস্য নেই। এ সমস্ত পরিবার

সম্পূর্ণভাবে ভিক্ষুকের আয়ের উপর নির্ভরশীল। ২৬.৬৭% এবং ১৯.৪৪% পরিবারে যথাক্রমে ১ ও ২ জন উপার্জনশীল সদস্য রয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায় তারাও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত।

চিত্র নং-৭: উত্তরদাতার পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা

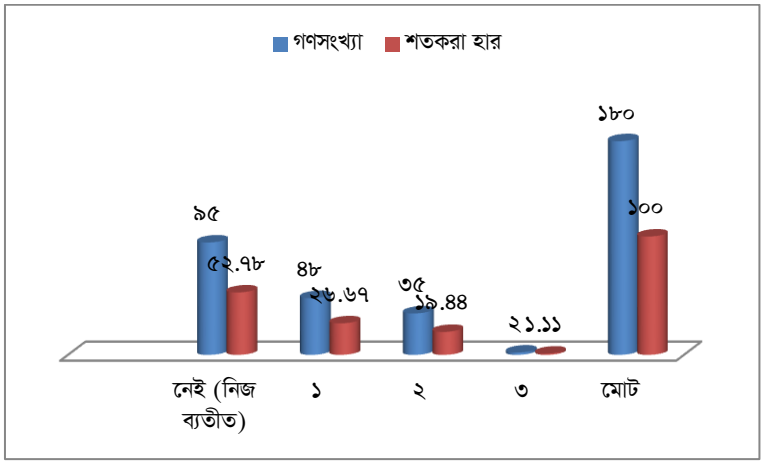

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-৮: উত্তরদাতার পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন

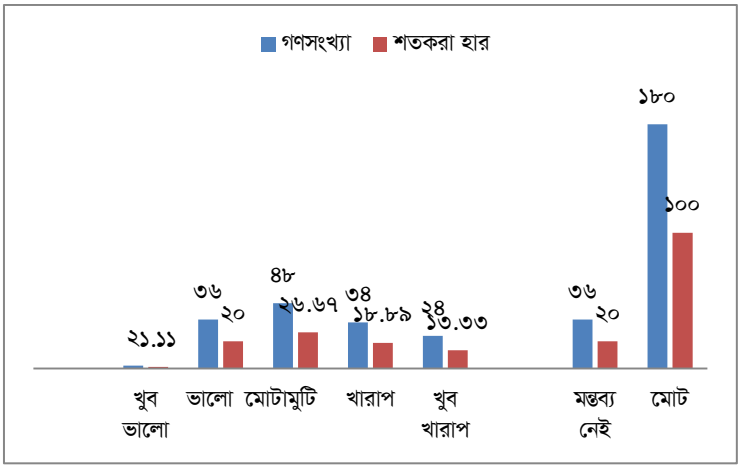

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০% ভিক্ষুকের পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে পরিবারের সাথে খারাপ ও খুব খারাপ সম্পর্ক আছে ১৮.৮৯% ও ১৩.৩৩% ভিক্ষুকের। ২০% ভিক্ষুক এ প্রশ্নের উত্তর থেকে বিরত ছিল। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, তাদের সাথে পরিবারের সম্পর্ক ভাল না।

সারণি নং-৪: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী

স্থাবর সম্পত্তি	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৮	১৫.৫৬
না	১৫২	৮৪.৪৪
মোট	১৮০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৮৪.৪৪ শতাংশের কোন স্থাবর সম্পত্তি নেই। ১৫.৫৬ শতাংশের গ্রামে সামান্য বসতবাড়ি ও চাষযোগ্য জমি আছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১-১০ শতাংশ বসতবাড়ি আছে ১৩ জনের (৭.২২%), ১১-২০ শতাংশ বসতবাড়ি আছে ৮ জনের (৪.৪৪%) এবং ২১-৩০ শতাংশ বসতবাড়ি আছে ৪ জনের (২.২২%)। উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ০১ জনের (০.৫৬%) ঢাকা শহরে কমরাঙ্গির চরে ০২ শতক বসতবাড়ির জমি আছে যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন এবং তার পূর্ব পুরুষও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। তাছাড়া, চাষযোগ্য জমি আছে ২ জনের (১.১১%) যার পরিমান ২৫ শতাংশ (চিত্র নং-৯)।

চিত্র নং-৯: উত্তরদাতার স্থাবর সম্পত্তির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

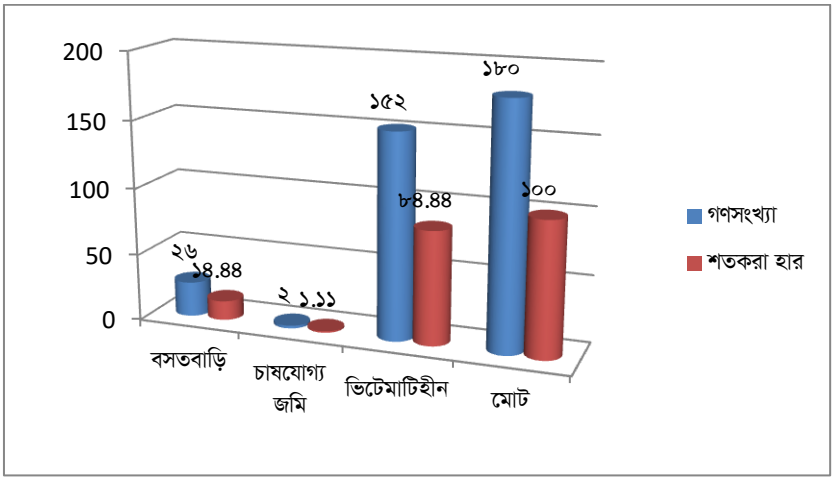

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি নং-৫: উত্তরদাতার সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সঞ্চয়	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নেই	১৬০	৯১.১১
সঞ্চয় আছে	২০	১১.১১
মোট	১৮০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

৯১.১১% ভিক্ষুকের কোন সঞ্চয় নেই। ১১.১১% ভিক্ষুকের সঞ্চয় আছে। সঞ্চয় আছে কিনা প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেছে। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, অনেকের সঞ্চয় আছে। ১১.১১% ভিক্ষুকের সঞ্চয়ের মধ্যে ৫০০০০ টাকার মধ্যে সঞ্চয় আছে ৮.৮৯ শতাংশের এবং ১৫০০০০-২০০০০০ টাকার মধ্যে সঞ্চয় আছে ০.৫৬ শতাংশের। সঞ্চয় আছে এমন একজন উত্তরদাতা পরিমান জনাতে ইচ্ছুক ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় তার সঞ্চয়ের পরিমান টেবিলে প্রদত্ত পরিমানের চেয়ে বেশী (**সারণি** নং-৬)।

সারণি নং- ৬: সঞ্চয়কারি উত্তরদাতাদের সঞ্চয়ের পরিমান সম্পর্কিত তথ্যাবলী

পরিমান (টাকায়)	গণসংখ্যা (২০)	শতকরা হার
০-৫০০০০	১৬	৮.৮৯
৫১০০০-১০০০০০	১	০.৫৬
১০০০০০-১৫০০০০	১	০.৫৬
১৫০০০০-২০০০০০	১	০.৫৬
সঞ্চয়ের পরিমান জানাতে ইচ্ছুক নয়	১	০.৫৬

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র নং-১০: উত্তরদাতার স্কুলে যাওয়া সন্তান সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

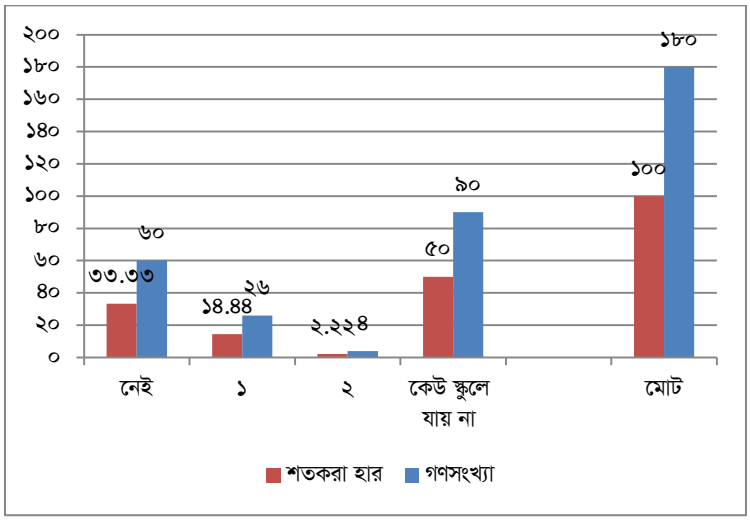

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের ৩৩.৩৩ শতাংশের পরিবারে স্কুলে যাওয়া সন্তান নেই। ১৪.৪৪ শতাংশ ও ২.২২ শতাংশের পরিবারে স্কুলে যাওয়া ১ ও ২ জন করে সন্তান আছে এবং তারা স্কুলে যায়। ৫০% ভিক্ষুকের স্কুলে যাওয়া সন্তান আছে তবে কেউ স্কুলে যায় না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজন তাদের স্কুলে পাঠায় না এবং এদের একটি বড় অংশ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত।

সারণি নং-৭: উত্তরদাতার রাত্রিযাপন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

রাত যাপনের স্থান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিজ গৃহ	৪	২.২২
ভাড়া বাসা	৮৪	৪৬.৬৭
ফুটপাত	৫০	২৭.৭৮
বাসস্টেশন	৪৫	২৫
রেলষ্টেশন	১৮	১০
আত্মীয়ের বাসা	১	০.৫৬
মাজার	১০	৫.৫৫
মার্কেট	১৫	৮.৩৩
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন- মসজিদ, মন্দির)	১০	৫.৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা)	৪	২.২২
লঞ্চ ঘাট	৬	৫
ফ্লাইওভারের নীচে	৩২	১৭.৭৮
অন্যান্য	১০	৫.৫৬

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন স্থানে রাত যাপন করে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সারাদিন একসাথে বা আলাদাভাবে বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষা করে রাতের বেলায় পরিবারের লোকজন একসাথে ঘুমায়। ভিক্ষুকদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ (৪৬.৬৭%) ভাড়া বাসায় থাকে যা মূলত বস্তি। ২৭.৭৮%, ২৫%, ১০% ফুটপাত বাস-স্টেশন ও রেল স্টেশনে একাকী বা পরিবারের সাথে রাত যাপন করে। ১৭.৭৮% ফ্লাইওভারের নীচে রাত যাপন করে। ৫.৫৬% অন্যান্য স্থান যেমন: হাসপাতালের করিডোর, অন্যের বাড়ি, পোস্ট অফিসের বারান্দা, রমনা উদ্যান, হিজড়া পল্লীতে ঘুমায়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন এলাকায় ভিক্ষা করে থাকে। তবে কেউ কেউ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ভিক্ষা করে। ভিক্ষুকেরা সাধারণত যে এলাকায় বেশী ভিক্ষা করে সে এলাকায় বা তার আশে পাশে রাত যাপন করে।

৩.২ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন

সারণি নং-৮: ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

কারন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
প্রতিবন্ধীতা	৬৫	৩৬.১১
দারিদ্য	৯০	৫০
দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি	৬০	৩৩.৩৩
ধর্মীয় অনুপ্রেরণা	০	০
পারিবারিক ভাঙ্গন	১১	৬.১১
বেকারত্ব	৩০	১৬.৬৭
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২৫	১৩.৮৭
পরিবার প্রধানের রোগ ও মৃত্যু	১৫	৮.৩৩
পৈত্রিক পেশা	৬	৩.৩৩
সামাজিক নিরাপত্তার অভাব	২৩	১২.৭৮
বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন	২০	১১.১১
সন্তানদের পড়াশোনা	৯	৫
মেয়ের বিয়ে	৭	৩.৮৮
পরিবারের কোন সদস্যের কঠিন রোগ	৮	৪.৪৪
মৌসুমি বেকারত্ব	১০	৫.৫৬
শ্রমবিমুখতা	৫	২.৭৮
অভ্যাসগত	১০	৫.৫৬
বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা	৫৩	২৯.৪৪
মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে	২	১.১১
অন্যের প্ররোচনা	১	০.৫৬
ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত	০	০
ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পঙ্গুত্ব করা	০	০
ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ (জখম, খুন, ধর্ষন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভিক্ষুকের ছদ্মবরন)	০	০
দূর্ঘটনা	২৫	১৩.৮৯
অন্যান্য	৮	৪.৪৪

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আর্থ-সামাজিক, শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বহুবিধ কারন রয়েছে। উতারদাতারা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার নানা কারন উল্লেখ করেছেন যেমন: দারিদ্য (৫০%), প্রতিবন্ধীতা (৩৬.১১%) (এর মধ্যে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অন্যতম), দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি ৩৩.৩৩%,বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা (২৯.৪৪%), প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৩.৮৭%), দূর্ঘটনা (১৩.৮৯%), বেকারত্ব (১৬.৬৭%), পরিবার প্রধানের রোগ ও মৃত্যু (৮.৩৩%), পরিবারের কোন সদস্যের কঠিন রোগ (৪.৪৪%), পারিবারিক ভাঙ্গন (৬.১১%)। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার আচরণগত একটা বড় কারন রয়েছে যেমন: অভ্যাসগত (৫.৫৬%), পৈত্রিক পেশা (৩.৩৩%), বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন (১১.১১%), শ্রমবিমুখতা (২.৭৮%), মেয়ের বিয়ে (৩.৩৩%), মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে (১.১১%)

এবং অন্যের প্ররোচনা (০.৫৬%) ভিক্ষা করে থাকে। ৪.৪৪% অন্যান্য যেমন: যৌতুকের টাকা পরিশোধ, স্বামীর মৃত্যু, সন্তানদের অবহেলা ইত্যাদি কারনে ভিক্ষা করে থাকে। তথ্য সংগ্রহকালে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে, ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট, ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পঙ্গুত্ব করা, ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ (জখম, খুন, ধর্ষন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভিক্ষুকের ছদ্মবরন ইত্যাদি সম্পর্কিত কারনে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তরদাতারা উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেছে। তবে তারা মতামত প্রদান করেন যে, তারা এ সমস্ত কাজের সাথে যুক্ত না তবে তাদের কেউ কেউ এ সমস্ত কাজের সাথে যুক্ত বলে তারা শুনেছেন।

সারণি নং-৯: উত্তরদাতার ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সময় (বছর)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১ বছর এর নীচে	১০	৫.৫৬
১-২ বছর	১৯	১০.৫৬
২-৪ বছর	৩৮	২১.১১
৪-৬ বছর	৩৫	১৯.৪৪
৬-৮ বছর	১৫	৮.৩৩
৮-১০ বছর	২২	১২.২২
১০-১২ বছর	১৩	৭.২২
১২-১৪	১১	৬.১১
১৪-১৬ বছর	৩	১.৬৭
১৬-১৮ বছর	৬	৩.৩৩
১৮-২০ বছর	৪	২.২২
২০ বছরের উর্ধ্বে	৪	২.২২
মোট	১৮০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১ বছর এর নীচে (৫.৫৬%), ১-২ বছর (১০.৫৬%), ২-৪ বছর (২১.১১%), ৪-৬ বছর (১৯.৪৪%), ৬-৮ বছর (৮.৩৩%) এবং ৮-১০ বছর (১২.২২%) ধরে ভিক্ষা করছে। ১-২ বছর ধরে যারা ভিক্ষা করছে তাদের ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান কারন হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: নদী ভাঙন ও বন্যা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং ঢাকা শহরে পরিচিত ভিক্ষুকের প্ররোচনায় গ্রাম থেকে শহরে এসে ভিক্ষা করা। ১০ বছর এবং তার অধিককাল ধরে ঢাকা শহরে ভিক্ষা করছে এমন ভিক্ষুকর সংখ্যা (২২.৭৭)। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায়, এসমস্ত ভিক্ষুকের মধ্যে অনেকেই পেশাদার ভিক্ষুক।

চিত্র নং-১১: উত্তরদাতার দৈনিক ভিক্ষা করার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

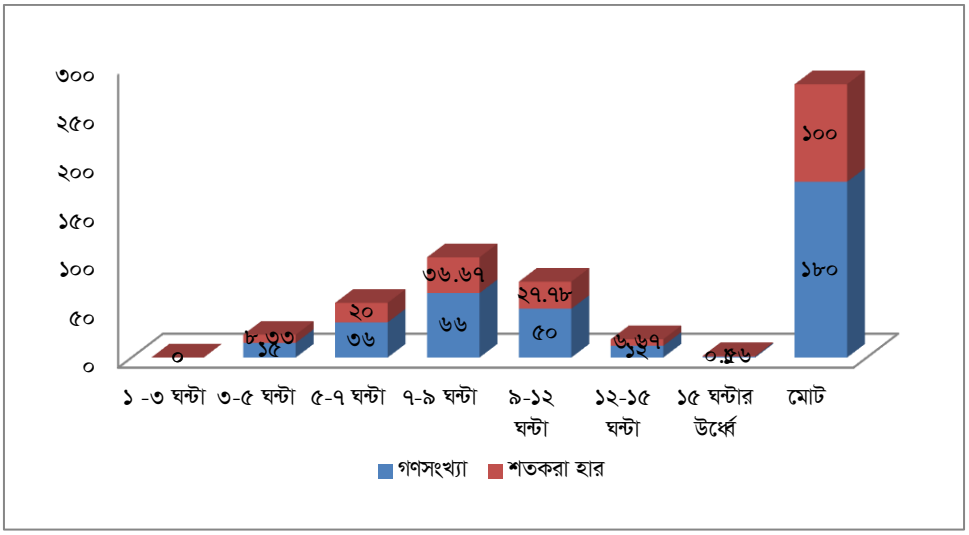

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

দৈনিক ভিক্ষা করার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলীবিশ্লেষণে দেখা যায়, একজন ভিক্ষুক দৈনিক প্রায় গড়ে ৯ ঘন্টা ভিক্ষা করে থাকে। ৭-৯ ঘন্টা ভিক্ষা করে এমন ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশী ৩৬.৬৭%। দৈনিক ৯ ঘন্টা বা তার উর্ধ্বে ভিক্ষা করে থাকে ৩৫.০১%।

সারণি নং-১০: ভিক্ষা করার স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী

স্থান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির)	৮৭	৪৮.৩৩
ফুটপাত	১২০	৬৬.৬৭
ট্রাফিক সিগন্যাল	৯০	৫০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭	৯.৪৪
যানবাহন	২১	১১.৬৭
হাসপাতাল	২৩	১২.৭৮
বাসায় বাসায়	২	১.১১
দোকানে দোকানে	২৫	১৩.৮৯
পার্ক ও উদ্যান	৩৫	১৯.৪৪
আদালত প্রাঙ্গণ	১৫	৮.৩৩
বাস স্টেশন, রেলস্টেশন, লঞ্চ ঘাট	৭০	৩৮.৮৯
মার্কেট	৩২	১৭.৭৮
বাজার	১৬	৮.৮৯
খেলার মাঠ	২	১.১১
মাজার প্রাঙ্গন	২৫	১৩.৮৯
কবর স্থান	৩৫	১৯.৪৪
অন্যান্য	১০	৫.৫৬

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষা করে থাকে। এ সব স্থানের মধ্যে ভিক্ষুকেরা ফুটপাত (৬৬.৬৭%), ট্রাফিক সিগন্যাল (৫০%), ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির) (৪৮.৩%) এবং বাস স্টেশন, রেলস্টেশন ও লঞ্চ ঘাটে (৩৮.৮৯%) সবচেয়ে বেশী ভিক্ষা করে থাকে। **ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত অন্যান্য স্থানের মধ্যে** পার্ক ও উদ্যান (১৯.৪৪%), মাজার প্রাঙ্গন (১৮.৮৯%), কবর স্থান (১৯.৪৪%), দোকানে ও মার্কেটে (৩১.৬৭%), আদালত প্রাঙ্গণ (৮.৩৩%), পার্ক ও উদ্যান (১৯.৪৪%) অন্যতম। ৫.৫৬% অন্যান্য জায়গা যেমন: শহীদ মিনার এলাকায় ভিক্ষা কওে থাকে। ঢাকা শহরে ভিক্ষুকেরা সাধারণত বাসা বাড়িতে ভিক্ষা করে না। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ১.১১% পাওয়া গিয়েছে যারা মাঝে মধ্যে বাসা বাড়িতে ভিক্ষা করে থাকে। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে বাসা বাড়িতে ভিক্ষা করার প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

৩.৩ শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব

চিত্র নং-১২: ভিক্ষাবৃত্তি কি একটি সামাজিক সমস্যা

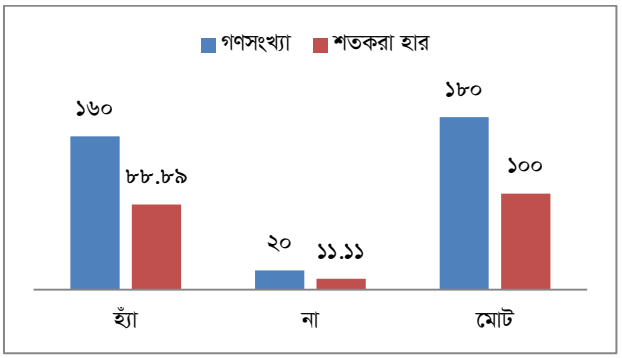

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষাবৃত্তি সমাজে একটি সামাজিক সমস্যা কি না-উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হলে বেশীরভাগ উত্তরদাতাই (৮৮.৮৯%) একে সামাজিক সমস্যা বলে মেনে নিয়েছেন এবং ১১.১১% উত্তরদাতা একে সামাজিক সমস্যা হিসেবে মনে করেন না। মূলত সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে পরিস্কার কোন ধারনা না থাকায় উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক সমস্যা মনে করেনি।

সারণি নং-১১ শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক		মাত্রা						
		সম্পূর্ণ একমত	একমত	কিছুটা একমত	সিদ্ধান্তহীন	কিছুটা দ্বিমত	দ্বিমত	সম্পূর্ণ দ্বিমত
		গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)	গণসংখ্যা (%)
১	ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল।	৯০ (৫০)	৬০ (৩৩.৩৩)	২০ (১১.১১)	১০ (৫.৫৬)	০	০	০
২	ভিক্ষাবৃত্তি অর্থনৈতিক বৈষম্যরই পরিচায়ক।	৮৫ (৪৭.২২)	৬৫ (৩৬.১১)	২০ (১১.১১)	১০ (৫.৫৬)	০	০	০
৩	শ্রমের উৎপাদনশীলতা নষ্ট করে	৩৬ (২০)	৬৮ (৩৭.৭৮)	৫০ (২৭.৭৮)	৩৪ (১৮.৮৯)	১২ (৬.৬৭)	৪ (২.২২)	৪ (২.২২)
৪	নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে।	৩৯ (২১.৬৭)	৯০ (৫০)	৩৫ (১৯.৪৪)	১৬ (৮.৮৯)	০	০	০
৫	অলস হতে শেখে।	১০ (৫.৫৬)	৩৮ (২১.১১)	৫৬ (৩১.১১)	৬৩ (৩৫)	১০ (৫.৫৬)	৩ (১.৬৭)	০
৬	নিশ্চিত আয় ও শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে।	৮ (৪.৪৪)	৫০ (২৭.৭৮)	৫৫ (৩০.৫৬)	৫৫ (৩০.৫৬)	১২(৬.৬৭)	০	০
৭	কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস পায়।	১০ (৫.৫৬)	৩৫ (১৯.৪৪)	৫৫ (৩০.৫৬)	৫৫ (৩০.৫৬)	২০(১১.১১)	৫ (২.৬৭)	০
৮	কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে, যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক করে।	৬ (৩.৩৩)	২৮ (১৫.৫৬)	৩৮ (২১.১১)	৫১ (২৮.৩৩)	৫ (২.৭৮)	০	৫২ (২৮.৮৯)
৯	অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়।	৪ (২.২২)	৮ (৪.৪৪)	৫৫ (৩০.৫৬)	৬৫ (৩৬.১১)	২৭ (১৫)	১৫ (৮.৩৩)	৬ (৩.৩৩)
১০	গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায়।	৮ (৪.৪৪)	২৭ (১৫)	৬৫ (৩৬.১১)	৫০ (২৭.৭৮)	১৮ (১০)	৬ (৩.৩৩)	৬ (৩.৩৩)
১১	অপরাধপ্রবনতা যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধপ্রবন কাজ করে ও	৯	২১	৬০	৬৫	১৪	৫	৬

	বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।	(৫)	(১১.৬৭)	(৩৩.৩৩)	(৩৬.১১)	(৭.৭৮)	(২.৬৭)	(৩.৩৩)
১২	অপরাধীরা ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, যৌনাচার, মাদকসেবনসহ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।	৩০ (১৬.৬৭)	৪৫ (২৫)	৫০ (২৭.৭৮)	৪৫ (২৫)	৪ (২.২২)	৪ (২.২২)	২ (১.১১)
১৩	অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে।	২৬ (১৪.৪৪)	২৫ (১৩.৮৭)	৫৫ (৩০.৫৬)	৬২ (৩৪.৪৪)	৬ (৩.৩৩)	৬ (৩.৩৩)	০
১৪	ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে।	১০ (৫.৫৬)	৩৮ (২১.১১)	৩৬ (২০)	৯৪ (৫২.২২)	২ (১.১১)	০	০
১৫	অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়	২০ (১১.১১)	৫০ (২৭.৭৮)	৬৩ (৩৫)	৪৫ (২৫)	২ (১.১১)	০	০
১৬	এটি ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে	২০ (১১.১১)	৭৫ (৪১.৬৭)	২৫ (১৩.৮৯)	৫৫ (৩০.৫৬)	৫ (২.৭৮)	০	০
১৭	ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার	৬ (৩.৩৩)	১৮ (১০)	৪৬ (২৫.৫৬)	৯০ (৫০)	৫ (২.৭৮)	৫ (২.৭৮)	০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব দেখতে উত্তরদাতাদের ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক বিবেচনায় নিয়ে লিকার্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। লিকার্ট স্কেল অনুযায়ী প্রত্যেকটি নির্দেশক ভেদে ইতিবাচক-নেতিবাচক স্কেল যেমন: সম্পূর্ণ একমত, একমত, কিছুটা একমত, সিদ্ধান্তহীন, কিছুটা দ্বিমত, দ্বিমত এবং সম্পূর্ণ দ্বিমত প্রভৃতি দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল- ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল-এর উত্তরে প্রায় সবাই (৯৪.৪৪%) একে সমর্থন করেছেন। ভিক্ষাবৃত্তি অর্থনৈতিক বৈষম্যরই পরিচায়ক-এই প্রশ্নের উত্তরে কয়েকজন বাদে প্রায় সবাই (৯৪.৪৪%) অর্থনৈতিক বৈষম্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শ্রমের উৎপাদনশীলতা নষ্ট করে-উত্তরদাতাদের এ প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে ৮৫.৫৬% উত্তরদাতা এক সমর্থন করেন এবং ১৮.৮৯% উত্তরদাতা সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানায়। ভিক্ষাবৃত্তি নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে-এর উত্তরে অধিকাংশই (৯১.১১%) একে কোন না কোনভাবে সমর্থন জানিয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি মানুষকে অলস হতে শেখায়-এ প্রশ্ন উত্তরদাতাদের করা হলে (৫৭.৭৮%) উত্তরদাতা একে সমর্থন করলেও প্রায় ৪২.২২% উত্তরদাতা একে সমর্থন করেনি। নিশ্চিত আয় ও শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে-এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬২.৭৮%) একে সমর্থন জানিয়েছে। তবে ৩০.৫৬% উত্তরদাতা সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানায়। কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস পায়-এর উত্তরে ৫৫.৫৬% উত্তরদাতা কোন না কোন ভাবে

একে সমর্থন জানিয়েছে। ভিক্ষুকরা কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে, যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক করে-এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশই (৬০%) একে সমর্থন করে নি।

ভিক্ষুকরা অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়-এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৩৭.২২% উত্তরদাতা এতে সমর্থন করলেও অন্যরা এতে একমত নয় বলে জানায়। অর্থাৎ বেশীরভাগ উত্তরদাতা অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত না হওয়ার কথা বলেছেন। ভিক্ষুকরা গাঁজা ও মাদক সেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায়-এর উত্তরে (৫৫.৫৫%) উত্তরদাতা একে সমর্থন জানালেও প্রায় ২৭.৭৮% উত্তরদাতা সিদ্ধান্তহীতার কথা উল্লেখ করে।

ভিক্ষুকরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধপ্রবন কাজ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে-এর উত্তরে প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা এতে সমর্থন জানালেও অন্য অর্ধেক উত্তরদাতা এতে সমর্থন জানায় নি। অপরাধীরা ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, যৌনাচার, মাদক সেবনসহ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে-এ প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ উত্তরদাতাই (৬৯.৪৫%) এতে সমর্থন জানিয়েছে। অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে-এর উত্তরে অনেকেই (৫৮.৮৭%) বলেছেন কেউ কেউ অপরাধ থেকে বাচঁতে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে থাকে।

ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে-এর উত্তরে ৫২.২২% উত্তরদাতা কোন ধরনের উত্তর না দিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা জানায়। ভিক্ষুকরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়-এর উত্তরে ৭৩.৮৯% উত্তরদাতা কোন না কোন ভাবে এতে একমত পোষন করে। এটি ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে-এর উত্তরে ৬৬.৬৭% উত্তরদাতা একে সমর্থন জানায়। ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার-এর উত্তরে প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা সিদ্ধান্তহীনতার কথা জানায় তবে ২৫.৫৬% উত্তরদাতা কিছুটা একমত পোষন করেন।

শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিক্ষাবৃত্তি নগর জীবনে নেতিবাচক প্রভাবের কথা উঠে এসেছে। ভিক্ষাবৃত্তি কোনভাবেই একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্যে সম্মান বা মর্যাদা বহন করে না। ভিক্ষাবৃত্তির আড়ালে কেউ কেউ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে যেমন জড়িয়ে পড়ে এটি যেমন সত্য তেমনি অনেকেই জীবিকা নির্বাহের কোন পথ খুজেঁ না পেয়ে সমাজে টিকে থাকার অবলম্বন হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিয়ে থাকে।

৩.৪ ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায়

চিত্র নং-১৩: ভিক্ষুকদের জন্যে সরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

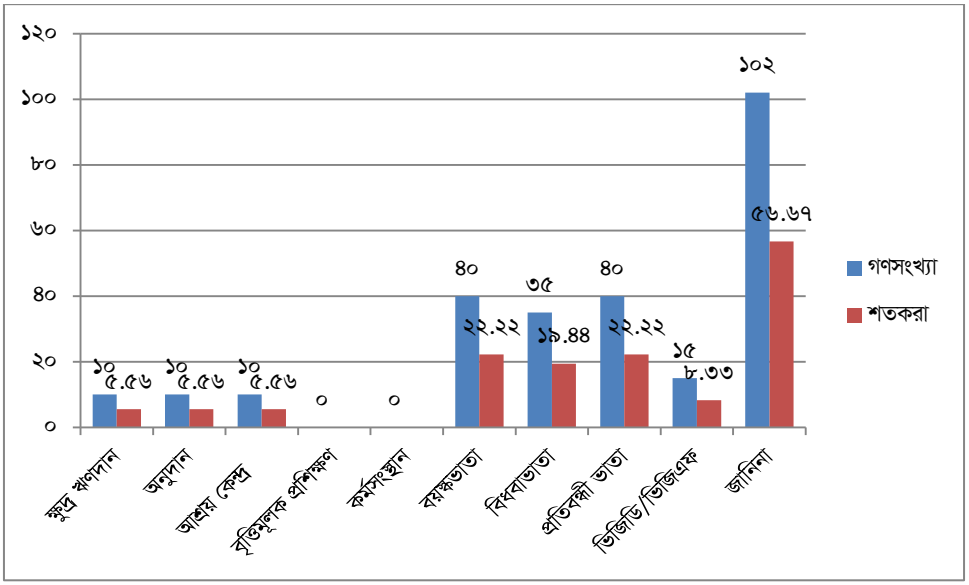

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের জন্যে সরকারি সেবাব্যবস্থা কী রয়েছে তা জিজ্ঞেস করা হলে তারা কিছু ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর প্রদান করেন। তবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৫৬.৬৭%) সরকারি সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারনা নেই বলে জানান। ২২.২২% উত্তরদাতা বয়স্ক ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার কথা উল্লেখ করেন এবং ১৯.৪৪% উত্তরদাতা বিধবা ভাতার কথা বলেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫.৫৬% ভিক্ষুক ক্ষুদ্র ঋণদান, অনুদান এবং আশ্রয় কেন্দ্র প্রভৃতি সেবার কথা উল্লেখ করেন। তবে ৮.৩৩% উত্তরদাতা ভিজিডি/ভিজিএফ সেবার উল্লেখ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা কম লেখাপড়া জানার কারনে সচেতনতার অভাবে সরকারি সেবাকার্যক্রম সম্পর্কে অবগত নয়।

সারণি নং-১২: ভিক্ষুকদের জন্যে বেসরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বে-সরকারি সেবাব্যবস্থা	গণসংখ্যা	শতকরা
জানিনা	১৭০	৯৪.৪৪
ত্রান সেবা	১০	৫.৫৬
মোট	১৮০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের জন্যে বে-সরকারি সেবাব্যবস্থা কী রয়েছে তা জিজ্ঞেস করা হলে তাদের অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৯৪.৪৪%) বে-সরকারি সেবাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারনা নাই বলে জানান। কেবলমাত্র ৫.৫৬% উত্তরদাতা বে-সরকারি সেবা হিসেবে এান সেবার কথা বলেন। এ থেকে বুঝা যায়, বেশিরভাগ উত্তরদাতা ভিক্ষুকই তাদের জন্যে পরিচালিত বে-সরকারি সেবা সম্পর্কে কোন ধারনা নেই।

চিত্র নং-১৪: ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন কিনা

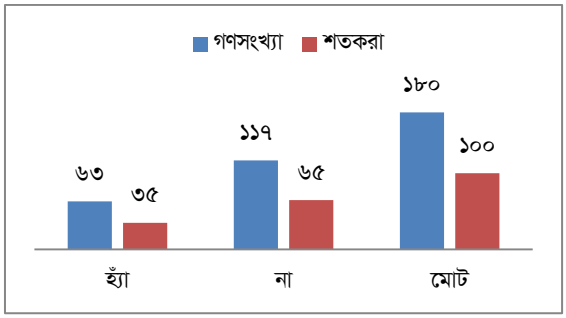

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে তাদের ধারনা জানতে চাওয়া হলে ৩৫% উত্তরদাতা উক্ত কেন্দ্র সম্পর্কে জানে এবং ৬৫% উত্তরদাতা সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। এতে বলা যায় ভিক্ষুক ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্যে সরকারি পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে অনেকেরই কোন ধারনা নেই।

সারণি নং-১৩: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা

সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৯৫	৫২.৭৮
না	৮৫	৪৭.২২
মোট	১৮০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তাদের প্রায় অর্ধেকের বেশী উত্তরদাতা (৫২.৭৮%) আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান বলে জানান এবং ৪৭.২২% উত্তরদাতা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী নন।

চিত্র নং-১৫: সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রত্যাশিত সেবাব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

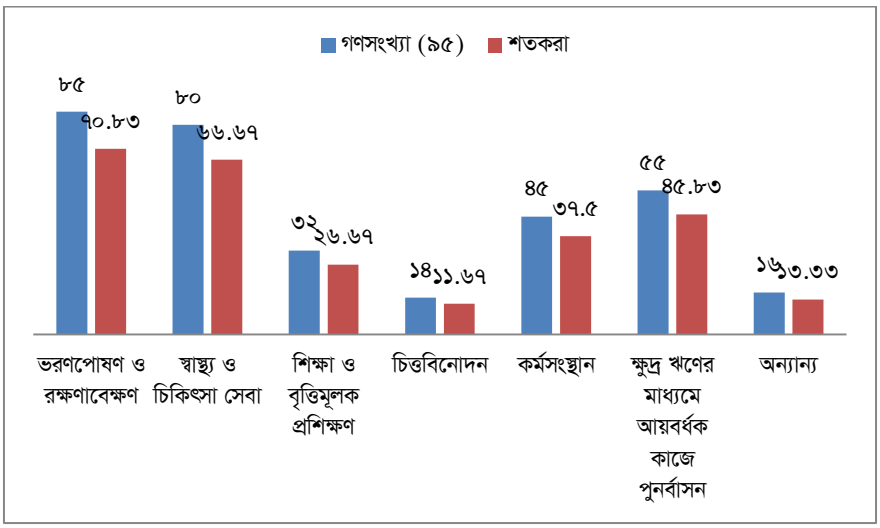

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের (৫২.৭৮%) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারা উক্ত কেন্দ্রে কী ধরনের সেবা প্রত্যাশা করেন-তার উত্তরে অনেক উত্তরদাতাই একাধিক সেবা প্রত্যাশার কথা বলেন।উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মধ্যে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (৭০.৮৩%), স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (৬৬.৬৭%), ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে পুনর্বাসন (৪৫.৮৩%), শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (২৬.৬৭%), কর্মসংস্থান (৩৭.৫০%), চিত্তবিনোদন সুবিধা (১১.৬৭%) এবং অন্যান্য হিসেবে শিশুদের লেখাপড়ার খরচ, সন্তানদের সাথে রাখা, ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি (১৩.৩৩%) উল্লেখ করেন। অতএব বলা যায়, আগ্রহী ভিক্ষুকরা উক্ত সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার জন্যে বিভিন্ন সেবা পাবার নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সারণি নং-১৪: সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে না যাওয়ার কারন

কারন	গণসংখ্যা (৮৫)	শতকরা
আটকে থাকতে ভালো লাগেনা	৪২	৭০.০০
সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী রেখে যেতে পারবনা	২৫	৪১.৬৭
ডভক্ষা করলে ভালো আয় হয়	২০	৩৩.৩৩
বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়	১৫	২৫.০০
আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না	১২	২০.০০
অন্য কোন কাজ ভালো লাগেনা	১৩	২১.৬৭
আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব	৫	৮.৩৩
আশ্রয়কেন্দ্র ভালো লাগেনা	৬	১০.০০
নিয়মকানুনের অধীনে থাকতে ভালো লাগেনা	৫	৮.৩৩
মেয়েকে বিয়ের জন্যে টাকা কে দিবে	৬	১০.০০
ভরনপোষণ ও সেবার সীমাবদ্ধতা	৮	১৩.৩৩
পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে সমস্যা হবে	৮	১৩.৩৩
পরিবারের সকল সদস্যের পূনর্বাসন সম্ভব নয়	৪	৬.৬৭
আশ্রয়কেন্দ্রে আয়ের ব্যবস্থা নেই	২১	৩৫.০০
ওষুধ ক্রয়ের টাকা কে দিবে	৪	৬.৬৭
হিজড়াবলে গ্রহণ করবেনা	৩	৫.০০
বিনোদনের অভাব	৩	৫.০০
ভাল খাবার ও বিনোদন পাবনা	৯	১৫.০০
অন্যান্য	৩	৫.০০

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী নয় এমন উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের (৪৭.২২%) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারা উক্ত কেন্দ্রে কেন যেতে চান না-তার উত্তরে অনেক উত্তরদাতাই একাধিক কারনের কথা উল্লেখ করেন। অনাগ্রহী উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে না যাবার কারনের মধ্যে আটকে থাকতে ভালো লাগেনা (৭০%), সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী রেখে যেতে পারবনা (৪১.৬৭%), আশ্রয়কেন্দ্রে আয়ের ব্যবস্থা নেই (৩৫%), ভিক্ষা করলে ভালো আয় হয় (৩৩.৩৩%), বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় (২৫%), অন্য কোন কাজ ভালো লাগেনা (২১.৬৭%), আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না (২০%), ভাল খাবার ও বিনোদন পাবনা (১৫%), ভরনপোষন ও সেবারসীমাবদ্ধতা (১৩.৩৩%), পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে সমস্যা হবে

(১৩.৩৩%) বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিয়ম কানুনের অধীনে থাকতে ভালো লাগেনা,পরিবারের সকল সদস্যের পূনর্বাসন সম্ভব নয়, হিজড়া বলে গ্রহণ করবেনা এবং বিনোদনের অভাব প্রভৃতি কারনকে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে না যাবার জন্যে উল্লেখ করেন। অতএব বলা যায়, অনাগ্রহী ভিক্ষুকরা সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে না যাবার জন্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা না পাবার কথা উল্লেখ করেন।

উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা কোন জেলা থেকে স্বপ্নের শহর ঢাকা-তে জীবিকার সন্ধানে এসেছেন জানতে চাওয়া হলে ব্রাম্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নারায়ণগন্জ, নাটোর, কুড়িগ্রাম, মাগুরা, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, কুষ্টিয়া, জামালপুর, বগুড়া, শরিয়তপুর, নোয়াখালী, নওগাঁ, চাঁদপুর, গাজীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, ভোলা, রাজশাহী, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, চট্রগ্রাম, পটুয়াখালী, ঢাকা, নেত্রকোনা, মাদারিপুর, বরিশাল, নরসিংদী, খুলনা, মানিকগঞ্জ এবং গাইবান্ধা প্রভৃতি জেলা থেকে আসার কথা উল্লেখ করেন। গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা নদীভাঙ্গন, হাওর বেষ্টিত, মঙ্গাপীড়িত, দারিদ্রপীড়িত এবং বন্যাপ্রবন এলাকার জেলা থেকে জীবিকার তাগিদে সহজ মাধ্যম হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে রাজধানী শহর ঢাকা-তে এসেছেন।

চিত্র নং -১৬: আপনি পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে চান কিনা

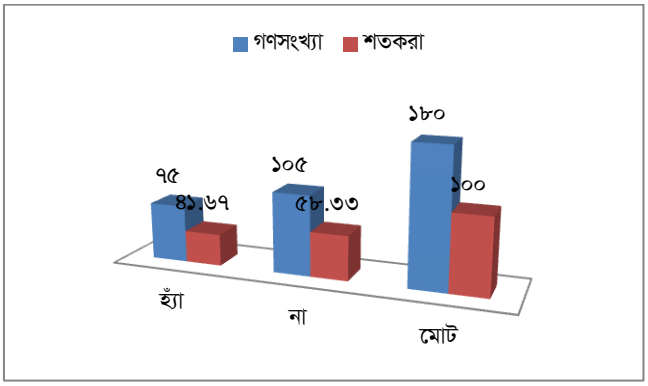

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা পূর্বের নিজ জেলা বা গ্রামে ফিরে যেতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করা হলে ৪১.৬৭% উত্তরদাতা গ্রামে ফিরে যাবার কথা বলেন এবং ৫৮.৩৩% উত্তরদাতা গ্রামে ফিওে না যাবার কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ বেশীরভাগ উত্তরদাতাই গ্রামে ফিরে যেতে অনাগ্রহী।

সারণি নং -১৫: পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে আপনি কি আশা করেন

পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে কি আশা করেন	গণসংখ্যা (৭৫)	শতকরা
ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৮	৬৪.০০
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা	৪৫	৬০.০০
শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	৯	১২.০০
চিত্ত বিনোদন	৩	৪.০০
নিজের কর্মসংস্থান	৩৪	৪৫.৩৩
ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের আয়বর্ধক কাজ	৪০	৫৩.৩৩
নিজে অক্ষম বিধায় পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান	১২	১৬.০০
গ্রামে কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা	১২	১৬.০০
নিরাপত্তা প্রদান	১০	১৩.৩৩
গ্রামভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে তোলা	৬	৮.০০
অন্যান্য (দোকান করে দিতে হবে, ঘরবাড়ি নির্মাণ)	৬	৮.০০

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মধ্যে যারা নিজ গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী (৪১.৬৭%) তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা গ্রামে কী প্রত্যাশা করেন-তার উত্তওে জানান যে, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (৬৪%), স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা(৬০%), ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের আয়বর্ধক কাজ (৫৩.৩৩%), নিজের কর্মসংস্থান (৪৫.৩৩%), নিজে অক্ষম বিধায় পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান এবং গ্রামে কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা (১৬%) এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (১২%) প্রভৃতি কর্মসূচী নিশ্চিত করার কথা বলেন। এছাড়াও গ্রামভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা, চিত্তবিনোদনের সুবিধা, দোকান ও ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি সুবিধা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ নগরবাসী ভিক্ষুকদের গ্রামে ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা ও জীবন জীবিকার নিশ্চয়তার কথা বলেন।

সারণি নং-১৬: পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে চাননা কেন

পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে চান না কেন	গণসংখ্যা (১০৫)	শতকরা
নিরাপত্তার অভাব	৩৪	৩২.৩৮
আয়ের কোন সুযোগ নেই	৫৪	৫১.৪৩
কোন নিকট আত্বীয় না থাকা	৪০	৩৮.০৯
কাজের অভাব	৫৪	৫১.৪৩
প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব	১২	১১.৪৩
রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব	২	১.৯০
আশ্রয় কেন্দ্রের অভাব	৩২	৩০.৪৮
গ্রামে থাকতে ভাল লাগেনা	৮	৭.৬২
ভাল খাবার দাবার না পাওয়া	৬	৫.৭১
ভাল যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা	৫	৪.৭৬
ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা	৩	২.৮৬
নাগরিক সুযোগ-সুবিধা (যেমন: পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎনা থাকা)	২৩	২১.৯০
অন্যান্য	১৫	১৪.২৮

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতা ভিক্ষুকদের মধ্যে যারা নিজ গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী নয় (৫৮.৩৩%) এমন ভিক্ষুকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা গ্রামে ফিরতে চাননা কেন-তার উত্তরে অনেকেই একাধিক কারনের কথা জানান, গ্রামে না ফেরার কারন হিসেবে আয়ের কোন সুযোগ নেই ও কাজের অভাব (৫১.৪৩%), কোন নিকট আত্বীয় না থাকা (৩৮.০৯%), নিরাপত্তার অভাব (৩২.৩৮%), গ্রামে আশ্রয় কেন্দ্রের অভাব (৩০.৪৮%) এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা (যেমন: পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ না থাকা (২১.৯০%) প্রভৃতি কারনকে জোর দিয়ে বলেন। এছাড়াও প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব, গ্রামে থাকতে ভাল না লাগা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ভাল যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা, ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা, সন্তানেরা খোঁজ খবর না নেয়া ও বাস্তুভিটাহীন প্রভৃতি কারন ও শহরে আসা ভিক্ষুকদের গ্রামে যেতে নিরুৎসাহিত করে। অর্থাৎ নগরবাসী ভিক্ষুকদের গ্রামে ফিরে না যেতে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা ও জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা না থাকার কথা ফুটে উঠেছে।

সারণি নং -১৭: ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আপনি আগ্রহী কিনা

ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আপনি আগ্রহী কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৩০	৭২.২২
না	৫০	২৭.৭৮
মোট	১৮০	১০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আগ্রহী কিনা-এ প্রশ্নের অধিকাংশ উত্তরে উত্তরদাতাই (৭২.২২%) ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আগ্রহের কথা জানান। তবে ২৭.৭৮% উত্তরদাতা ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আগ্রহী

নয় বলে উল্লেখ করেন। সুতরাং অধিকাংশ ভিক্ষুকই প্রয়োজনীয় পরিবেশের প্রেক্ষিতে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন।

সারণি নং-১৮: আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে চাননা কেন

আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে চান না কেন	গণসংখ্যা (৫০)	শতকরা
খাবার পাবনা	১০	২০.০০
আশ্রয়হীন হয়ে পড়ব	১২	২৪.০০
কর্মসংস্থান ব্যবস্থা থাকবেনা	৩৫	৭০.০০
অসুস্থতা	৮	১৬.০০
নগদ আয় দরকার	২৩	৪৬.০০
বার্ধক্যে কোন কাজ করতে পারবনা	১৬	৩২.০০
ভিক্ষাবৃত্তিতে ভাল আয় হয়	১৫	৩০.০০
ভিক্ষা না করলে পরিবারসহ না খেয়ে থাকতে হবে	১৪	২৮.০০
অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব	১১	২২.০০
অক্ষমতা	১৫	৩০.০০
অন্যান্য	২	৪.০০

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আগ্রহী নয় (২৭.৭৮%) তারা কেন ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আগ্রহী নয়-এমন প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশই একাধিক কারনের কথা বলেছেন।উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগে অনাগ্রহের কারন হিসেবে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা থাকবেনা (৭০%), নগদ আয় না থাকা (৪৬%), দৈহিক অক্ষমতা (৩০%), বার্ধক্যে কোন কাজ করতে না পারা(৩২%), ভিক্ষাবৃত্তিতে ভাল আয় (৩০%), ভিক্ষা না করলে পরিবারসহ না খেয়ে থাকা (২৮%), আশ্রয়হীন হয়ে পড়া (২৪%) এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব (২২%) প্রভৃতি কারনের কথা উল্লেখ করেন। তাই বলা যায় যে, ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক নিশ্চয়তা ও জীবন জীবিকা নির্বাহ সহজ বলে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে আগ্রহী নয়।

সারণি নং-১৯: সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করলে আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন

সরকারি ও বেসরকারিভাবে কর্মসূচী	গণসংখ্যা	শতকরা
কর্মসংস্থানের সুযোগ	৭৩	৪০.৫৬
সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তিকরণ	৮৪	৪৬.৬৭
ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা	৭৩	৪০.৫৬
সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পূনর্বাসন	৪০	২২.২২
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	১৩	৭.২২
সরকারি ও বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা	৬১	৩৩.৮৯
সন্তানের পড়ালেখার খরচ	২১	১১.৬৭
সরকারি খরচে সরকারি জায়গায় গৃহনির্মাণ	৪৬	২৫.৫৬
অন্যান্য (বিধবা ও বয়স্ক ভাতা প্রদান)	৫	২.৭৮

- একাধিক উত্তর সম্ভব উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সকল উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল-সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করলে তারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন। উত্তরে অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে একাধিক কর্মসূচী গ্রহনের কথা বলেন। উত্তরদাতারা যেসব কর্মসূচী গ্রহনেরকথা বলেন তার মধ্যে রয়েছে সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তিকরণ (৪৬.৬৭%), কর্মসংস্থানের সুযোগ ও ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা (৪০.৫৬%), সরকারি ও বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা (৩৩.৮৯%), সরকারি খরচে সরকারি জায়গায় গৃহনির্মাণ (২৫.৫৬%), সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পূনর্বাসন (২২.২২%), সন্তানের পড়ালেখার খরচ (১১.৬৭%), বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (৭.২২%) এবং বিধবা ও বয়স্ক ভাতা প্রদান (২.৭৮%) প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহনের উপর জোর দেন। তাই বলা যায়, সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে গৃহীত সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সারণি নং-২০: শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ

শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের পদক্ষেপ	গণসংখ্যা	শতকরা
সরকারি গৃহের ব্যবস্থা	৬১	৩৩.৮৯
সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা	২৯	১৬.১১
ভরণপোষনের ব্যবস্থা	১৬	৮.৮৯
সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ	২২	১২.২২
অর্থনৈতিক সাহায্য	১৯	১০.৫৬
খাবার ব্যবস্থা	৩৮	২১.১১
ভিক্ষাবৃত্তি সিন্ডিকেট ধরা ও শাস্তির ব্যবস্থা করা	১৩	৭.২২
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা	৩৭	২০.৫৬
ঢাকা শহরে ফাঁকা জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ	৬	৩.৩৩
সুদবিহীন ঋণ প্রদান	৪৭	২৬.১১
বিধবাভাতা, বয়স্ক ভাতা, ভাতার পরিমান বাড়ানো	২৬	১৪.৪৪
রেশনিং ব্যবস্থা	৯	৫.০০
সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে ভিক্ষুকদের অন্তভূক্তিকরণ	৪৩	২৩.৮৭
প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ সেবাব্যবস্থা	২৫	১৩.৮৯
মৌলিক চাহিদা পূরণ	১৩	৭.২২
সুস্থ ও সবল ভিক্ষুকদের জেল ও শাস্তিপ্রদান	১০	৫.৫৬
পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা	৩২	১৭.৭৮
সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা সেবারপরিধি ও পরিমান বাড়ানো	৩৯	২১.৬৭
আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবেশ উন্নত করা	১৬	৮.৮৯
অন্যান্য	৩	১.৬৭

- একাধিক উত্তর সম্ভব

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সকল উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ- তার উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতাই শহর এলাকায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলেছেন। উত্তরদাতারা যেসব পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে সরকারি গৃহের ব্যবস্থা (৩৩.৮৯%), সুদবিহীন ঋণ প্রদান (২৬.১১%), সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে ভিক্ষুকদের অন্তভূক্তিকরণ (২৩.৮৭%), সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা সেবার পরিধি ও পরিমান বাড়ানো

(২১.৬৭%), কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (২০.৫৬%), পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (১৭.৭৮%), বিধবাভাতা, বয়স্ক ভাতা, ভাতার পরিমান বাড়ানো (১৪.৪৪%), প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ সেবাব্যবস্থা (১৩.৮৯%) প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহনের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও উত্তরদাতা ভিক্ষুক শহর এলাকায় পুনর্বাসনে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভরণপোষনের ব্যবস্থা, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ, অর্থনৈতিক সাহায্য, খাবার ব্যবস্থা, ভিক্ষাবৃত্তি সিন্ডিকেট ধরা ও শাস্তির ব্যবস্থা করা, ঢাকা শহরে ফাঁকা জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ, রেশনিং ব্যবস্থা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, সুস্থ ও সবল ভিক্ষুকদের জেল ও শাস্তিপ্রদান এবং আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবেশ উন্নত করা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহনের উপর জোর দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪. গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১ কেস স্টাডি- ১

আকাশ আহমেদ, বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। বর্তমান ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে বসবাস। জন্মের আগেই তার বাবা মারা যায়। সাত বছর বয়সে তার মা মারা যায়। ১ ভাই ও ২ বোনসহ তারা মোট ৪ ভাইবোন। বাবা মা-কে অল্প বয়সে হারানোর পর সে একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে উঠে ঢাকা কমলাপুর চলে আসে। ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত কমলাপুর রেলস্টেশনে কখনও ভিক্ষা আবার কখনও বাদাম বিক্রি করে চলত। ১৫/১৬ বছর বয়সে ট্রেনে আকস্মিক দূর্ঘটনার ফলশ্রুতিতেই আজকে তার এই পরিণতি। চট্টগ্রামে থাকা তার ভাইবোনদের সাথে কখনও তার যোগাযোগ হয়নি। এখন তাদের সাথে দেখা হলেও সে চিনতে পারবে না বলে মনে করে। বর্তমানে সে বিজয় স্মরণী ও চন্দ্রিমা উদ্যান এলাকায় ভিক্ষা করে।

১৫ বছর বয়সে কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে রেলের ছাদে ওঠে ঘুরতে যাওয়ার সময় হঠাৎ ছাদ থেকে পড়ে যেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। পুলিশ সেখান থেকে উদ্ধার করে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। ১৫-২৩ বছর বয়স পর্যন্ত পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিল। বর্তমানে তার একটি পা একেবারেই নেই। হুইল চেয়ারের সহায়তায় সে এখানে ওখানে ঘুরে ভিক্ষা করে। সারাদিন ভিক্ষা করে রাতে হাসপাতালে থাকে। তার মতে, *"মা-বাবা মারা যাওয়ার পর আমার বড় ভাই ও বোনদের না জানিয়ে আমি ঢাকাতে চলে আসি। তারপর থেকে আজও আমার ভাই বোনেরা হয়ত আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি অনেক বার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি শুধু আমার জেলার ও উপজেলার নাম ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না"।*

হাসপাতালের সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক ভালো। তার মাসিক আয় আনুমানিক ১৫০০০ টাকা। সারাদিন মানুষের কাছে চেয়ে যে টাকা সে পায় তা দিয়ে হোটেলে খায়। হোটেলে তিনবেলা খেতে তার ১৫০ টাকার মত খরচ হয়। পাশাপাশি চিকিৎসা ও পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের পর যে টাকা তার থাকে সেটা সঞ্চয় করে। সে উল্লেখ করে, *"প্রতিদিন প্রায় ৫০০ টাকা আমার আয় হয়। সকল খরচ শেষে যেটা থাকে সেটা আমি সঞ্চয় করি। মাঝে-মধ্যে বেশি আয় হলে হাসপাতালে অনেক অসহায় যারা থাকে তাদেরকেও দান করি"।*

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বলতে বর্তমান তার কিছুই নেই। চট্টগ্রাম নিজ জেলা হলেও সাত বছর বয়সে চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। তার ধারনা, *"তার বাবা মায়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তি তার বাড়ির আশপাশের লোকজন ভোগ করছে। চট্টগ্রামে তার এক ভাই ও দুই বোন বসবাস করেন কিন্তু সে জানে না তারা কি করেন বা তাদের পেশা কি?"*

১৬ বছর বয়সে মারাত্মক এক্সিডেন্টের ফলে বর্তমান সে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে বসবাস করছে। প্রতিবন্ধী হওয়ার ফলে সে কোন কাজ করতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য অর্থাৎ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই। তবে সে মনে করে অনেক ভুয়া ভিক্ষুকদের জন্য তাদের মত প্রকৃত অসহায় ব্যক্তিরা বঞ্চিত হচ্ছে। সে বলে, *"আমি একদিন ভিক্ষা করতে করতে মহাখালী বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেয়ে দেখি কিছু লোক অন্ধের ভান ধরে চোখে সানগ্লাস দিয়ে জিকির করছে আর*

লোকজনের থেকে টাকা চেয়ে নিচ্ছে। দিনের বেলার উঠানো টাকা দিয়ে রাতে মদ-গাজা খায় এবং পার্টি করে। অনেক সময় মাতাল হয়ে তারা নানাধরনের অপরাধমূলক কাজ করে যেমন ছিনতাই, অপহরণ ইত্যাদি"।

অদূর ভবিষ্যতে সে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে চায় যদি সরকার বা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তার শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী কোন বৃত্তিমুলক কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। সে বলে, *"কি বলব ভাই! টাকার নেশা আমার একদমই নেই, কখনও ছিলোও না, পরিস্থিতি আমাকে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি করার কোন আগ্রহ আমার নেই, এজন্য আমাকে ফুটপাতে কোথাও একটা চায়ের দোকান করে দিলে আমি আর কখনও ভিক্ষা করতাম না। আমি ভাই বোনদেরকে খুঁজে পেতে চাই যে কোনভাবে। আমি যদি ভাই বোনদের খুঁজে পাই তাহলে আমাকে আর কখনও ভিক্ষা করা লাগবেনা।"*

৪.২ কেস স্টাডি-২

মরিয়ম খাতুন, বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে তার স্বামী আব্দুল্লাহ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্বামী মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে জীবিকার সন্ধানে নীলফামারি থেকে দুই মেয়েকে নিয়ে তিনি ঢাকাতে চলে আসেন। বর্তমান মিরপুর বস্তি এলাকায় বাসা ভাড়া করে থাকেন। মরিয়ম খাতুনের আয়ের অন্য কোন উৎস না থাকায় সে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নিয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির রোজগারের উপর তার পরিবার নির্ভরশীল। কেননা দুই মেয়েই বর্তমান লেখাপড়ার সঙ্গে জড়িত। বড় মেয়ে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে এবং ছোট মেয়ে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।

দুই মেয়েকে নিয়ে করোনা সময় থেকে সে ঢাকা শহরে এসে ভিক্ষাবৃত্তি করছে। তার লক্ষ্য ভিক্ষা করে হলেও তার দুই মেয়েকে লেখাপড়া করাবেন। মাসিক ৩০০০ টাকা করে তাকে বাসা ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। তিনি উল্লেখ করেন, *"করোনায় স্বামীর মৃত্যুর পর আমার উপর আকাশ ভেঙে পড়ে। গ্রামে জীবিকার কোন উপায় না দেখে আমি আমার মেয়েদের নিয়ে ঢাকা শহরে চলে আসি। ভিক্ষাতে এখন আমার যে আয় হয় তা দিয়ে আমার সংসার কোন রকমে চলে। আমার প্রতিদিন নগদ টাকার প্রয়োজন। নগদ টাকার জন্যে ভিক্ষাবৃত্তি সহজ উপায়।"* মরিয়ম খাতুনের দৈনিক আয় প্রায় ৬০০ টাকা। তার শশুর অনেক আগেই মারা যান। নীলফামারিতে তার শাশুড়ি বেঁচে আছেন। তবে তার শাশুড়ির সাথে তাদের কোন যোগাযোগ হয়না। কারন তার ও তার শাশুড়ি কারোরই মোবাইল ফোন নেই। তবে সে শুনেছে তার শাশুড়ি নাকি বর্তমান নীলফামারিতে ভিক্ষাবৃত্তি করেই জীবন নির্বাহ করছে। কারণ নীলফামারিতে তাদের যে সম্পত্তি ছিল ভিটেমাটি ছাড়া পুরোটা বিক্রয় করে দিয়ে সেই টাকা দুই মেয়ে নিয়ে শাশুড়িকে নীলফামারিতে রেখে ঢাকায় চলে এসেছে। তার শাশুড়িরও ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।

ভিক্ষাবৃত্তিতে আসার কারণ সম্পর্কে মরিয়ম বলেন, *"আমার দুই মেয়েকে সুখে শান্তিতে রাখাই আমার লক্ষ্য। বড় মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু যৌতুক ছাড়া মেয়ের বিয়ে হবে না। ছেলেরা অনেক টাকা (১০০০০০ টাকা) যৌতুক চেয়েছে যার কারনে আমি এখন আগের চেয়ে বেশি সময় ভিক্ষা করি। আগে ৫/৬ ঘণ্টা ভিক্ষা করতাম এখন ৮/৯ ঘণ্টা ভিক্ষা করি"।* মরিয়ম খাতুন উল্লেখ করেন, *"অনেক মেয়েরা দিনের বেলা হিজাব/বোরখা পরে ভিক্ষাবৃত্তি করে, আবার রাতের বেলায় বিভিন্ন পার্ক বা উদ্যানে পতিতাবৃত্তি করে বা পতিতাবৃত্তিতে সহায়তা করে। এই কাজের সাথে শুধু তুলনামূলক কম বয়সী মেয়ে না, মধ্যবয়স্ক মহিলারাও এ*

কাজের সাথে জড়িত যা শহরের পরিবেশকে নষ্ট করছে। অনেকে আবার ভিক্ষাবৃত্তির ছদ্মবেশে বোরকার মধ্যে মদ, গাঁজা, ইয়াবা নিয়ে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে।"

মরিয়ম খাতুন ভিক্ষাবৃত্তি কখনই করতে চায়নি। এখনও করতে চায়না। কিন্তু তার সামনে এখন অনেক ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মরিযম খাতুন উল্লেখ করেন, *"আমার দুই মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর পর ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে হবে। আমি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে আগ্রহী তবে সরকার বা এনজিও যদি তার দুই মেয়েকে কোন সরকারি ছোটখাটো চাকুরী বা এনজিও কর্মী অথবা অন্য কোন বৃত্তিমুলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। যতদিন আমার মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারবে ততদিন আমার ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমার বিশ্বাস আমার মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে কখনও আমাকে তারা দূরে ঠেলে দিবেনা। মরিয়ম খাতুনের একটাই স্বপ্ন তার মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করা। আর সেটার জন্য সে দিনরাত ভিক্ষা করতেও রাজি কারণ সে মনে করে একদিন না একদিন তার সুদিন আসবেই।"*

৪.৩ কেস স্টাডি-৩

আব্দুল জব্বার মিয়া, বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর। ঢাকার মোহাম্মদপুরের তুরাগ নদীর পাড়ে একটা টঙ ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলাতে। বর্তমান শেরে বাংলা নগর ও চন্দ্রিমা উদ্যানের আশেপাশে ভিক্ষা করেন। প্রায় ৭/৮ বছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়। তার ৫ ছেলে ২ মেয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি একাকী বসবাস করেন। ছেলে-মেয়ে সবাই আলাদাভাবে থকে তবে কারো সাথে তার যোগাযোগ নেই। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, *"আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার আগে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক অনেক ভালো ছিল। আমি অবসর সময়ে ঢাকাতে আমার ছেলের বাসায় বেড়াতে আসতাম এবং নাতি নাতনিদের সাথে অনেক গল্প করতাম। নাতি নাতনিরাও আমাকে অনেক ভালোবাসত। আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আমি ভিক্ষুক, আমার সাথে কেউ যোগাযোগ রাখে না। তবে তারা ভাল থাকুক। আমি দৈনিক প্রায় ৮/৯ ঘণ্টা ভিক্ষা করে ৩৫০/৪০০ টাকা আয় করি। এ আয় দিয়ে আমার থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসা ব্যয় চালাতে হয়।"*

জব্বার মিয়ার ৪০ শতাংশ বসত বাড়ির জমি আছে ২ ছেলে ষড়যন্ত্র করে তাদের নামে লিখে নিছে। তার বাকি ছেলেরা তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, সেই ক্ষোভে অন্য ছেলে-মেয়েরা তাকে দেখাশোনা করে না। জব্বার মিয়া প্রায় ১৫ বছর ধরে ভিক্ষা করছে। তার সম্পত্তি ষড়যন্ত্র করে লিখে নেওয়ার পর তাকে আলাদা করে দিলে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকাতে এসে প্রথম কিছুদিন রিক্সা চালিয়ে জীবন নির্বাহ করত। কিন্তু রিক্সা চালোনার সময় বাসের সাথে দুর্ঘটনায় তার এক হাত কেটে ফেলতে হয়। তিনি বলেন, *"দু'ছেলে সব সম্পত্তি লিখে নেয়ার পর যখন আমাদের দুজনকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় তখন আমরা স্বামী স্ত্রী দুজন ঢাকতে চলে আসি এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করি। রিক্সা চালিয়ে যা রোজগার হত তা দিয়ে দুজন ভালভাবে চলতে পারতাম কিন্তু আকস্মিক এক দুর্ঘটনা আমার সব সর্বনাশ করে দিয়েছে"*। দুর্ঘটনার পর বাস মালিক তাকে চিকিৎসার জন্য ২০০০০ টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা সব চিকিৎসার পেছনে ব্যয় করলেও সে আর পূর্বের অবস্থায় ফিরতে পারেনি। রিক্সা চালোনোর মত অবস্থা তার আর ছিলনা। বর্তমান সে শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে ভিক্ষা করছে। তাছাড়া তার আয়ের অন্য কোন উপায় নেই। তিনি মনে করেন, *"পেটের জ্বালায় যারা ভিক্ষা করছে তারা কোনভাবেই শহরের পরিবেশ নষ্ট করছে না। অন্যদিকে যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে তারা জনগণের স্বাভাবিক চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অনেক সময় এমনও দেখা*

যায়, কেউ যদি তাদের টাকা পয়সা না দেন তাহলে তারা অনেক জোরাজুরি করতে থাকে এমনকি গালি পর্যন্ত দিয়ে থাকে। পাশাপাশি ছদ্মবেশী ভিক্ষুকেরা অনেক সময় ছিনতাই ও সুযোগ পেলে ছুরি দেখিয়ে টাকা বা মালামাল পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে।"

জব্বার মিয়া ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে আগ্রহী না। তিনি বলেন, *"আমার ভিক্ষা করতে ভাল লাগে। ঢাকা শহরে হাতের কাছে সবকিছু পাওয়া যায়। ফুটপাতে বসে চা বিস্কুট খেতে ভাল লাগে। অবসরে অন্য ভিক্ষুকের সাথে আমার গল্প করতে ভাল লাগে। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে আমি কি করব? কি খাব? এবং কোথায় থাকব?"* তিনি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চান না। এ বিষয়ে তিনি বলেন, *"সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র আমার ভাল লাগে না। আমাকে একবার জোর করে গাজীপুর সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ২ মাস আটকে রেখেছিল। ২ মাস পর আমি চলে এসেছিলাম এবং আবার ভিক্ষা করছি।"* তিনি বয়স উপযোগী কাজ চান। সরকার যদি তাকে তার গ্রামের বাড়ি একটি মুদি দোকান বানিয়ে দেয় তবে তিনি ভিক্ষা করা ছেড়ে দিবেন। তিনি বলেন, *"বয়স হয়েছে ৬৫ বছরের উপরে। এই পৃথিবীতে আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। ছেলেমেয়েরা বেঁচে থেকেও আমার কাছে মৃত। জীবনে আমার আর কোন আশা নেই তাই যে কয়দিন বেঁচে থাকি খেয়ে পরে যাতে চলতে পারি তার জন্য আমাকে এমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিলে আর ভিক্ষা করতাম না।"*

৪.৪ কেস স্টাডি-৪

২০ বছর আগে নদী ভাঙনের শিকার হয়ে চাঁদপুর থেকে ঢাকাতে আসেন আব্দুস সাত্তার। তাঁর বর্তমান বয়স প্রায় ৭০ বছর। আজিমপুর আইয়ুব আলী কলোনিতে বাসা ভাড়া করে থাকেন। তার তিন ছেলে। বড় ছেলে চাঁদপুরে থাকেন। তিনি ছোট ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করেন। ছোট ছেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত। তার বড় দুই ছেলে তাঁকে দেখাশোনা করে না। আব্দুস সাত্তার নিউ মার্কেট এলাকায় ভিক্ষা করেন। তিনি প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ভিক্ষা করেন।

তিন জনের পরিবারে তিনিই একমাত্র উপার্জনশীল। ভিক্ষা করে যে রোজগার হয় তা দিয়ে তাঁর সংসার চলে। বাসা ভাড়া থেকে শুরুর করে সকল খরচ নির্বাহ করেন। হইল চেয়ারে বসে তিনি ভিক্ষা করেন। প্রতিদিন তার স্ত্রী সকাল ১১টায় নিউমার্কেটে রেখে যায় আবার রাত ৮ টায় নিয়ে যায়। আব্দুস সাত্তার বলেন, *"২০ বছর আগে সর্বনাশা নদী ভাঙনের শিকার হয়ে নিঃস্ব অবস্থায় স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে ঢাকাতে আসি। ঢাকাতে এসে নিউমার্কেটে পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে ১৩ বছর কাজ করেছি। তখন আমার সংসার খুব ভালোভাবেই চলত। নিয়তি আমাকে আজ এখানে দাঁড় করিয়েছে। ১৩ বছর কাজ করার পর মারাত্মক ডায়াবেটিসের কারনে আমার দুই পা অকেজো হয়ে যায়। হুইল চেয়ার ছাড়া আমি চলাচল করতে পারি না। অন্যদিকে তিন সদস্যের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার উপর। এজন্য ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই।"*

আব্দুস সাত্তার সাত বছর ধরে একই স্থানে ভিক্ষাবৃত্তি করছেন। তিনি বলেন, *"আমি এই মার্কেটের পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে ১৩ বছর কাজ করেছি। সব ব্যবসায়ী ও নিউমার্কেটের নিয়মিত ক্রেতা আমাকে চেনে। ফলে সকলের সহানুভূতি মোটামুটি পেয়ে থাকি। মার্কেটে পরিচিত হওয়ার কারনে আমার আয় একটু বেশি হয়। আমি দৈনিক*

৭০০/৮০০ টাকার উপরে আয় করি। এ আয় দিয়ে আমার সংসার ভালভাবে আমার সংসার চলে। কুমিল্লাতে আমার ৬০ শতক বন্ধকী জমি আছে। জমি থেকে বছরে এককালীন বর্গা থেকে ১০০০০ টাকা পেয়ে থাকি।"

আব্দুস সাত্তার মনে করেন আজকে ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ব্যবসা চলছে। অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, *" আমি জানি নিউ মার্কেটে দুজন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুককে সকালে রিকশায় বা গাড়িতে করে রেখে যায় আবার রাতের বেলায় নিয়ে যায়। আমি শুনেছি তাদের আয়ের একটি বড় অংশ সিন্ডিকেটকে দিতে হয়। আমি তাদেরকে চিনি। যদি প্রকাশ করি তাহলে নিউ মার্কেট এলাকায় আমি ভিক্ষা করতে পারব না। । নির্দিষ্ট টাকা আয় করতে না পারলে এ সকল ভিক্ষুকদেও মালিক তাদেও মারধর করেন বা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। সে কারনে যেদিন তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আয় করতে না পারেন সেদিন তারা ছিনতাই করার চেষ্টা করেন।"*

ছেলের ও নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে আব্দুস সাত্তার ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে চান। তিনি বলেন, *"আমি কোন সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চাই না। যদি সরকার বা এনজিও আমার ছেলের একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় এবং আমার কর্মসংস্থান (চায়ের দোকান, ছোট মুদি দোকান) ও থাকার ব্যবস্থা হয় তাহলে আমি ভিক্ষা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাব।"* ভিক্ষাবৃত্তিকে কেউ যাতে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করতে পারে এজন্য তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট ধরে আইনের আওতায় আনার সুপারিশ করেন।

৪.৫ কেস স্টাডি-৫

সুমন আহমেদ, বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। আজিমপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে ফুটপাতে চৌকিতে তার বসবাস। জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ায় বিয়ে করেনি। ১২ বছর বয়সে সে তার মাকে হারায় এবং জন্মের আগেই তার বাবা মারা যায়। বাবা-মাকে হারিয়ে সেই ১২ বছর বয়স থেকে তার জায়গা হয় ফুটপাতের এক চৌকিতে। সে নিজে চলাচল করতে পারে না। দিনরাত সে ঐ চৌকিতে অবস্থান করে। তার এক ভাই আছে। সে আজিমপুর বাসা ভাড়া করে থাকে। কিন্তু তার ভাইয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাকে সাহায্য করতে পারেনা । মাঝে মাঝে সুমন নিজেই তার ভিক্ষাবৃত্তির টাকা দিয়ে তার ভাইকে সাহায্য করে।

সুমন একই জায়গায় ৩২ বছর ধরে অবস্থান করছে। সেখানে খায়, সেখানে ঘুমায়। পথচারীরা চলাচলের সময় তার পাত্রে যে টাকা দিয়ে যায় সেটা দিয়ে সে তার খরচ চালায়। চুক্তিতে একজন কাজের বুয়া আছে তার। সে যথাসময়ে এসে সুমনকে গোসল করায় এবং তিন বেলা খাবার দিয়ে যায়। এজন্য প্রতিদিন তাকে ৫০ টাকা করে দিতে হয়।

সুমন বলেন, *"দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকার ফলে আশেপাশের লোকজন আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। পুলিশ থেকে শুরু করে আশেপাশে ফুটপাতের ব্যবসায়ীরাও আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করে। পাশের এক সবজি বিক্রেতা আমাকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য মনে করেন। ফুটপাতের যেখানে আমি থাকি তার ঠিক পেছনে ময়লার স্তুপ থাকায় প্রচন্ড দুর্গন্ধ ও মশার কামড় সহ্য করতে হয়। ২৪ ঘন্টা মশার কয়েল নিরোধক*

জ্বালানো থাকলেও রেহাই পাইনা। যখন বৃষ্টি হয় তখন ত্রিফল টাঙিয়ে বৃষ্টি থেকে রক্ষার চেষ্টা করি। তারপরেও মাঝে মাঝে শেষ রক্ষা হয় না।"

সুমন সাধারণত কারো কাছে ভিক্ষা চায় না। সে ফুটপাতে একই জায়গায় দীর্ঘদিন থাকায় লোকজন ইচ্ছেমত তার পাত্রে টাকা দিয়ে যায়। সুমন বলেন, *"প্রতিদিন গড়ে আমার ৫০০/৬০০ টাকা আয় হয়। তবে শুক্রবার ও ধর্মীয় দিবসে আমার আয়টা তুলনামূলক বেশি হয় অর্থাৎ ১০০০ টাকার মত হয় আবার শনিবার ও রবিবার ৫ ঘন্টায় ৫০ টাকাও আয় হয় না। আমার ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান কারন আমার মা-বাবার মৃত্যু। আমার মা বেঁচে থাকলে আজ আমাকে ভিক্ষা করতে হত না এবং ফুটপাতে ৩২ টা বছর কাটাতে হত না।"*

ভিক্ষুকরা শহরের পরিবেশ নষ্ট করছে কিনা এ ব্যাপাওে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেন, *"অন্যান্য ভিক্ষুকদের কথা আমি বলতে পারব না তবে আমি নিজেই দীর্ঘদিন ধরে এই ফুটপাতে মানুষের চলাচলের জায়গা দখল করে আছি। ফুটপাতের পাশে আমি মলত্যাগ করি এটি শহরের পরিবেশ দূষণ করছে। এসবের জন্য আমার নিজেরও খারাপ লাগে।"*

সুমন আহমেদ বলেন, *"আমার নিজের কিছু করার সক্ষমতা নেই। আমার ভাইকে যদি কেউ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয় তবে আমাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে না।"*

৪.৬ কেস স্টাডি-৬

পেয়ারা খাতুন, বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। কেল্লার মোড়ের পাশে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। তার স্বামী ২০ বছর আগে স্ট্রোক করে মারা যায়। তখন তার গর্ভে সন্তান। বর্তমান তার সন্তানের বয়স ২৫ বছর। তার ছেলে প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং কোম্পানিতে কম বেতনে পিয়নের চাকরিকরে। সে আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় ভিক্ষা করে।

পেয়ারা খাতুনের ছেলে আলাদা বসবাস করে। ছেলে আলাদাভাবে বসবাস করলেও নিয়মিত তার খোঁজখবর নেন। খাওয়া খরচ দিতে না পারলেও মাঝে মাঝে তার চিকিৎসা খরচ দেন। পেয়ারা বেগম প্রতিদিন ভিক্ষা করার জন্য বের হতে পারেন না। সে সপ্তাহে ৪/৫ দিন বের হন ভিক্ষা করার জন্য। পেয়ারা খাতুন বলেন, *"শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি প্রতিদিন বের হতে পারিনা, তবে যেদিন বের হই সেদিন ৩০০/৪০০ টাকা আয় হয়। যার সিংহভাগ চিকিৎসার পেছনে ব্যয় হয়। ভিক্ষা করার আগে যখন আমি মানুষের বাসায় বাসায় কাজ করতাম তখন আমি অনেক ভালো ছিলাম। আমি নিজে তখন আমার ছেলেকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতাম।"*

তার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলা। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর শশুর-শাশুড়ী তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পেয়ারা খাতুন বলেন, *"আমি জীবিকার সন্ধানে বাধ্য হয়ে ঢাকাতে চলে আসি। মানুষের বাসায় বাসায় ১২/৩ বছর ধরে কাজ করেছি। অসুস্থতার কারনে এখন আর শরীর পেরে ওঠে না তাই ৬/৭ বছর ধরে ভিক্ষা করছি। পেয়ারা খাতুন আক্ষেপ করে বলেন, যদি আমার স্বামী বেঁচে তবে আমাকে ভিক্ষা করতে হত না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ৬/৭ বছর আগে আমার স্তন ক্যান্সার ধরা পড়লে টাকা পযসা খরচ করে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিই। ডাক্তার ক্যান্সারের জন্য কেমো দিতে বলেছে। কিন্তু টাকার অভাবে আমি চিকিৎসা নিতে পারছি না। আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি, আল্লাহ যা করেন। পেয়ারা বেগম বলেন, "ভিক্ষাবৃত্তি খারাপ এটা আমি ভালো করেই জানি, এজন্য গর্ভে সন্তান নিয়ে ঢাকাতে চলে আসার পরও মানুষের বাসায় কাজ করেছি তবু ভিক্ষা*

করেনি। এখন এই ক্যান্সার আক্রান্ত শরীর নিয়ে আর কাজ করতে পারিনা। তাই দুমুঠো খাবার অন্তত যাতে খেতে পারি সেজন্য সপ্তাহে ৪/৫ দিন সকাল-বিকালে কয়েক ঘন্টা করে আজিমপুর কবরস্থানের আশেপাশে ভিক্ষা করি। পেয়ারা খাতুন মনে করেন, ভিক্ষুকের ছদ্মাবরনে অনেকেই অপরাধ করে থাকে। তিনি বলেন, *"৬/৭ বছর ভিক্ষাবৃত্তির জীবনে আমি কিছুদিন আগে কয়েকজন ছদ্মবেশী ভিক্ষুককে পুলিশদের ধরে নিয়ে যেতে দেখেছি। পরে জেনেছি ভিক্ষুকের ছদ্মাবরণে তারা ইয়াবা চক্রের সদস্য। বর্তমান লালবাগ মোড়ে এমন কিছু ভিক্ষুক এখনও ভিক্ষা করছে বলে আমি মনে করি। কারন তারা সুস্থ সবল শরীর নিয়ে বোরকা পরে মুখ ঢেকে সামনে একটা পাত্র রেখে বসে থাকে। আমি যদি সেখানে কোন দিন ভিক্ষা করতে যাই তাহলে ঐ বোরকা পরা তিনজন মহিলা তাকে সেখানে ভিক্ষা করতে দিতে চায় না।"*

পেয়ারা বেগম কারো কাছে হাত পাততে চায় না। যদি তার তিনবেলা খাবার ও চিকিৎসাসেবা পায় তাহলে সে ভিক্ষা করবে না বলে জানায়। সে বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা কোনটাই পায় না। এ বিষয়ে পেয়ারা খাতুন বলেন, *"স্বামী মারা যাওয়ার পরেই আমি ময়মনসিংহ থাকাকালীন ওখানের চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যের কাছে বিধবা ভাতার কার্ড করার জন্য গেলে তারা আমার কাছে ৪০০০/৫০০০ টাকা চায়। যে কারনে আর কার্ড করা হয়নি। ঢাকাতে এসেও বিধবা ভাতার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। এখানের কাউন্সিলরদের কাছে গেলে তারা বলে আমার ঢাকার কোন কাগজপত্র নেই যে কারনে বিধবা ভাতা কার্ড করা যাবে না। পেয়ারা বেগম আজিমপুরের আশেপাশের একটা মাঠ দেখিয়ে বলেন, এই যে দেখেন সরকার ঢাকা শহরের মত জায়গায় এত বড় মাঠ ফেলে রেখেছে, এখানে তো আমাদের জন্য বিশতলা একটা বিল্ডিং করে দিলে আমরা থাকতে পারি। কিন্তু তা দিবে না। আপনাদের আবার জরিপ করতে পাঠায়ছে।"*

৪.৭ ফোকাস দল আলোচনা-১

ফোকাস দল আলোচনাটি ঢাকা জেলার লালবাগ থানার একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। লালবাগ মসজিদের একজন ইমাম, একজন এনজিও প্রতিনিধি, একজন ব্যবসায়ী, একজন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, একজন সংবাদকর্মী, একজন ট্রাফিক পুলিশ ও দুইজন ভিক্ষুকসহ সর্বমোট ৮ জন এই ফোকাস দল আলোচনাতে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী সকলের বয়স ছিল ৪০-৬০ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা জেলার ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পর্যবেক্ষণ উদঘাটন করা। ফোকাস দলে অংশগ্রহনকারী অধিকাংশই বলেন-ঢাকা শহরসহ সারা বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপাচ্ছে। এর পেছনে কয়েকটি কারণ জড়িত তবে প্রধান কারণ হলো প্রতিবন্ধীতা। সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী দেখা যায় যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তাছাড়া অনেক ভিক্ষুক জীবিকার তাগিদে এটাকে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেয়। ভিক্ষাবৃত্তির কারন বলতে গিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন ইমাম বলেন, *"ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান কারন দরিদ্রতা। অনেকের সংসারে দেখা যায় ৫-৭ জন পর্যন্ত লোকসংখ্যা আছে। কিন্তু উপার্জনশীল ব্যক্তি একজন বাকি সকলেই নির্ভরশীল। আবার দেখা যায় ঐ পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে। যাদের খরচ বহন করার জন্যও ভিক্ষা করতে হচ্ছে। এছাড়াও পরিবারের কর্তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে ঐ পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার জন্য কাউকে না কাউকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হচ্ছে।"* একজন সংবাদ কর্মী বলেন, *"ভিক্ষাবৃত্তিতে সহজে কেউ আসতে চায় না, যখন তাদের আর কোন উপায় থাকেনা তখনই এটা করেন। যেমন অনেকে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে একেবারে সর্বশান্ড় হয়ে ভিক্ষা করেন আবার অনেকে কোন কাজ করতে অক্ষম তারাই মূলত ভিক্ষা করেন তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা দেখা যায়। বর্তমান অভ্যাসগতভাবেও অনেকে ভিক্ষা করে*

থাকেন।" অনেকেই পরিবেশ পরিস্থিতির কারনে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"আমার স্বামী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করায় শশুর শাশুড়ী আমাকে বাড়ি থেকে রাস্তায় নামিয়ে দেন। তিন বছর বয়সের বাচ্চা নিয়ে আমার আর কোন উপায় না থাকায় ঢাকা শহরে এসে ভিক্ষা করতে শুরু করেছি।"* আলোচনায় অংশ নেওয়া কয়েকজন ভিক্ষাবৃত্তিতে সিন্ডিকেট গড়ে উঠার কথা উল্লেখ করেন। তারা উল্লেখ করেন-বর্তমানে ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি সিন্ডিকেট নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি আছে যারা তাদের অধীনে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা দিয়ে অনেক কে লালন পালন করেন। পাশাপাশি তাদেরকে দিয়ে নির্দিষ্ট একটা সময় ভিক্ষা করান। আবার যদি তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আয় করতে ব্যর্থ হয় তখন তাদের মালিক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ থেকে শুরুর করে মারধর পর্যন্ত করে থাকেন। ভিক্ষাবৃত্তিতে সিন্ডিকেট গড়ে উঠার বিষয়ে স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী বলেন, *"প্রতিদিন সকাল ৮ টার সময় একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে প্রাইভেট গাড়ীতে করে কারা যেন তার দোকানের সামনে এসে নামিয়ে দিয়ে যায়। আর ঐ প্রতিবন্ধী সারাদিন বিভিন্ন অঙ্গিভঙ্গি করে ভিক্ষা করেন। বিকাল ৫ টার দিকে ঐ ব্যক্তিকে প্রাইভেট গাড়ীতে করে নিয়ে চলে যায় আবার সেখানে তখন আরেকজনক নতুন কাউকে রেখে যায়। তার ধারণা এটা একটা চক্র যারা এটাকে ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে।"*

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশ মন্তব্য করেন, *"শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির অনেক নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অনেক ছিনতাইকারী বা অপহরণকারী ভিক্ষার ছদ্মবেশে সারাদিন সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। যখনই কাউকে রাতের অন্ধকারে একা পায় তখনই তারা সেই পথচারীর সবকিছু ছিনিয়ে নেন।"* ফোকাস দল আলোচনা থেকে জানা যায় যে, অপেক্ষাকৃত কম বয়সী মেয়েরা দিনের বেলায় ভিক্ষা করেন আবার রাতে অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন - যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় কিংবা এগুলোর ক্ষেত্রে তারা সহায়তা করে। ঢাকা শহরে কিছু ভিক্ষুক অনেক সময় নিজ এলাকায় অপরাধ করে নিজেকে বাচাঁতে শহরে এসে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। এ সম্পর্কে সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন, অনেক অপরাধী তাদের নিজ এলাকায় অপরাধমূলক কোন কাজ করে ঢাকা শহরে এসে অপরাধের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ ধরে ভিক্ষা করছেন। শুধু তাই নয় যখন পথচারীরা তাদেরকে টাকা পয়সা না দেয় তখন কিছু কিছু ভিক্ষুক তাদের সাথে নাছোড়বান্দার মত আচরণ করে। অনেক সময় গালি পর্যন্ত দিয়ে থাকেন। পাশাপাশি এটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে বলে তিনি মনে করেন কেননা ঢাকার অনেক অলিতে-গলিতে বিদেশিরা অনেক সময় ঘুরে থাকেন। তাদের সাথে এই সকল ভিক্ষুকরা আরো বেশি নাছোড়বান্দার মত ব্যবহার করেন। কারণ ভিক্ষুকরা বিদেশিদের থেকে তারা বেশি টাকা পয়সা প্রত্যাশা করেন।

আলোচনায় অংশ নেওয়া সবার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের কী ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সম্পর্কে অপর একজন ভিক্ষুক বলেন, *"ভিক্ষুকদের কল্যাণে সরকারি কোন সেবা ব্যবস্থা একদমই নেই। বরং সরকার তাদের মত অসহায়দের উৎখাত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে। আর সরকারি কোন বাজেট তাদের জন্য থেকে থাকলেও তারা এটা থেকে একদম বঞ্চিত। সে মনে করেন তাদের জন্য যে বরাদ্দ আসে সেটা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা ভোগ করে ফেলছেন যে কারনে তারা পাচ্ছে না।"* তিনি আরো বলেন, সরকার ভুয়া ভিক্ষুকদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা নেন না। যে কারনে এই ভিক্ষুকরা ভিক্ষার ছদ্মবেশে এত অপরাধ করেই চলেছে। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন ব্যবসায়ী মন্তব্য করেন, *"ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারের তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায়না। মাঝে মাঝে বিশেষ*

দিনে তাদেরকে অনেক এনজিও এসে খাবার দিয়ে যায় কিন্তু এটাতে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ কখনও সম্ভব না। ভিক্ষুকদের কল্যানে যতটুকু বাজেট প্রতিবছর থাকে সেটাও তারা ঠিকমত পায়না। "

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি কী কী উদ্যোগ নেয়া উচিৎ এ সম্পর্কে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"ভিক্ষুকরা প্রধানত তিনবেলা ঠিকঠাক খাওয়ার জন্য ভিক্ষা করে থাকেন। যদি সরকার বা এনজিও তাদের তিনবেলা খাবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে তবে ঢাকা শহরে প্রকৃতপক্ষে যারা ভিক্ষা করেন তাদের অধিকাংশই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন।*" আলোচনায় অংশ নেওয়া অধিকাংশ সদস্যই ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে বলেন, অপেক্ষাকৃত কম বয়সী ভিক্ষুকদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বেশীবয়সের ভিক্ষুকদের শতভাগ বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সাথে ভাতার পরিমাণ ও বৃদ্ধি করতে হবে। ঢাকা শহরে অধিকাংশ ভিক্ষুকরাই বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতা পান না কেননা তারা বেশিরভাগই মফস্বল কোন এলাকা থেকে এসেছে। এজন্য ঢাকা শহরের তাদের জাতীয়পরিচয় পত্র নেই। যে কারনে তারা এই ভাতা থেকে বঞ্চিত। কিভাবে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ করা যায়-সে সম্পর্কে একজন সংবাদ কর্মী বলেন, *"ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সর্বপ্রথম একটা বেস লাইন সার্ভে করে তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সেবাব্যবস্থা করতে হবে যেমন ব্যবসা করার মত যাদের অবস্থা আছে তাদেরকে বিনাসুদে কিংবা এককালীন কিছু টাকা দিয়ে ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। আবার যারা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে ভালো পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা করা কারন অনেকে আশ্রয়কেন্দ্রে ভালো পরিবেশে না পেয়ে চলে আসে।*" এ বিষয়ে একজন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন, ভিক্ষকদের বিশাল একটা অংশ তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালনোর জন্য ভিক্ষা করে থাকেন। এসকল ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের ছেলেমেয়েদের বিনা টাকায় বা স্বল্প টাকায় লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে হবে। পাশাপাশি যে সকল ভিক্ষুকদের শারীরিক অসুস্থতা ভালো করা সম্ভব তাদেরকে সরকারি খরচে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। ভিক্ষুকদের পুর্নবাসন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে একজন এনজিও কর্মী বলেন, *"যেহেতু ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির অন্যতম কারণ প্রতিবন্ধীতা। তাই সরকার বা এনজিও কে এদেরকে নিয়ে ফোকাস করতে হবে। তাদেরকে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পুনর্বাসন করে তিনবেলা ভালোমত খাবার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া। তাছাড়া ভিক্ষিকদের পুরো পরিবারকেই পুনর্বাসনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।"* মূলত সরকারী ও সেরকারী উদ্যোগে গৃহীত সমন্বিত প্রচেষ্টায় শহরের উপদ্রব হিসেবে চিহ্নিত ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৪.৮ ফোকাস দল আলোচনা-২

ফোকাস দল আলোচনাটি ঢাকা জেলার নিউমার্কেট থানাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। একজন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, একজন ব্যবসায়ী, একজন ইমাম, একজন ট্রাফিক পুলিশ, একজন সমাজকর্মী, একজন সংবাদকর্মী ও দুইজন ভিক্ষুকসহ সর্বমোট ৮ জন এই ফোকাস দল আলোচনাতে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী সকলের বয়স ছিলো ৩০-৬০ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাদির প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পর্যবেক্ষণ ও মতামত উদঘাটন করা। আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কী কারনে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির কারণ সম্পর্কে একজন

সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন *"রাজধানী হিসেবে ঢাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। ফলে গ্রামের দরিদ্র লোকজন ভাবে ঢাকায় চাইলেই অনেক টাকা আয় করা যায়। যখন গ্রাম থেকে এসে শহরে তাদের কাজ করার মতো যখন কর্মসংস্থান পায় না তখন নিরুপায় হয়ে তারা ভিক্ষার পথ বেছে নেয়।"* এ ব্যাপারে ট্রাফিক পুলিশ বলেন *"শারীরিকভাবে সক্ষম, অন্য কাজও করতে পারবে কিন্তু সহজে বসে থেকেই টাকা পাওয়া যায় এবং কোনো শারীরিক পরিশ্রম করা লাগে না বলে ভিক্ষাকে এক প্রকার পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এজন্যই মূলত ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে।"* আলোচনায় অংশ নেওয়া একজন এনজিওকর্মী বলেন, আমরা যখন মাঠপর্যায়ে কাজ করি তখন দেখি গ্রামের অনেকেই অজ্ঞতা বা ধর্মীয় কারণে বেশি সন্তানসন্ততি নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে পারে না তখন ভিক্ষাবৃত্তিকে টাকা উপার্জনের সহজ পথ হিসেবে বেছে নেয়। তিনি আরো বলেন, প্রায় দেখা যায় এতিম ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বাসে বাসে সাহায্য চাওয়ার নামে ভিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বস্তিতে যারা থাকে অসুস্থতার নাম করে ভুয়া সার্টিফিকেট তৈরি করে কয়েকজন দল বানিয়েও তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে থাকে।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া সদস্যদের কাছ থেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সিন্ডিকেট গড়ে উঠা কথা জানা যায়। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সিন্ডিকেট সম্পর্কে একজন ব্যবসায়ী বলেন, *"গ্রামাঞ্চলের বাচ্চাদের কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিয়ে সিন্ডিকেট তৈরি করে ভিক্ষা করায়। অনেক সময় পাচারকারীরাও এই সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে বাচ্চাদের দিয়ে সহজে ভিক্ষা করায়।"* এ সম্পর্কে অংশ নেওয়া একজন সংবাদকর্মী বলেন, *"পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের ইচ্ছা করে বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয় যেনো সহজে ভিক্ষা চাইতে গেলে পাওয়া যায় এবং তারপর তাদের নিয়ে ভিক্ষার নামে ব্যবসা করা হয়। এছাড়াও মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ সিন্ডিকেটেরা নেয়।"* তিনি আরো বলেন, অনেক পরিবারের বাবা অথবা পরিবারের একজন সদস্য মাদকে আসক্ত থাকলে টাকার লোভে সহজে সিন্ডিকেটের কাছে সন্তানদের দেয় ভিক্ষা করার জন্য। আলোচনায় অংশ নেওয়া আজিমপুরের আমেনা বেগম নামের একজন ভিক্ষুক জানান, *" না না, আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। গতকাল কিছু পুলিশ আমার এক ভিক্ষুক সহকর্মীকে গাড়িতে করে ধরে নিয়ে যায়"। একারণে অনেকটা ভয়ে দিন যাপন করছে সে।*

শহরজীবনে ভিক্ষাবৃত্তি নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অংশগ্রহনকারীদের কাছে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব জানতে চাইলে একজন ইমাম সাহেব বলেন, *"ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে সহজে টাকা উপার্জন করা যায় বলে নিশ্চিত আয় শ্রমবিমুখ হতে সাহায্য করে। এছাড়াও কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে, যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক সৃষ্টি করে। পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতাও বেড়ে যাচ্ছে।"* এ সম্পর্কে সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যারা কর্মসংস্হানে যুক্ত তাদের আয় জিডিপি (জাতীয় দেশজ উৎপাদন)-এ যুক্ত হয় কিন্তু যারা ভিক্ষা করে তাদের আয় জিডিপিতে যুক্ত হয় না। ফলে জিডিপেকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে ভিক্ষার ফলে টাকা ফলপ্রসূ কাজে ব্যয় হচ্ছে না। এজন্য বিনিয়োগ প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এছাড়া তিনি আরো বলেন, ভিক্ষার কারণে দারিদ্র্যতার হার বেড়ে যাচ্ছে কারণ সহজে আয় করা যাচ্ছে। ফলস্বরূপ একজন আরেকজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভিক্ষা করছে। এজন্য শহরে ভিক্ষুক চাপ বাড়ছে, তুলনামূলক দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে।

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ফোকাস দল অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞেস করা হলে একজন ভিক্ষুক বলেন, সঠিক তথ্যের অভাবের কারণে যাদের দরকার তারা সরকারি সাহায্য পাচ্ছে না। কিন্তু যার দরকার নাই তারা পাচ্ছে। এছাড়াও এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যানরা স্বজনপ্রীতি করে

সরকারকে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে। চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বলেন, " *যতই আমাদের জন্য কর্মসংস্থান করা হোক এসময় একটি নির্দিষ্ট সময় পর অক্ষম হয়ে পড়বো, এজন্য সরকার আমাদের মতো দরিদ্র-সহায়সম্বলহীন মানুষদের অক্ষম হওয়ার পর যেন বিশেষ ব্যবস্থা অথবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়।*" এ সম্পর্কে অন্য আরেকজন ভিক্ষুক বলেন, "*মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যের দাম আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা সরকারের এখন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া শহরে কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে সরকার ইচ্ছা করলেও সবাইকে সমানভাবে বা রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য দিতে পারছে না।*"

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি কী কী উদ্যোগ নেয়া উচিত তা জানতে আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়। এ প্রসঙ্গে সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন, দরিদ্র পিতামাতাকে সরকারি উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন করা এবং সন্তানদের যেন স্কুলে পাঠায় এজন্য এনজিও কর্মীরা যেনো বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত আইন বিষয়ে গণমাধ্যমে বেশি বেশি প্রচারের জন্য সরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। এ সম্পর্কে একজন ব্যবসায়ী বলেন, ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেট তদন্ত করে খুজেঁ বের করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া কারণ ঢাকা শহরের বিশাল অংশ জুড়ে সিন্ডিকেট অবস্থান করছে। এছাড়া সুদবিহীন ঋণ দিয়ে কাজের ব্যবস্থা করা এবং ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে ফলপ্রসূ হবে। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রসঙ্গে একজন এনজিও কর্মী বলেন, "*সরকার উদ্যোগ নেয় কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য তারা প্রকৃত সুবিধা পায় না। তারা যেনো প্রকৃত সুবিধা পায় এজন্য জবাবদিহিতার পরিমাণ বাড়াতে হবে। মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে হবে এবং পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভিক্ষুকদের মনে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা যে ভিক্ষাবৃত্তি ভালো নয় এসম্পর্কে ধর্মীয় চিন্ড়াধারার বিকাশ ঘটানো।*" এ বিষয়ে একজন ভিক্ষুক বলেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেনো তিনবেলা পেটপুরে খেতে পারে এবং প্রকৃত ভিক্ষক চিহ্নিত করে একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলেই ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ সম্ভব হবে। শহরের ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রসঙ্গে অন্য আরেকজন ভিক্ষুক বলেন, বিনামূল্যে খাদ্য, থাকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ভালো হবে। এ সুযোগটা পেলেও ভিক্ষাবৃত্তির পথ থেকে সরে আসবে। তাই বলা যায়, ভিক্ষাবৃত্তির কারন চিহ্নিত করা সম্ভব হলেই তা নিরসন করা অদিকতর সহজ হবে।

৪.৯ ফোকাস দল আলোচনা -৩

ফোকাস দল আলোচনাটি ঢাকা জেলার চকবাজার থানার একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। চকবজার মসজিদের একজন ইমাম, একজন এনজিও প্রতিনিধি, একজন ব্যবসায়ী, একজন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, একজন সংবাদকর্মী, একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও দুইজন ভিক্ষুকসহ সর্বমোট ৮ জন এই ফোকাস দল আলোচনাতে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী সকলের বয়স ছিল ৩০-৬৫ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা জেলার ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও পর্যবেক্ষণ উদঘাটন করা। আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কী কারনে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। ভিক্ষাবৃত্তির কারণ সম্পর্কে সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন, "*মূলত আর্থিক অস্বচ্ছলতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, শারীরিক অক্ষমতা ও স্বভাবগত কারনেই ভিক্ষা করে থাকেন। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারনে অনেকে আছে যারা দিনের বেলায় কাজ করে রাতের বেলায় নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ভিক্ষা করেন। কেননা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়তেছে তাতে একবেলা কাজ করে সংসার চালানো একেবারেই সম্ভব না।*" ভিক্ষাবৃত্তির কারন বলতে গিয়ে একজন ভিক্ষুক বলেন, দরিদ্রতাই ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান কারণ তবে এর বাইরেও অনেকে অনেক কারনে ভিক্ষা করেন। যেমন পরিবারের

কোন সদস্যের হঠাৎ কোন কঠিন রোগ কিংবা মৌসুমি বেকারত্বের কারনেও অনেকে ভিক্ষা করছে। তিনি আরও বলেন, যারা মৌসুমি বেকারত্ব বা পরিবারের সদস্যের কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য যারা ভিক্ষা করেন তারা কিছুদিন পর এগুলো ছেড়ে দেয়। কারন সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন সংবাদকর্মী বলেন, *"ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির নানাবিধ কারণ দেখা যায় তবে বেশিরভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধী বা বার্ধক্যজনিত কারনে ভিক্ষা করেন। পাশাপাশি স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর শশুর শাশুড়ী সদ্য বিধবাদের বাড়ি থেকে খালি হাতে বের করে দেন। তখন এসকল অসহায় মহিলাদের ভিক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় থাকেনা। পাশাপাশি অনেকেই আকস্মিক দূর্ঘটনার ফলে পূর্বের কাজের অবস্থায় আর ফিরতে পারেনা।"*

ফোকাস দল আলোচনায় অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সিন্ডিকেট গড়ে উঠার কথা উল্লেখ করেন। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সিন্ডিকেট সম্পর্কে একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ বলেন, *"ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ঢাকা শহরে দুই ধরনের সিন্ডিকেট দেখা যায়। এক, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের অধীনে অনেক লোক ভিক্ষা করে থাকেন। বিনিময়ে তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। দুই, কয়েকজন ভিক্ষুক একসাথে কামরাঙ্গীর চরে একটা বাসা নিয়ে থাকেন। সকাল হলে তারা একসঙ্গে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যায় আর রাত ১১ টা পর্যন্ত তাদের এ কর্মকান্ড চলতে থাকে।"* এ সম্পর্কে সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন, ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক সিন্ডিকেট রয়েছে। এসকল সিন্ডিকেটরা তাদের অধীনে কাজ করা সুস্থ সবল মানুষদের একটা হাত বা পা ইচ্ছে করে ভেঙে দিয়ে তাদেরকে অসহায় বানিয়ে রাস্তায় বসিয়ে ভিক্ষা করাচ্ছে। সারাজীবন এ সকল ভিক্ষুকরা তাদের অধীনে এভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে।

শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি নানা ভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী বলেন, গ্রাম থেকে অনেক লোক কাজের সন্ধানে ঢাকাতে আসে কিন্তু এসেই কাজ না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত হয়ে যায় তারা বস্তি এলাকায় বসবাস করেন যেখানে সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। কিছুদিন কাজ খোঁজার পর কাজ না পেয়ে হতাশা থেকে তারা নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ভিক্ষাবৃত্তির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে একজন সংবাদ কর্মী বলেন, *"অনেকসময় ভিক্ষাবৃত্তির ছদ্মবেশে অনেকে শহরের অনেক বড় বড় সন্ত্রাসী বা রাজনীতিবিদদের সাথে হাত মিলিয়ে চলেন। এসকল সন্ত্রাসীদের বহু কাজের সাথে তারা সম্পৃক্ত থাকেন। পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি শহরের অসহায়ত্বকে নগ্নভাবে উপস্থাপন করছে।"* এ সম্পর্কে এনজিও কর্মী বলেন, অনেক সময় দেখা যায় ভিক্ষা না পেলে ক্ষুধার তাড়নায় ছিনতাইয়ের মতো অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। তিনি আরো বলেন, প্রয়োজনের তাড়নায় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় মিছিল মিটিং করে অপরাধে করে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় বড় বড় সন্ত্রাসের সাথে সম্পর্ক রেখে বড় বড় খুন খারাপির সাথে জড়িয়ে পড়ে।

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের জানতে চাওয়া হলে একজন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি বলেন, সরকার সাহায্য দিলেও সাহায্যের স্বল্পতার কারণে ভিক্ষুকদের চাহিদা মেটানো সম্ভব না। যেহেতু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না এজন্য সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে ভিক্ষুক নিরসনের উপায় বের করতে হবে। চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তিনি বলেন, *"বেশি জনসংখ্যা ও মাত্রাতিরিক্ত মানুষ ভিক্ষায় নিয়োজিত হওয়ায় সবাইকে কর্মসংস্থানে ফিরিয়ে আনাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ "*। সরকারি উদ্যোগে নিযে কথা বলতে গিয়ে অপর আরেকজন ভিক্ষুক বলেন, সরকারের সেবাব্যবস্থা থাকলেও প্রভাবশালীরা খেয়ে ফেলে এবং সরকারি সুযোগ সুবিধার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। এছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্রের অনুদান বা খাওয়া জন্য যে টাকা আসে তা সেবা কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা খেয়ে ফেলে।

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কি কি উদ্যোগ নেওয়া উচিত তা জানতে আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়। এ প্রসঙ্গে এনজিওকর্মী বলেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলে তারা কর্ম করে দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে পারবে ফলে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া যারা কাজ করতে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা মেটানো ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে একজন সংবাদকর্মী বলেন, বেসরকারি কোনো এনজিও-কে সঠিক ভিক্ষুক বের করার জন্য গবেষণা করে রিপোর্ট প্রকাশের দায়িত্ব দিতে হবে। তদন্ত করে রিপোর্ট বিষয়ে সত্যতা প্রমাণিত হয় তাহলে তারা সেভাবে সুপারিশ করবে। এছাড়াও সরকারি যেগুলো ফার্ম থাকে সেখানে সক্ষমতা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে। এর বিনিময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরি দিতে হবে। এ সম্পর্কে অংগ্রহনকারী ব্যবসায়ী বলেন, *"এনজিওকর্মীরা এখানে বড় ভুমিকা রাখতে পারে। গুণগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সরকারি উদ্যোগের যৌথ সমন্বয় সাধন করে ভিক্ষুকদের কর্মে নিযুক্ত করা। কাজ করতে সক্ষম ভিক্ষুক কাজ করতে না চাইলে আইনের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা। এছাড়াও বিটিভির রিপোর্ট প্রকাশ করে সরকারকে ভিক্ষুকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।"* শহরের ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনে একজন ভিক্ষুক বলেন, *"প্রতিবন্ধী ও কাজে অক্ষম হওয়ার কারণে আমার মত ভিক্ষুকদের শহরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং চাল ডাল সুবিধা সরকার থেকে নিয়ে খেয়ে পড়ে জীবনটা চালিয়ে নিতে চাই।"* ঢাকা শহর বিদেশী কূটনৈতিক ও পর্যটকদের যাতায়াতের প্রধান স্থান। ব্যবসা বানিজ্য ও বিনিয়োগের প্রয়োজনে বিদেশী ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত ঢাকা শহর ভ্রমন করে থাকে। তাই ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় দীনতা প্রকাশ করে। তাই সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরের ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১০ মূখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়। যাদের সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয় তারা হলেন: ১) মো. রেদওয়ান হোসেন, সহকারি পরিচালক, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, ধলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ২) মো. সাইফুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, পুবাইল, গাজীপুর ৩) মো. আল আমীন জামালী, সমাজসেবা অফিসার, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, মিরপুর-১, ঢাকা ৪) মো. মেহফুজুর রহমান, উপ-সহকারি পরিচালক, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, গোদনাইল, নরায়নগঞ্জ ৫) নিয়াজ মোর্শেদ, উপ-সহকারি পরিচালক, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, বেতিলা, মানিকগঞ্জ ৬) মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার নানা কারন উল্লেখ করেছেন যেমন: দারিদ্য, প্রতিবন্ধীতা যেমন: শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, পরিবারের অবহেলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দূর্ঘটনা, বেকারত্ব, পরিবার প্রধানের রোগ ও মৃত্যু, পরিবারের কোন সদস্যের কঠিন রোগ, পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি। তবে তাঁরা **ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার** আচরণগত কারনকে বড় কারন বলে মতামত দিয়েছেন যেমন: অভ্যাসগত, পৈত্রিক পেশা, বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন, শ্রমবিমুখতা, অলসতা, মাদক/গাঁজা সেবন, অন্যের প্ররোচনা এবং ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত। মো. মেহফুজুর রহমান, উপ-সহকারি পরিচালক, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, গোদনাইল, নরায়নগঞ্জ এবং মো. সাইফুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, পুবাইল, গাজীপুর উল্লেখ করেন, "ভিক্ষুকদের সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে রাখার

পর অধিকাংশের প্রবণতা থাকে কীভাবে পালিয়ে যাব। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র কোন জেলখানা না। এদেরকে এখানে পাহারা দিয়ে রাখা খুবই কঠিন। দেখা গেছে, মোবাইল কোর্ট ভিক্ষুকের ২মাস বা ৩ মাসের জন্যে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিছে। ২/৩ মাস পর তারা আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেয়ে আবার ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়েছে এবং আবার মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রে এসছে। আবার ছাড়া পেয়ে আবার ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়েছে।"

ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের উপায় নির্ধারণে তাঁরা নানা মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেছেন। যেমন: বাংলাদেশে ভিক্ষুকদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্যে জরিপ পরিচালনা করা; উপজেলা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা ও অনুদান প্রদান করা; অনুদানের টাকা আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মসজিদের ইমাম, গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, ইউনিয়ন সমাজকর্মী ও এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা; সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র থকে অসহায় প্রবীণ ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা; সক্ষম ভিক্ষুকদের ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্রে রেখে তাদের সক্ষমতা বিবেচনা করে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন: দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক ওয়ারিং ও ওয়েল্ডিং, ম্যাকানিক্স, ফুড এবং বেভারেজ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, মাছ ও মৌমাছি চাষ, তাঁত, কাঠ শিল্প, চুল কাটা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কলকারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; অক্ষম, অসুস্থ, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্যে প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্যদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা; ভিক্ষুকদের সিন্ডিকেট চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা; উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া দরকার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা।

৪.১১ গুণাত্বক গবেষণার প্রধান ফলাফল

ঢাকা শহরের ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ শীর্ষক গবেষণায় সংখ্যাত্বক ও গুনাত্বক উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করে ফলাফল বিশ্লেষনের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় গুনাত্বক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ফোকাস দল আলোচনা (এফজিডি), কেস স্টাডি ও মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গবেষণার উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন ব্যবহার করে গুনগত তথ্য সংগ্রহ কনা হয়েছে। ফোকাস দল আলোচনা (এফজিডি), কেস স্টাডি এবং মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে প্রাপ্ত গুণগত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভিক্ষাবৃত্তির অনেকগুলো কারন উঠে এসেছে তার মধ্যে প্রধান কারন হলো দরিদ্রতা ও প্রতিবন্ধীতা। কারণ প্রতিবন্ধীরা কাজ করতে একেবারেই অক্ষম পাশাপাশি তারা পরিবার থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হন। অনেকের সংসারে দেখা যায় ৫-৭ জন পর্যন্ত লোকসংখ্যা আছে। কিন্তু উপার্জনশীল ব্যক্তি মাত্র একজন বাকি সকলেই নির্ভরশীল। আবার দেখা যায় ঐ পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে। যাদের খরচ বহন করার জন্যও ভিক্ষা করতে হচ্ছে। এছাড়াও পরিবারের কর্তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে ঐ পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার জন্য কাউকে না কাউকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক নতুন নতুন লোক ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হচ্ছে অথচ তাদের দেখতে কাজ করতে সক্ষম বলে মনে হয়। তারা দিনের কিছু সময় কাজ করছেন আবার কিছু সময় ভিক্ষা করছেন। মূলত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারনে এসকল নব্য ভিক্ষুক দেখা যাচ্ছে। কারন তারা একবেলা কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। গুনাত্বক তথ্য সংগ্রহের কৌশলে অংশগ্রহনকারী অনেকেই

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন হিসেবে ঋণ পরিশোধ করা, মেয়ের বিয়ে ও যৌতুকের টাকা প্রদান, আকস্মিক দূর্ঘটনা, মাদক/ গাঁজা সেবন, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, পরিবার প্রধানের মৃত্যু, লাভজনক পেশা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি তুরে ধরেছেন।

বর্তমান গবেষণার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল শহরজীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব খুজেঁ বের করা। প্রাপ্ত গুনাত্বক তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভিক্ষাবৃত্তির ছদ্মবেশ ধরে অনেক ভিক্ষুক অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন যৌনাচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় কিংবা এগুলোতে সাহায্য সহযোগিতা করছে। পাশাপাশি গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ দেখা যায় শুধু তাই নয় অপরাধ প্রবনতা যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করে এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এ ব্যাপারে ফোকাস দলে অংশগ্রহনকারী একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ বলেন, *"শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির অনেক নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অনেক ছিনতাইকারী বা অপহরণকারী ভিক্ষার ছদ্মবেশে সারাদিন সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। যখনই কাউকে রাতের অন্ধকারে একা পায় তখনই তারা সেই পথচারীর সবকিছু ছিনিয়ে নেন।"* গুনাত্বক তথ্যদাতাদের বক্তব্যে দেখা যায় যে, অনেক অপরাধী আছে যারা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য নকল দাড়ি গোফ লাগিয়ে শহরের অলিতে-গলিতে ভিক্ষা করে। তাদের দেখলে মনে হয় তারা খুব অসহায় এবং খুব সৎ মানুষ। ভিক্ষুকরা বিভিন্নভাবে শহরে পরিবেশ নষ্ট করছে। অনেক সময় দেখা যায় ফুটপাতের বিশাল একটা জায়গা নিয়ে ভিক্ষুকরা চৌকি বিছায়ে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করে ভিক্ষা করছেন। এ সকল রাস্তা দিয়ে পথচারীরা ঠিকমত চলাচল করতে পারেনা। বাধ্য হয়ে প্রধান সড়কের উপর দিয়ে চলাচল করতে হয় যেটাতে অনেক সময় দূর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ফলাফলে ফুটে উঠেছে যে, ভিক্ষুকরা শহরের বড় বড় সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন। রাজনীতিবিদরা তাদের উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য ভিক্ষুকদেরকে অল্প টাকার বিনিময়ে বড় কোন অপরাধমূলক কাজ করিয়ে নেয়। অনেক সময় টাকার প্রলোভন দেখিয়ে এদেরকে দিয়ে প্রতিপক্ষকে হয়রানি ও হত্যা পর্যন্ত করায়।

গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় খুজেঁ বের করা। প্রাপ্ত গুনাত্বক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করার কথা উঠে এসেছে। ভিক্ষুকদের সার্বিক চিত্র জানতে বেইস-লাইন জরিপের ভিত্তিতে বয়স, লিঙ্গ, স্থান, প্রতিবন্ধীতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নির্ধারকের আলোকে প্রকৃত ভিক্ষুকের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার কথা উঠে এসেছে। তথ্য ভান্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করা অথবা সক্ষমতা অনুযায়ী সরকারি বিভিন্ন ফার্মে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে নকল ভিক্ষুকদেরকে জেলে প্রেরণ করে রিমান্ডের মাধ্যমে তাদের পুরো সিন্ডিকেট সম্পর্কে তথ্য বের করা এবং সে অনুযায়ী সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে অবশ্যই জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ সম্ভব বলে মতামত এসেছে।

ফলাফলে দেখা যায় যে, ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে ভিক্ষুকদের কল্যানে যেসকল সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবেশ ভালো করা। শুধু মাত্র ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করলে হবে না সাথে তাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও পুনর্বাসনের চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও অধিকাংশ ভিক্ষুক গ্রাম থেকে আসায় কাগজপত্রের জটিলতার কারনে বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতা পান না। ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রসঙ্গে ফোকাস দলে অংশগ্রহনকারী একজন শিক্ষক বলেন, *"অপেক্ষাকৃত কম বয়সী ভিক্ষুকদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বেশীবয়সের ভিক্ষুকদের শতভাগ বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতার আওতায় নিয়ে*

আসতে হবে। সাথে ভাতার পরিমাণ ও বৃদ্ধি করতে হবে। ঢাকা শহরে অধিকাংশ ভিক্ষুকরাই বয়স্ক ভাতা বা বিধবা ভাতা পান না কেননা তারা বেশিরভাগই মফস্বল কোন এলাকা থেকে এসেছে। এজন্য ঢাকা শহরের তাদের জাতীয়পরিচয় পত্র নেই। যে কারনে তারা এই ভাতা থেকে বঞ্চিত"।

ফলাফলে উঠে এসেছে যে, যে সকল ভিক্ষুক বর্তমানে কঠিন রোগে আক্রান্ত কিন্তু ভালোভাবে চিকিৎসা করলে তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে কাজ করতে পারবে সেকল ভিক্ষুকদেরকে সরকারিভাবে ফ্রি চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে তারা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ফিরে আসবে। যে সকল ভিক্ষুকদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করেন তাদেরকে বিনামূল্যে লেখাপড়ার সুযোগ প্রদানপূর্বক উপবৃত্তির টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বোপরি ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে অপেক্ষাকৃত সক্ষমদের বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে নগদ কিছু টাকা দিয়ে উৎপাদনমুখী কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং অপেক্ষাকৃত অক্ষমদের জন্য ভাতার পরিমান বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের পরিবারের অন্য সদস্যকে উৎপাদনমুখি কাজের ব্যবস্থা করা গলে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তারা সরে আসবে। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সক্ষমতা অনুযায়ী সেবাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যেমন ব্যবসা করার মত যাদের অবস্থা আছে তাদেরকে বিনাসুদে কিংবা এককালীন কিছু টাকা দিয়ে ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। আবার যারা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে ভালো পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা করা গেলে অনেকেই এ মর্যাদাহীন পেশা থেকে বের হয়ে আসবে।

বাংলাদেশেও ভিক্ষাবৃত্তি রোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে যেমন: ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১, শিশু আইন ২০১৩, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা ২০১৫, বাংলাদেশ সংবিধান ১৫(ঘ) ও ১৯ অনুচ্ছেদ এবং সর্বশেষ ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট -১ এর চতুর্থ অধ্যায়। এ সকল আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হলেই ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ অনেকটা সম্ভব হবে। গবেষণার আওতায় একজন কেস (প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক) বলেন, "*বাংলাদেশে আইন আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। ভিক্ষুকদের কল্যানে যেসকল আইন রয়েছে সেসব আইনসমূহ বাস্তবায়ন হলে এত ভিক্ষুক ঢাকা শহরে দেখা যেত না। তিনি আরও বলেন, আইন বাস্তবায়িত কিভাবে হবে, আজকাল যারাই রক্ষক তারাই আবার ভক্ষক*"। তাই বলা যায় যে, গুনাত্বক তথ্যদানকরী সদস্যদের মতামত ও ফলাফল অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তির যে সকল কারন উঠে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে উঠা আসা সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে সমাজের মর্যাদাহীন ও সম্মানহানিকর ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন করা সম্ভব হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

৫.১ উপসংহার ও সুপারিশমালা

ভবঘুরে বা ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে চরম দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহ ও ভূমিহীনতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রতিবন্ধীতা, দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি, পারিবারিক ভাঙ্গন, বেকারত্ব, পৈত্রিক পেশা, বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন, শ্রমবিমুখতা, অভ্যাসগত, বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, দূর্ঘটনা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরুপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত করেন এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করেছেন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দশনা অনুযায়ী ভিক্ষুকমুক্ত সমাজগঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে বর্তমান সরকার সচেষ্ট রয়েছে। সরকার ২০১০ সাল হতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। ২০১৮ সালে ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

ভিক্ষাবৃত্তির সাথে দারিদ্র সরাসরি সম্পর্কিত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্মানজনক সফলতা পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০৩০ সনের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বদ্ধপরিকর সরকার। SDGs goal 1: No Poverty, 2: Zero Hunger. উন্নয়নের বলয় থেকে বাদ যাবে না কেউ। ইতোমধ্যে সমাজের বয়:বৃদ্ধ, বিধবা এবং দৈহিক ও মানসিক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। ভিক্ষুকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) নীতির সফল বাস্তবায়ন সহজ হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পার্ট-১ এর ৪র্থ অধ্যায়ে (Poverty and Inequality Reduction Strategy) দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) তে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ২.৫৫%, দারিদ্রের হার ৭% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ০.৬৮% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় বর্তমান গবেষণাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ

গবেষণা ফলাফলের আলোকে ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণে নিম্নোক্ত মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা যেতে পারে।

১। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য বা সংখ্যা নেই। ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্যে বেস লাইন সার্ভে ও ভিক্ষুক পরিবার চিহ্নিত করা দরকার। জরিপের মাধ্যমে বয়স, লিঙ্গ, স্থান, প্রতিবন্ধীতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে ভিক্ষুকদের একটি জাতীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা যেখানে সক্ষম ও অক্ষম ভিক্ষুকদের তালিকা থাকবে।

২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিক্ষুকদের জন্যে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজনবোধে তাদের সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, শারিরীক ও মানসিক অবস্থা ও শিক্ষাগতযোগ্যতা বিবেচনা করে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন: দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক ওয়ারিং ও ওয়েল্ডিং, ম্যাকানিক্স, ফুড এবং বেভারেজ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, মাছ ও মৌমাছি চাষ, তাঁত, কাঠ শিল্প, চুল কাটা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রয়োজনবোধে ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ/অনুদান প্রদান করে তাদের পূর্বের স্থান ও পরিবারে রেখে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের সময় তাদের প্রতিদিন ভাতার ব্যবস্থা করা যাতে তারা প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কলকারখানায় তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে যে সমস্ত অসহায় প্রবীণ ও মানসিক প্রতিবন্ধী আছে তাদেরকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩। আশ্রয়হীন ভিক্ষুকদের আবাসনের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনবোধে সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্প ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি করা। অসুস্থ ভিক্ষুকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

৪। অক্ষম, অসুস্থ, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্যে প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা। ক্ষেত্র বিশেষে যে সকল ভিক্ষুকদের কর্মক্ষম সন্তান রয়েছে পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন অনুসারে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা।

৫। ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের সিন্ডিকেট চিহ্নিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন শৃংখলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা সিন্ডিকেট চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃস্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে প্রয়োজনবোধে সক্ষম ভিক্ষুকদের আটকের জন্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা।

৬। ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে বিভিণ্ন মন্ত্রণালয় যেমন: অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পশু ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি দরকার। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করতে পারে।

৭। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির জন্যে সমন্বিত উদ্যোগ যেমন: পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ দরকার, যেখানে সরকরি উদ্যোগের পাশাপাশি শহর/গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮। সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কাজ করছে। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দেয়া দরকার। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে ডিগ্রীধারীদের প্রাধান্য দিতে হবে। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হবে।

৯। সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় উপজেলা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা ও উপার্জনমূখী প্রশিক্ষণ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা ও অনুদান প্রদান করতে হবে। অনুদানের টাকা আয়বর্ধক

কাজে ব্যবহার নিশ্চিত ও মনিটরিং করার জন্যে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা/ইউনিয়ন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধানে উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে মসজিদের ইমাম, গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১০। বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন প্রত্যেক জেলায় সরকারি শিশু পরিবার রয়েছে। এ সমস্ত শিশু পরিবারে ১০ জন করে প্রবীণ রাখার বিধান রয়েছে। এ সমস্ত শিশু পরিবারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবীণ ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১১। ভিক্ষুকদের সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা দরকার।

১২। প্রত্যেক ধর্মীয় বিধানে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মসজিদের ইমাম ও মন্দিরের পুরোহিত বিশেষ ধর্মীয় দিনে বা মাঝে-মধ্যে এ বিষয়ে খুৎবা দিতে পারে যাতে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা গ্রহণ না করে। সরকারের ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা। ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে ওয়ার্ডভিত্তিক উঠান সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, র‍্যালি, লিফলেট বিতরন ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এনজিও কর্মী, গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাইমারি স্তর থেকে আরম্ভ করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব ও এর নেতিবাচক দিক নিয়ে একটি অধ্যায় রাখা যেতে পারে যাতে এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা কেউ গ্রহণ না করে।

১৩। ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণা নেই বললেই চলে। অথচ ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশা বাংলাদেশে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সুতরাং ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অধিকতর গবেষণা হওয়া দরকার।

তথ্যসূত্র

Azorin, J. M., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organizational research: A literature review, *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95e105

Friedlander, Walter A & Apte, Robert Z (1963). Introduction to Social Welfare (1st edition), New Delhi, Prentice-Hall of India Private Limited

Miles, M.B. & A. M. Huberman (1994) *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

World Bank, 2010 Bangladesh: Safety Nets to Protect the Poor available at http:/www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/27/Bangladesh-safety-nets-to-protect-the-poor

আলোকিত বাংলাদেশ, ১২ জানুযারি ২০২২

বাংলাদেশে সংবিধান, ১৯৭২

ভিক্ষুক পুনর্বাসন এবং দৃশ্যমান বাস্তবতা, দৈনিক সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০২২

ভিক্ষাবৃত্তি: পরোক্ষভিক্ষার দায় ও সামাজিক অপরাধ-দৈনিক পূর্বদেশ, ২২ জানুয়ারি ২০২২

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা, ২০১৫, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ঢাকায় ভিক্ষাবৃত্তি ঘিরে শক্তিশালী সিন্ডিকেট, বিবিসি বাংলা, ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৮

শিশু আইন, ২০১৩, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (২০১৮), ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সংযুক্তি

সংযুক্তি-১: সাক্ষাৎকার অনুসূচি

'ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ' এই শিরোনাম গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে]

নাম :
ঠিকানা :

১. জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য		
১.১	আপনার লিঙ্গগত পরিচয়?	১) পুরুষ ২) মহিলা ৩) তৃতীয় লিঙ্গ
১.২	আপনার ধর্ম-	১) ইসলাম ২) হিন্দু ৩) বৌদ্ধ ৪) খ্রিষ্টান ৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------
১.৩	আপনার বয়স-	..... বছর
১.৪	আপনার বৈবাহিক অবস্থা-	১) বিবাহিত ২) অবিবাহিত ৩) বিপত্নীক ৪) বিধবা ৫) তালাকপ্রাপ্ত ৬) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....
১.৫	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা-	১) নিরক্ষর ২) স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ৩) লিখতে পড়তে পারে ৪) প্রাথমিক ৫) মাধ্যমিক ৬) উচ্চ মাধ্যমিক ৭) স্নাতক ৮) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....
১.৬	আপনার মাসিক আয় (টাকায়)-	১) ০-২০০০ ২) ২০০১-৪০০০ ৩) ৪০০১-৬০০০ ৪) ৬০০১-৮০০০ ৫) ৮০০১-১০০০০ ৬) ১০০০১-১২০০০ ৭) ১২০০১-১৪০০০ ৮) ১৪০০১-১৬০০০ ৯) ১৬০০১-১৮০০০ ১০) ১৮০০১-২০০০০ ১১) ২০০০০ এর উর্ধ্বে
১.৭	আপনি কি পরিবারের সাথে বসবাস করেন?	১) হ্যাঁ ২) না
১.৮	উত্তর "হ্যাঁ" হলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন?	১) ১-৩ জন ২) ৪-৬ জন ৩) ৭-৯ জন ৪) ৯ জনের উর্ধ্বে
১.৯	আপনার উপর নির্ভশীল সদস্য সংখ্যা-	১) ১ জন ২) ২ জন ৩) ৩ জন ৪) ৪ জন ৫) ৫ জন ৬) ৬ জন ৭) ৬ জন ৮) ৭ জনের উর্ধ্বে
১.১০	পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য সংখ্যা-	১) নেই ২) ১জন ৩) ২ জন ৪) ৩ জন ৫) ৪ জন ৬) ৪ জনের উর্ধ্বে
১.১১	পরিবারের সদস্যদের মোট আয় (টাকায়)-	১) ০-৩০০০ ২) ৩০০১-৬০০০ ৩) ৬০০১-৯০০০ ৪) ৯০০১-১২০০০ ৫) ১২০০১-১৫০০০ ৬) ১৫০০১-১৮০০০ ৭) ১৮০০১-২১০০০ ৮) ২১০০১-২৪০০০ ৯) ২৪০০১-২৭০০০ ১০) ২৭০০১-৩০০০০ ১১) ৩০০০০ টাকার উর্ধ্বে

১.১২	আপনি কোন ধরনের পরিবারে বসবাস করেন?	১) একাকী ২) একক পরিবার ৩) যৌথ পরিবার ৪) আত্মীয়-স্বজনের সাথে ৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....
১.১৩	পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন-	১) খুব ভালো ২) ভালো ৩) মোটামুটি ৪) খারাপ ৫) খুব খারাপ ৬) মন্তব্য নেই
১.১৪	আপনার নামে কি কোন স্থাবর সম্পত্তি আছে?	১) হ্যাঁ ২) না
১.১৫	যদি থাকে তাহলে জমির পরিমাণ?	১) বসতবাড়ি ..... শতাংশ ২) চাষযোগ্য ..... শতাংশ (মোট----------শতাংশ) ৩) ভিটেমাটিহীন
১.১৬	আপনার কী সঞ্চয় আছে?	১) নেই ২) পরিমান----------(টাকা)
১.১৭	আপনার স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা কতজন?	১) ১ জন ২) ২ জন ৩) ৩ জন ৪) ৪জন ৫) ৫ জন ৬) স্কুলগামী কোন সন্তান নেই
১.১৮	কতজন স্কুলে যায়?	১) ১ জন ২) ২ জন ৩) ৩ জন ৪) ৪ জন ৫) কেউ স্কুলে যায় না
১.১৯	আপনি কোথায় রাত্রিযাপন করেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১) নিজগৃহ ২) ভাড়া বাসা ৩) ফুটপাত ৪) বাসস্টেশন ৫) রেলষ্টেশন ৬) আত্মীয়ের বাসা ৭) মাজার ৮) মার্কেট ৯) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন- মসজিদ, মন্দির) ১০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) ১১) লঞ্চ ঘাট ১২) ফ্লাইওভারের নীচে ১৩) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....

২. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত তথ্য		
২.১	আপনি কতদিন যাবৎ ভিক্ষা করেন?	১) ১ বছর এর নীচে ২) ১-২ বছর ৩) ২-৪ বছর ৪) ৪-৬ বছর ৫) ৬-৮ বছর ৬) ৮-১০ বছর ৭) ১০-১২ বছর ৮) ১২-১৪ বছর ৯) ১৪-১৬ বছর ১০) ১৬-১৮ বছর ১১) ১৮-২০ বছর ১২) ২০ বছরের উর্ধ্বে
২.২	দৈনিক কত ঘণ্টা ভিক্ষা করেন?	১) ১-৩ ঘণ্টা ২) ৩-৫ ঘণ্টা ৩) ৫-৭ ঘণ্টা ৪) ৭-৯ ঘণ্টা ৫) ৯-১২ ঘন্টা ৬) ১২-১৫ ঘন্টা ৭) ১৫ ঘণ্টার উর্ধ্বে
২.৩	ভিক্ষা করার আগে কি করতেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১) বেকার ২) কৃষি কাজ ৩) ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪) দিন মজুর ৫) কুটির শিল্প ৬) অন্যের বাসায় কাজ ৭) গাড়ির চালক ৮) রিক্সাচালক/ভ্যান চালক ৯) বাঁশ বা বেতের কাজ ১০) হস্তশিল্প ১১) রাজমিস্ত্রী ১২) মুটে বা কুলি ১৩) দর্জির কাজ ১৪) কাঠমিস্ত্রী ১৫) মুদি দোকান ১৬) কারখানার শ্রমিক ১৭) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....
২.৪	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারন (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)প্রতিবন্ধীতা [শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী- (প্রতিবন্ধীতায় টিক দিন)] ২) দারিদ্র্য ৩) দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যাধি ৪) ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ৫) পারিবারিক ভাঙ্গন ৬) বেকারত্ব ৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৮) পরিবার প্রধানের রোগ ও মৃত্যু

		৯) পৈত্রিক পেশা ১০) সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ১১) বিনা পুঁজিতে ও পরিশ্রমে উপার্জন ১২) সন্তানদের পড়াশোনা ১৩) মেয়ের বিয়ে ১৪) পরিবারের কোন সদস্যের কঠিন রোগ ১৫) মৌসুমি বেকারত্ব ১৬) শ্রমবিমুখতা ১৭) অভ্যাসগত ১৮) বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ১৯) মাদক/গাঁজা সেবনের উদ্দেশ্যে ২০) অন্যের প্ররোচনা ২১) ভিক্ষাবৃত্তির সিন্ডিকেটে যুক্ত ২২) ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পঙ্গুত্ব করা ২৩) ফেরারী আসামি/অভিযুক্ত অপরাধ (জখম, খুন, ধর্ষন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ভিক্ষুকের ছদ্মবরন- টিক দিন) ২৪) দূর্ঘটনা ২৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------
২.৫	আপনি কোথায় ভিক্ষা করেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১) ধর্মীয় স্থান (মসজিদ, মন্দির) ২) ফুটপাত ৩) ট্রাফিক সিগন্যাল ৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫) যানবাহন ৬) হাসপাতাল ৭) বাসায় বাসায় ৮) দোকানে দোকানে ৯) পার্ক ও উদ্যান ১০) আদালত প্রাঙ্গণ ১১) বাস স্টেশন, রেলস্টেশন, লঞ্চ ঘাট ১২) বাজার ১৩) খেলার মাঠ ১৪) মাজার প্রাঙ্গন ১৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

৩. শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য

৩.১	আপনি কি মনে করেন ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক সমস্যা?	১) হ্যাঁ ২) না						
৩.২	শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব							
	ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবের নির্দেশক	পর্যায়						
		সম্পূর্ণ একমত	একমত	কিছুটা একমত	সিদ্ধান্তহীন	কিছুটা দ্বিমত	দ্বিমত	সম্পূর্ণ দ্বিমত
১	ভিক্ষুকেরা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভরশীল।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২	ভিক্ষাবৃত্তি অর্থনৈতিক বৈষম্যরই পরিচায়ক।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩	শ্রমের উৎপাদনশীলতা নষ্ট করে	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪	নিজের অসহায়ত্ব নগ্নভাবে উপস্থাপন করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫	অলস হতে শেখে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬	নিশ্চিত আয় শ্রমবিমুখ হতে উৎসাহিত করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭	কর্মস্পৃহা ক্রমশ হ্রাস পায়।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম ব্যাহত করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৯	কখনও কখনও নাছোড়বান্দার ন্যায় আচরণ করে, যা দারুণভাবে বিরক্তির উদ্রেক করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০	অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন- যৌনচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	অসামাজিক কার্যকলাপে সাহায্য করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	গাঁজা, মাদকসেবন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ দেখা যায়।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩	অপরাধ প্রবনতা যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবন কাজ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪	অপরাধীরা ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, যৌনাচার, মাদকসেবনসহ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫	অপরাধীরা আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভিক্ষুকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬	ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭	অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসের ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮	মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে রোগের সংক্রামণ ঘটায়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯	এটি ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০	ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৪. ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কিত তথ্য		
৪.১	আপনাদের জন্যে কোন ধরনের সরকারি সেবা ব্যবস্থা আছে?	১) জানি না ২) ক্ষুদ্র ঋণদান ৩) অনুদান ৪) আশ্রয় কেন্দ্র ৫) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৬) কর্মসংস্থান ৭) বয়স্কভাতা ৮) বিধবা ভাতা ৯) প্রতিবন্ধী ভাতা ১০) ভিজিডি/ভিজিএফ ১১) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------
৪.২	আপনাদের জন্যে কোন ধরনের বেসরকারি সেবা ব্যবস্থা আছে?	১) জানি না ২)----------৩)---------- ২) ----------৪)----------
৪.৩	আপনাদের পূনর্বাসনের জন্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র আছে-সেটি আপনি জানেন কিনা?	১) হ্যাঁ ২) না
	আপনি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান কিনা?	১) হ্যাঁ ২) না
৪.৪	উত্তর 'হ্যাঁ' হলে আপনি সেখানে কোন ধরনের সেবা ব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ২) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা ৩) শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৪) চিত্ত বিনোদন ৫) কর্মসংস্থান ৬) ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে পুনর্বাসন ৭) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------
৪.৫	উত্তর 'না' হলে কেন যেতে চান না?	১) ২) ৩) ৪) ৫)
৪.৬	আপনি কোন জেলা থেকে ঢাকাতে এসেছেন?	----------জেলা
৪.৭	আপনি পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে চান কিনা?	১) হ্যাঁ ২) না
৪.৮	উত্তর "হ্যাঁ" হলে, পূর্বের স্থানে বা গ্রামে ফিরে যেতে আপনি কি আশা করেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ২) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা ৩)শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৪) চিত্ত বিনোদন ৫) নিজের কর্মসংস্থান ৬) ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের আয়বর্ধক কাজ ৭) নিজে অক্ষম বিধায় পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান ৮) গ্রামে কম দামে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা ৯) নিরাপত্তা প্রদান ১০) গ্রামভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা ১১) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------
৪.৯	উত্তর 'না' হলে কেন ফিরে যেতে চান না? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)নিরাপত্তার অভাব ২) আয়ের কোন সুযোগ নেই ৩) কোন নিকট আত্বীয় না থাকা ৪) কাজের অভাব ৫) প্রতিবেশীদের সাথে দ্বন্দ্ব ৬) রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ৭) আশ্রয় কেন্দ্রের অভাব ৮) গ্রামে থাকতে ভাল লাগে না ৯) বিনোদনের অভাব ১০) ভাল খাবার দাবার না পাওয়া ১১) ভাল যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা ১২) ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা ১৩) নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যেমন: পানি, গ্যাস ও

		বিদ্যুৎ না থাকা ১৪) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------
৪.১০	ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করতে আপনি আগ্রহী কিনা?	১) হ্যাঁ ২) না
৪.১১	উত্তর "না" হলে কেন আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে চান না?	১) ২) ৩) ৪) ৫)
৪.১২	সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করলে আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন? (একাধিক উত্তর সম্ভব)	১)কর্মসংস্থানের সুযোগ ২) সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তিকরণ ৩) ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা ৪) সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে পূনর্বাসন ৫) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ৬) সরকারি ও বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে আয় বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা ৭) সন্তানের পড়ালেখার খরচ ৮) সরকারি খরচে সরকারি জায়গায় গৃহ নির্মাণ ৯) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) .....
৪.১৩	শহরে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন।	১) ২) ৩) ৪) ৫)

আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি-২: মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার গাইড লাইন

'ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ' এই শিরোনাম গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে]

মূখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার

নাম-

ঠিকানা-

মোবাইল নং-

১। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির কারন সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন-

২। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সিন্ডিকেট সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন-

৩। শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন-

৪। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে বলুন-

৫। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলুন-

৬। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বলুন-

৭। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী কী উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন-

আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংযুক্তি-৩: কেস স্টাডি গাইড লাইন

'ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ' এই শিরোনাম গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে]

নাম-

ঠিকানা-

মোবাইল নং-

১। আপনার বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, সন্তান সংখ্যা, উপার্জনশীল ও নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা, স্কুলগামী সন্তান সংখ্যা, স্কুলে যায়না এমন সন্তান সংখ্যা-

২। আপনি কি পরিবারের সাথে বসবাস করেন এবং বসবাসের ধরন সম্পর্কে বলুন-

৩। পরিবারের সাথে সম্পর্কের ধরন বলুন-

৪। আপনার ও পরিবারের মাসিক আয়-

৫। আপনার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমান সম্পর্কে বলুন-

৬। আপনি কতদিন যাবৎ ভিক্ষা করেন-

৭। আপনার পরিবারে আর কেউ ভিক্ষা করেন কিনা (বয়স ও মাসিক আয়)-

৮। আপনার ভিক্ষাবৃত্তির কারন সম্পর্কে বলুন-

৯। ভিক্ষাবৃত্তি শহরের পরিবেশ কিভাবে নষ্ট করে-সে সম্পর্কে বলুন-

১০। ভিক্ষাবৃত্তি কিভাবে শহরের অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি করে-সে সম্পর্কে আপনার ধারনা বলুন-

১১। আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে আগ্রহী কিনা বলুন-

১১। সরকারি ও বেসরকারি কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহন করলে আপনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিবেন

১২। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে আপনার সুপারিশ বলুন-

আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংযুক্তি-৪: ফোকাস দল আলোচনা গাইড লাইন

'ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ' এই শিরোনাম গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে]

FGD Guideline

১। ফোকাস দলে অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নাম ও পরিচয়

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	ঠিকানা	পেশা
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

২। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তির কারন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা বলুন-

৩। ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সিন্ডিকেট সম্পর্কে আপনাদের ধারনা বলুন-

৪। শহর জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাব সম্পর্কে আপনাদের ধারনা বলুন-

৫। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে বলুন-

৬। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলুন-

৭। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বলুন-

৮। ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী কী উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে আপনারা মনে করেন-

আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।